

সাবিত্রী নারদমুখে সত্যবানের অল্পায়ু শুনিয়াও তাঁহাকেই বিবাহ করিতে সংকল্প করিলেন। ১৪০ পৃঃ

বাসর ঘরের প্রীতি-উপহার

স্বামি-গৃহ

৫১৮৫

শ্রীহীরালাল দত্ত-প্রণীত

মূল্য—৸৹ আনা

সুদৃশ্য রেশমী কাপড়ের বাঁধাই ১৲ মাত্র

প্রকাশক
শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্‌স্,
প্রোপ্রাইটারস্ কটন লাইব্রেরী,
বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ।

ঢাকা, বাঙ্গালাবাজার
কাশী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীরাইমোহন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ



৩৮৮

যাঁহাদের হৃদয়ের পুণ্যে

স্বামি-গৃহে

স্বর্গের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, মাধুরী ঝড়িয়া পড়ে,

যাঁহারা

বধূরূপে জননী ও সহধর্ম্মিণীরূপে

স্বামি-গৃহে

চির আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত করেন

তাঁহাদেরই পুণ্য-হস্তে

"স্বামি-গৃহ"

শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার

নিবেদন



কি তপস্যার বলে বঙ্গমহিলাগণ স্বামি-গৃহে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সেই তপস্যার কথারই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে আমাদের কুলমহিলাগণ কিছুমাত্রও তৃপ্তি বোধ করেন, তাহা হইলে অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

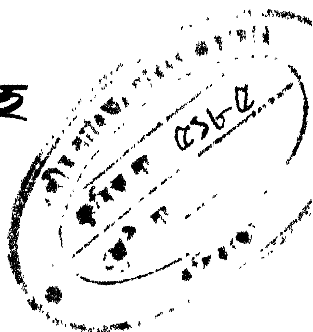
দত্ত-ভিলা
পঞ্চসার, ঢাকা
আশ্বিন, ১৩২০ সন।



গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

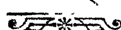
স্বামি-গৃহ


৫১৮৪

পূর্ব্বাভাষ

কল্যাণি! আজ তোমার শুভ বিবাহ। আজ তোমার জীবনের অতি পবিত্র দিন। এমন দিন জীবনে আর হইবে না। আজ হইতে তোমার জীবনের প্রকৃত সাধনা—প্রকৃত তপস্যার সূত্রপাত হইল। আজ তুমি গৃহ-রাজ্যের রাণী হইয়া পতির পবিত্র হৃদয়ে সিংহাসন স্থাপন করিতে চলিয়াছ। আজ তুমি গুরুতর কর্ত্তব্যভার মাথায় লইয়া পিতৃ-গৃহ হইতে পতি-গৃহে গমন করিতেছ। আজই নারী-জীবনের পবিত্র ব্রত গ্রহণের শুভ মুহূর্ত্ত। তুমি এই শুভ মুহূর্ত্তে জীবনের লক্ষ্য বুঝিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রস্তুত হও। আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন, বড় পবিত্র দিন—কেন, বলিতে পার কি?

স্বামি-গৃহ



আজ তোমার মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের মন আনন্দ ও আহ্লাদে পরিপূর্ণ কেন?—সুভগে! তুমি ইহার মর্ম্ম কিছু বুঝিয়াছ কি? দেখ, স্ত্রীগণ প্রাণের আনন্দে হুলুধ্বনি করিতেছেন, বহির্দ্বারে সুললিত বাদ্যধ্বনি হইতেছে, রাম-সীতার মিলনের পবিত্র গান গাইয়া এয়োগণ বরণ ডালা সাজাইতেছেন। সকলের আনন্দের বিষয় এই শুভক্ষণে তোমাকে বুঝাইতেছি।

কল্যাণি! তুমি পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া এ পর্য্যন্ত মাতার কোমল ক্রোড়েই লালিত পালিত হইয়াছ। তুমি মাতা পিতা ভিন্ন কিছুই জান নাই, বুঝ নাই, জানিবার বা বুঝিবার সময় ও সুবিধা পাও নাই। কিন্তু আজ সকল বিষয় বুঝিয়া আপনার কর্ত্তব্য অবগত হইতে হইবে। পিতা আজ ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া সামাজিক ও সভাস্থ সকলের সাক্ষাতে পবিত্র হৃদয়ে তোমাকে তোমার পরম দেবতার করে সম্প্রদান করিবেন। আজ তুমি পিতৃকুল হইতে পতিকুলে কুল লাভ করিবে, পিতার গৃহ হইতে পতি-গৃহে স্থান প্রাপ্ত হইবে। পিতার সহিত তোমার প্রকৃত জীবনের সম্বন্ধ বা সংস্রব আজই শেষ হইবে। স্বামি-গৃহই নারী-জন্ম সার্থক করিবার পুণ্যতীর্থ। তুমি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পতি-গৃহেই থাকিবে। স্বামি-গৃহ তোমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপরিচিত। এই গৃহে যাইয়া কি করিতে হইবে

তাহাই তোমাকে সবিশেষ বলিতেছি। আজ এত আনন্দের প্রধান কারণ তুমি আপন গৃহে যাইতেছ; আপন গৃহে যাইতে সকলেরই চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়। তুমি শুধু আপন গৃহে যাইতেছ, এমন নয়; তুমি আপনার প্রাণদেবতার আশ্রয়ে আশ্রিত হইতে চলিয়াছ। তুমি এখন বালিকা, ভালমন্দ বড় বুঝিতে পার না। তোমার জীবনের পরীক্ষার দিন অতি নিকটবর্ত্তী। সেই পরীক্ষার দিনে যিনি বন্ধুরূপে, পালনকর্ত্তারূপে সতত মঙ্গল সাধন করিবেন, যাঁহার শরণাগত থাকিয়া, যাঁহার প্রাণে প্রাণ ও হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া, জীবন উন্নত, পবিত্র ও সুখময় করিবে, যাঁহার সহিত মিলনে তোমার পবিত্র নারী-জীবনের পুণ্যে পাপতাপ দূর হইয়া পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে, যাঁহার পবিত্র চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া জীবনের প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করিবে, আজ শুভদিনে ও শুভলগ্নে তাঁহারই সহিত মিলিত হইবে। তজ্জন্যই পরিজনগণের এত সুখ ও এত আনন্দ।

দেখ, আজ তোমার মনে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা উদিত হইতেছে। আজ তোমার প্রাণ ও মন কেমন এক অপূর্ব্বভাবে বিভোর হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, কাল তুমি যাহা ছিলে, আজ তুমি সেরূপ নও। কাল তোমার যতটুকু চাপল্য ও চাঞ্চল্য ছিল, আজ তাহার এক ভাগও নাই! তুমি এখন স্বীয় গৃহে যাত্রা করিয়া, আপন কর্ত্তব্য-পথে পদক্ষেপ করিয়াছ। আজ

স্বামি-গৃহ



তুমি আর সেই চঞ্চলা বালিকা নও। আজ তুমি স্বামীর স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ীর পুত্রবধূ, পুত্রকন্যার মা, গৃহের লক্ষ্মী, কুলের লক্ষ্মী ও গৃহিণী হইতে চলিয়াছ। আজ তুমি আর পুতুলের মা বা কাহারও খেলাধূলার সঙ্গিনী নও। আজ তুমি স্বামীর সুদীর্ঘ জীবন-পথের সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছ। তাই তোমার মুখে গাম্ভীর্য্য ভাব প্রস্ফুটিত, হৃদয় স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত। নূতন এক মধুর রাজ্য তোমার নয়ন পথবর্ত্তী হইয়া, তোমাকে এক দেশ হইতে আর এক দেশের অমৃত কথা শুনাইতেছে। তাই তুমি এখন অচঞ্চলা, তাই তুমি এখন নবীনভাবে বিভোরা হইতেছ।

আজ তোমার শুভবিবাহ। তুমি বিবাহের গূঢ়ভাব বুঝিতে পারিয়াছ কি? বিবাহের মর্ম্ম কিন্তু পুতুল খেলা নয়। বিবাহের মর্ম্ম অতি গূঢ়, অতি কঠিন; উদ্দেশ্য অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি মহৎ। বিবাহ খেলার খেলা বা হাসি তামাসার বিষয় নহে। তুমি বালিকা, হয় ত মনে করিতে পার, বিবাহ একটা উৎসব মাত্র। সাধারণতঃ লোকেও ইহাই মনে করে। কিন্তু ইহা চির আনন্দ-উৎসবের অথবা প্রকৃত জীবনের আরম্ভ মাত্র। তোমার জীবন যে আনন্দময়, শান্তিময়, ও সুখময় হইবে, আজ তাহার আরম্ভ বা প্রথম দিন। যদি তুমি প্রকৃত ভার্য্যা হইতে পার, যদি তুমি প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইতে পার, তাহা হইলে তোমার আজিকার আনন্দ স্থায়ী হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। তুমিও

প্রকৃত সুখ-শান্তির অধিকারিণী হইয়া জীবন আনন্দময় ও সুখময় করিতে পারিবে। যাহারা বিবাহকে একটা খেলার খেলা বা ভোগ-সুখের পথ মনে করে তাহারা বড় নির্ব্বোধ, বড় অপরিণামদর্শী। তোমাকে এখন এই সকল বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বধূর কর্ত্তব্য

এতদিন তুমি পিতৃগৃহের বালিকা ছিলে, কিন্তু আজ হইতে তুমি যেমন পতির পত্নী, ভার্য্যা, সহধর্ম্মিণী হইলে তেমন শ্বশুর-শাশুড়ীর পুত্রবধূ এবং দেবর-ভাসুরের ভ্রাতৃবধূও হইলে। বধূর কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তোমার উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক। এখন তোমার স্বামি-গৃহে বধূর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

তুমি হয় ত মনে করিতে পার, বধূর আবার কর্ত্তব্য কি? বধূরও বহু কর্ত্তব্য আছে। বধূর কর্ত্তব্য জ্ঞান না জন্মিলে, বধূর কর্ত্তব্য কার্য্য ভালরূপ করিতে না পারিলে তুমি কখনও স্বামীর প্রকৃত ভার্য্যা, গৃহের প্রকৃত গৃহিণী, পুত্র-কন্যার প্রকৃত জননী এবং নারীগণের মধ্যে প্রকৃত নারী হইতে পারিবে না। বধূর বধূত্ব হইতেই নারীজীবনের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। যে সকল নারী বধূত্ব হারাইয়া ফেলে, সমস্ত জীবন তাহাদের যে কত দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই জন্যই তোমাকে বধূর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছি, তুমি অতি সাবধানতার সহিত বধূর কর্ত্তব্য পালন করিবে।

বধূর কর্ত্তব্য

সর্ব্বদা মনে রাখিও, তুমি এখন স্বামি-গৃহের বধূ, পিতার ঘরের কন্যা নও। তুমি পিতার গৃহ হইতে স্বামি-গৃহে আসিয়াছ, এই স্বামি-গৃহ এখন তোমার। তোমাকে এখন অতি সতর্কতার সহিত এই গৃহে চিরজীবন বাস করিতে হইবে। তোমার এখন প্রধান কর্ত্তব্য স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও অন্যান্য পরিজনের সেবা। শ্বশুর ও শাশুড়ীর ধন জন, সহায়সম্পদ্ অনুসারে তোমাকে চলিতে হইবে। তুমি ধনবানের মেয়ে হইলেও তোমাকে শ্বশুর-শাশুড়ীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। সর্ব্ব-প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ তুমি এখন স্বামি-গৃহের বধূ। সকল বিষয়ে তোমাকে স্বামি-গৃহ উজ্জ্বল করিতে হইবে। তোমার আচরণের উপর স্বামি-গৃহের মঙ্গল ও অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে। তুমি সরলা, সাধুচরিত্রা, মিষ্টভাষিণী এবং স্নেহ-মমতায় পূর্ণলক্ষ্মী হইলে তোমার স্বামি-গৃহ স্বর্গতুল্য সুখময় হইবে।

আজ কাল দেখা যায়, অনেক বাঙ্গালী বধূ আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। আপনার সুখ দুঃখ, আপনার বসন-ভূষণের চিন্তাতেই বিব্রত রহেন। ঘরের পাঁচ জনের জন্য ভাবিলে, স্বার্থসুখ ত্যাগ করিলে যে প্রকৃত সুখশান্তি হয় তাঁহারা তাহা বুঝেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করেন না। এইরূপ অবুঝ হইয়া তাঁহারা গৃহের ও সমাজের অমঙ্গল ঘটাইতেছেন।

স্বামি-গৃহ

এই বৌটী যেন লক্ষ্মী, এই বৌটী যেন অন্নপূর্ণা, এই বৌটী যেন সাক্ষাৎ ভগবতী, আজ কাল কাহারও মুখে এরূপ কথা বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে "লক্ষ্মী বৌ" প্রভৃতি কথা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। কারণ এখন বৌ-রা লক্ষ্মী হইতে বড় ইচ্ছা করেন না; লক্ষ্মী বৌ বলিয়া লোকের প্রশংসা পাইতে বড় রাজি নহেন। লক্ষ্মী যে কি বস্তু তাহাই ত আমরা এখন মানিতে চাই না। বৌ-ঝি লক্ষ্মী বলিয়া কিরূপে ভাবিব ?

ফলতঃ, যে সকল গুণে নারীজাতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী, যে সকল গুণ নারীজাতির গৌরব, সেই সকল গুণ একে একে যেন আমাদের সমাজ ও দেশ হইতে জন্মের মত চলিয়া যাইতেছে। এখন মেয়েরা কেবল স্বামীকেই চিনে, স্বামীকেই জানে। সে ত ভাল কথা, কিন্তু স্বামীকে জানিতে, চিনিতে, বুঝিতে হইলে যে স্বামীর সকলকেই জানিতে, চিনিতে ও বুঝিতে হয়, আমাদের কুললক্ষ্মীরা তাহা আদবেই বুঝেন না। ইহাই ত আমাদের পারিবারিক সুখের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "সাবিত্রী-তত্ত্ব" পুস্তক হইতে একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

"বধূ যে গৃহের সকলেরই সম্পত্তি কেবল পতির নহেন, এ সংস্কার এখনও এদেশে অনেক স্থলে আছে এবং এখনও অনেক স্থলে বধূকে সমস্ত গৃহস্থের বধূ স্বরূপ-কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়।

দশজনের সহিত কর্ত্তব্যে আবদ্ধ হইয়া দশজনের প্রীতি ও মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হইতে হইলে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কেই আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীল হইতে হয়; স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে পরার্থপরতার অনুশীলন করিতে হয়, বিলাসবিমুখ হইয়া সংযমী, মিতাচারী, জিতেন্দ্রিয় হইতে হয়। এই জন্যই স্বাধীন স্বতন্ত্র না থাকিয়া দশজনের সেবক সেবিকা, শুভকারী শুভকারিণী হইয়া থাকিলে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই স্বভাব বিশুদ্ধ, চরিত্র দেবতুল্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই দেশের এখনও অনেক দেবতুল্য নরনারী দেখিতে পাওয়া যায়। নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, পূর্ব্বে আরও অনেক দেখা যাইত। এই বধূটী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, এই বধূটী অন্নপূর্ণা, এই বধূটী যেন দ্রৌপদী—বধূর এরূপ প্রশংসা এদেশে ভিন্ন অন্য কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। শুনিতে পাইবার উপায় নাই। যে বধূ কেবল পতিতে আবদ্ধ, হিন্দু বধূর ন্যায় পতির মাতা পিতা ভাই ভগিনী প্রভৃতিতে আবদ্ধ নহেন, এরূপ প্রশংসায় তাহাকে বঞ্চিত হইতেই হয়। বধূ যেখানে দশজনের হইয়া দশজনের সেবায় প্রাণপাত করেন, দশজনের ভোগসুখেই আপনার ভোগসুখ অনুভব করেন, দশ-জনের শুভাশুভই আপন শুভাশুভ মনে করেন কেবল সেইখানে দশজনে 'বধূটী লক্ষ্মী', 'বধূটী দ্রৌপদী', 'বধূটী অন্নপূর্ণা' বলিয়া দশ-জনের কাছে দশমুখে তাঁহার স্তুতিবাদ এবং খ্যাতি ঘোষণা করেন।"

স্বামি-গৃহ

এস্থলে দেবী সাবিত্রীর কথা তোমাকে না বলিয়া পারিলাম না। তিনি পতিগৃহে আসিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। হৃদয়ের সমগ্র ভক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে একবারে আপনার করিয়া লইলেন। পতি পরম গুরু; শ্বশুর-শাশুড়ী পতির গুরু। তিনি গুরুর গুরু পরম গুরুজ্ঞানে শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রাণের সহিত সেবা করিতে লাগিলেন। সেবা দ্বারা তাঁহাদিগকে আপনার করিয়া লইলেন। তাঁহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইলেন। রাজার মেয়ে সাবিত্রী সুখ ভিন্ন দুঃখের সংবাদ রাখেন না; দুঃখ কিরূপে সহ্য করিতে হয় তাহাও কখন শিখেন নাই। সেই সাবিত্রী দরিদ্র শ্বশুর-শাশুড়ীর গৃহে আসিয়া দুঃখের ভার গ্রহণ করিলেন। অনায়াসে স্থির মনে দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজার মেয়ে হইয়া কাঙ্গালের ঘরে পড়িলেন, এইজন্য তাঁহার কিছুমাত্র হা হুতাশ ছিল না। একবারও রাগ করিয়া বিধাতাকে কটু বলেন নাই। তিনি যেন, সাত জন্মেও সুখ ভোগ করেন নাই, তিনি যেন রাজার অন্তঃপুরে রাজকন্যা বেশে থাকিয়াও কোন দিন সুখের মুখ দেখেন নাই। দুঃখ যেন তাঁহার চির পরিচিত। দুঃখ যেন তাঁহার কণ্ঠহার। দেবী সাবিত্রী দরিদ্র শ্বশুরের কুড়ে ঘর আলোকিত করিয়া কাঙ্গালের বধূর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। বাপের ঘরে কত অলঙ্কার পত্র পরিয়াছেন, শ্বশুর দরিদ্র, কাজেই তিনি

অলঙ্কার পত্র খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। বাপের ঘরে খাট পালঙ্কে শুইতেন, দরিদ্র শ্বশুরের ঘরে মাটীতে শুইতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। বাপের ঘরে সোণার থালে ভাত খাইতেন, দরিদ্র শ্বশুরের ঘরে সামান্য কলাপাতের অন্নে পরিতুষ্ট রহিতেন। রাজার মেয়ের পক্ষে দরিদ্র শ্বশুরের ঘর কত দুঃখের তাহা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু সাবিত্রী সতীর তাহাতে দুঃখ বোধ ছিল না। তিনি যেন পরমানন্দে রহিয়াছেন; মাতা পিতা হইতেও অধিক করিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিতেন। তাঁহাদের যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়, তজ্জন্য শত চেষ্টা ও যত্ন করিতেন। সর্ব্বপ্রকার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গালের পুত্রবধূর ন্যায় থাকিতে তিনি আপনাকে বড় সুখী মনে করিতেন।

দেখ দেখি কেমন মেয়ে! এমন মেয়ে না হইলে কি মৃত পতিকে যমের হাত হইতে ছাড়াইয়া আনিতে পারে? এমন নারীকেই লোকে নারীরত্ন বলে।

তাই তোমাকে বলিতেছি তুমি পতি-গৃহে যাইয়া স্নেহ-মমতায়, সরলতা ও সদ্ব্যবহারে স্বামীর ন্যায় সকলকে আপনার করিয়া লইবে। সকলের প্রতি মধুর ব্যবহার করিবে। তোমার মধুর ব্যবহারে গৃহের সকল অশান্তি উদ্বেগ দূর হইয়া যাইবে। সকলে যেন তোমার ব্যবহারে তোমাকে আপনার জন মনে করিতে পারে।

স্বামি-গৃহ

বধূর আর এক কর্ত্তব্য শাশুড়ীর কথা মত চলা। শাশুড়ী গৃহের কর্ত্রী, তিনি যাহা বলিবেন ও করিতে আদেশ করিবেন বাক্য ব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা করিবে। তাঁহাদের কথা অমান্য করিয়া, তাঁহাদের কথায় অন্যায় প্রতিবাদ করিয়া কিংবা তাঁহাদের অবাধ্যতা দেখাইয়া কখন বৌদের কোন কাজ করা উচিত নহে। তাহাতে ফল এই হয় যে, শাশুড়ী ও বৌতে মনোমালিন্য জন্মিয়া যায়, বিবাদ বিসংবাদ হইতে আরম্ভ হয়।

ভাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি এখন পতি-গৃহে বধূ হইয়া চলিয়াছ। বধূর যাহা কর্ত্তব্য, যেরূপ ভাবে চলিলে, সোণার বৌ বলিয়া সকলে সুখ্যাতি লাভ করিবে, তাহা করিও। তুমি ভাল হইলে যে কত পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি পাইবে তাহা আর কি বলিব।

বিবাহের উদ্দেশ্য

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কি সম্বন্ধ তাহা তোমাকে পরে বলিব। এখন এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বামী ও স্ত্রীতে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেইরূপ প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে সম্বন্ধ জগতে আর কাহারও সঙ্গে কাহারও হয় না। স্বামি স্ত্রী প্রাণে প্রাণে মিশিয়া একটী পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হয়। কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছিলেন—দেখ, তুমি পিতৃ-গৃহে শুধু মাতা পিতার কন্যা, ভ্রাতার ভগিনী ছিলে, এখন পতিতে আত্মদান করিয়া স্বামীর স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ীর পুত্রবধূ, গৃহের লক্ষ্মী এবং পুত্র কন্যার জননী হইয়াছ। তোমার জীবনের কত কাজ বাড়িয়াছে, তোমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, হৃদয় ও মন নূতন ভাবে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তুমি যে এক সময় চঞ্চলা বালিকা ছিলে, এখন আর তোমার সেই বালচাঞ্চল্য নাই। এখন তুমি স্থির, ধীর ও শান্ত। জগজ্জননী যেমন মধুমাখা স্নেহে জগৎ পালিতেছেন, তুমিও জগজ্জননীর মত আমার সন্তান গুলিকে

পালন করিতেছ। তাই তুমি এখন আমার পুত্রকন্যার মা: ছিলে পিতার মেয়ে, এখন হইয়াছ সন্তানের স্নেহময়া জননী। তোমার বালিকা মূর্ত্তি মাতৃমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। তুমি মায়ের উচ্চ সিংহাসন অধিকার করিয়া স্নেহরাশি ঢালিয়া জগজ্জনীর জগৎপালনের সহায়তা করিতেছ। এই পুণ্যপ্রতিষ্ঠা, এই সৌভাগ্য কোথায় কাহার কাছে পাইয়াছ, বুঝিতে পারিয়াছ কি? নারীজাতির এই সৌভাগ্য ও পুণ্যপ্রতিষ্ঠা পতির দান। এই পবিত্র দানে নারীজাতি গৃহিণী হইয়া করুণাতে, প্রেমভক্তিতে মনোরম হইয়া মানব-গৃহে দেবীরূপে বিরাজ করিতেছেন।

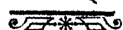
স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য, জীবন পবিত্র ও আনন্দময় করা। জীবন পবিত্র ও আনন্দময় হইলে মানুষের সদ্গতি হয়। মানুষ সকল দুঃখ ও বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়। তুমি এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের দ্বারা জীবন কিরূপ নির্ম্মল ও আনন্দময় হয়? আমাদের শাস্ত্রে এই কথার যে সুন্দর উত্তর দিয়াছেন, এবং কারণ দেখাইয়াছেন আর কোন শাস্ত্রই তেমন উত্তর দিতে বা কারণ দেখাইতে পারেন নাই। আমি তোমাকে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের কথাই বলিব।

আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন, পতি, স্ত্রীর পরম গুরু, পরম দেবতা এবং পরম উপাস্য। পতি ও পতির পরিজনের সেবা ভিন্ন স্ত্রীর আর ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই। পতি-সেবা দ্বারা স্ত্রীজাতি পরম

গতি লাভ করিয়া থাকেন। পতি-সেবা হইতে যে সুখ ও আনন্দ হয়, সেই সুখ ও আনন্দ হইতেই পতিব্রতা নারীর আনন্দময় ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে। স্ত্রী যদি পতি ভিন্ন কিছুই না জানেন, পতি-ভক্তিই জীবনের মূলমন্ত্র করিতে পারেন, তাহা হইলেই সে রমণী ধন্য হইবেন। তাঁহার হৃদয়, মন, বুদ্ধি ও বিবেচনা পবিত্র এবং আদর্শস্থানীয় হইবে—জীবন সুখের হইবে। একনিষ্ঠা সেবা হইতে সুখ ও আনন্দ জন্মে। এক-নিষ্ঠা ভক্তি হইতেও সুখ এবং আনন্দ লাভ হয়। তুমি তোমার পতিকে যত ভালবাসিতে পারিবে, পতির জন্য যত দূর আত্মসুখ ছাড়িতে সমর্থ হইবে, পতিকে যতখানি তোমার প্রাণ মন দিতে পারিবে, তুমি ততদূর পবিত্র, কৃতার্থ ও সুখী হইবে। দেবী সাবিত্রী পতিকে সকল দিয়াছিলেন—প্রাণ ও মন সম্পূর্ণ দিয়াছিলেন, তাই তিনি পূর্ণমাত্রায় সুখী হইয়া পৃথিবীতে ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নারীজন্ম সার্থক ও জীবন আনন্দময় হইয়াছিল।

আর এক কথা এই যে, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রীতি-ভক্তিতে হৃদয়ের বল বর্দ্ধিত, চিত্তে সদ্ভাব ও সৎসাহস সঞ্জাত, নয়নের দৃষ্টি নির্ম্মল, চিত্তের গতি ধীর ও সৎপথগামিনী এবং হৃদয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা উন্নত হয়।

আমরা একজন সাধু লোকের কথা জানি। তিনি এক দিন দিনের বেলা শুইয়া আছেন, স্ত্রী কাছে বসিয়া পাখা দিয়া আস্তে



আস্তে বাতাস করিতেছেন। স্বামী, স্ত্রীর মুখপানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। এই ভাবে অনেক সময় গত হইল। তখন স্ত্রী, স্বামীর দিক চাহিয়া দেখিলেন, দুই বিন্দু অশ্রু স্বামীর গণ্ডস্থলে গড়াইয়া পড়িতেছে। স্ত্রী বিস্মিত হইলেন।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি ? তুমি কাঁদ যে ?" স্বামী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। স্ত্রী আবার কহিলেন, "তুমি নীরব থাকিলে আমি যে মরি।" তখন স্বামী বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "দেখ তোমার ঐ সুন্দর মুখখানা দেখিলেই আমার প্রাণের ভিতর আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠে। আমি আর স্থির থাকিতে পারি না। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাই, দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যাই যে, তোমার প্রাণে যেন জগতের মা স্নেহরূপে, করুণারূপে, প্রেমপুণ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। তোমার যে এত ভালবাসা তাহা যেন বিশ্বজননী সহস্র হস্তে তোমাকে হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেছেন।" ইহা প্রেমের দৃষ্টি। যাঁহারা প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকা তাঁহার প্রেমাস্পদের ভিতরে পরম প্রেমাস্পদকে দেখিতে পান, দেখিয়া ধন্য হন। প্রেমের দৃষ্টিতে এইরূপই মধুর ও মহান্ ভাব জাগাইয়া দেয়।

দেখ, পতি-পত্নী এই ভাব হইতেই ভগবান্‌কে লাভ করিবে; এই ভাব লাভ করিবার জন্যই, স্বামী ও স্ত্রীর মিলন। এই ভাব হইতেই চিত্ত ও চরিত্র ভগবানের ভাবে উন্নত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখ স্বামী স্ত্রীর মিলনে জীবন কিরূপে পবিত্র ও উন্নত হয়। যাঁহারা প্রকৃত স্বামী এবং স্ত্রীপদ বাচ্য, তাঁহারা পরস্পরের প্রতি প্রেমভক্তি করিয়া আপনারা যেমন কৃতার্থ হন, তেমনি ঈশ্বরের মহিমায়ও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। তাই তোমাকে বলিতেছি যে, এইরূপ ভাব সম্পদে জীবন পবিত্র ও উন্নত করাই স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য। যে স্বামী ও স্ত্রীর মিলনে উচ্চ ভাব, উচ্চ আশা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেমভক্তিতে হৃদয়ের সম্যক্ উন্নতি না হয়, সেই স্বামী ও স্ত্রী জগতে কেবল পশুজীবন যাপন করিয়াই চলিয়া যায়।

অনেকে মনে করিতে পারেন, স্বামী-স্ত্রীর মিলন কেবল ভোগ সুখের জন্য; গৃহস্থলী একটা না করিলে নয়, তাহারই জন্য। যাহারা এরূপ মনে করে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ। তাহারা বোধ হয় বুঝিতেই পারে না যে, তাহারা মানুষ—পশু নহে। স্বামী ও স্ত্রীতে ভোগ সুখের খেলা আছে সত্য, কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ। সেই ভোগ-সুখেরও নিবৃত্তির সাধনা আছে - মানব-জীবনটাকে সম্পূর্ণ-রূপে বিশুদ্ধ ও পাপ হইতে মুক্ত রাখিবার কারণ আছে।

স্বামী, ভার্য্যাকে লক্ষ্মীর ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিবে; স্ত্রীও স্বামীকে ঈশ্বর তুল্য জ্ঞান করিয়া স্নেহ-ভক্তি করিবে। আমাদের শাস্ত্র বাক্যের এখন মর্ম্ম গ্রহণ কর। ইহার উদ্দেশ্য এই পরস্পরের শ্রদ্ধা ভক্তি হইতে বিমলানন্দ উপস্থিত হইবে। সেই

বিমলানন্দ হইতে ভগবানে চিত্ত যাইবে। ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ চিত্ত হইলে রোগশোকজরাব্যাধি সকল দূরে যাইবে। আনন্দের অনন্তরাজ্য সম্মুখে আসিবে।

আমাদের শাস্ত্রে আরও বলিতেছেন,—স্বামী-স্ত্রীতে বহু সম্বন্ধ—স্ত্রী স্নেহে মাতা, সেবায় দাসী, বিপদে বন্ধু এবং উপদেশে সখী। স্ত্রী মাতার ন্যায় স্নেহ করিবেন, দাসীর ন্যায় সেবা করিবেন, সখীর ন্যায় উপদেশ দিবেন, বন্ধুর ন্যায় বিপদে সহায় হইবেন। ইহা হইতে আর কি সম্বন্ধ হইতে পারে। এই সম্বন্ধগুলি যেমন বিশুদ্ধ, তেমন মধুর, তেমন স্নেহ-প্রেমভরা সৎকার্য্য ও সদ্ভাব হইতে মানুষের মন বিশুদ্ধ ও উন্নত হয়। তুমি যদি তোমার পতির স্নেহে মাতা, পরিচর্য্যায় দাসী, এবং উপদেশে সখী হইতে পার তাহা হইলে তোমার এই সৎকার্য্য ও সদ্ভাব দ্বারা তোমার মন ও স্বভাব দিন দিনই ভাল হইতে থাকিবে; তুমি প্রীতির সহিত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে। তখন তোমার হৃদয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় ভরপূর হইবে, পৃথিবী আনন্দময় বলিয়া জ্ঞান হইবে। তুমি এখন যাহা দুঃখ বলিয়া বোঝ, তাহা যে তোমার মহা ভ্রম তাহা বুঝিতে পারিবে।

যাহা হউক, এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, জীবন পবিত্র করাই স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এখন আর এক উদ্দেশ্য বলিতেছি শোন।

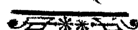
বিবাহের উদ্দেশ্য

স্বামী ও স্ত্রী মিলিয়া জগতের কাজ করিবে। যে কাজ জগতের সেই কাজই ঈশ্বরের। আমরা ঈশ্বরের কাজ করিতেই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ঈশ্বরের কাজ ভিন্ন আমাদের আর কোন কাজ নাই—থাকিতেও পারে না। আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অজ্ঞাবহ ভৃত্য।

স্বামী ও স্ত্রীর মিলন ঈশ্বরের কাজ। গৃহধর্ম্ম পালন ঈশ্বরের কাজ। স্বামীকে ভক্তি করা স্ত্রীর পক্ষে ঈশ্বরের কাজ, স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করা স্বামীর পক্ষে ঈশ্বরের কাজ; স্ত্রীকে প্রতিপালন ঈশ্বরের কাজ, স্বামীর সেবা ও সুখসাধন করা স্ত্রীর পক্ষে ঈশ্বরের কাজ। স্বামী ও স্ত্রী একপ্রাণ, একমন, একহৃদয় হইয়া সেই জগন্নাথের শ্রীপাদপদ্মে মন রাখিয়া তাঁহারই কাজ করিতে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের নিজেদের কোন কর্ম্ম নাই। তুমি নিজের কর্ম্ম করিতেছ ইহা কখনও মনে করিও না।

স্বামী, স্ত্রীতে, স্ত্রী, স্বামীতে নির্ভর করিয়া সরল চিত্তে জীবনের কাজ করিতে হইবে। আমাদের জন্ম ও জীবন এই জন্যই জানিও। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য জগতে আসি নাই, স্বামী স্ত্রী ভাবেও মিলিত হই নাই; আর সুখাবহ রূপ-যৌবনও প্রাপ্ত হই নাই। তুমি সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিয়া চলিও। তাহা হইলেই জীবন পবিত্র ও উন্নত হইবে।

স্বামি-গৃহ



আরও এক কথা এই—স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের আর এক উদ্দেশ্য সুসন্তান লাভ করা। সুসন্তান লাভ করাও ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট একটী পবিত্র কাজ। সুসন্তান লাভ করিবার জন্য সকলেরই সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক। সংযম অভ্যাস না করিলে কখন সুসন্তান লাভ করা যায় না। সুপুত্র কুলের ভূষণ ; বংশ উজ্জ্বল করিবার জন্য সুপুত্র আবশ্যক। পিতা মাতার জীবনের সুখ বহু পরিমাণে সুপুত্রের উপর নির্ভর করে। সুপুত্র না জন্মিলে পিতা মাতার জীবন ধন্য হয় না, কৃতকৃতার্থ হয় না। পুত্র কন্যা সাধুশীল হইলেই বিবাহের উদ্দেশ্য একাংশে সিদ্ধ হয়। এই জন্য পতি পত্নীর বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। তোমাকে এ বিষয় আর অধিক বলিতে চাই না।

নারীজীবনের উদ্দেশ্য

নারীজীবনের উদ্দেশ্য অতি পবিত্র ও মহৎ। নারীজাতি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নারীজাতির ভুবনমোহিনী পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিলেই তাহাদের পবিত্র জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। যে সকল বুদ্ধি বিবেচনা বিহীন নরনারী নারী-জাতির মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও তাহাদের মহামূল্য দুর্লভ জীবনের উদ্দেশ্য ধারণা করিতে অসমর্থ তাহারা মানব নামের কলঙ্ক স্বরূপ। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই নারীজীবনের উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

একটী বালিকা পথের ধূলায় বসিয়া. হস্তস্থিত পুতুলটীর শরীরে ধূলা মাখিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতেছে। আর সস্নেহে স্তন্য পানের জন্য বুকে পুতুলের মুখ লাগাইয়া দিতেছে। জনৈক সাধুপুরুষ ইহা দেখিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা গো' ! তুমি কি করিতেছ ? বালিকা বলিল, আমি পুতুলকে দুধ খাওয়াইতেছি। সাধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন মা ! পুতুলের কি ক্ষুধা হয়েছে ? বালিকা বলিল, আমার পুতুলটি না

খেয়ে যে একেবারে মারা পড়িল। সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পুতুলের মা। বালিকা বলিল আমি কেবল পুতুলের মা নই—সকলেরই মা। আমি বাবার মা, মার মা, কাকার মা, তোমারও মা। সাধু বলিলেন, তবে মা হইয়া সন্তানের শরীরে ধূলা দেও কেন? বালিকা এবার হাসিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, আমি মা হইয়া একবার ধূলা দি, আবার মা হয়ে ঝাড়িয়া ফেলি। আমি যে মা, পুতুলের গায়ে ধূলা দেখ্‌লে আমার কি মনে কষ্ট হয় না?

সাধুব্যক্তি বালিকার মাতৃমূর্ত্তিতে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া 'মা জগদম্বে' বলিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। এইটী সত্য ঘটনা। বালিকা. যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে মাতৃশক্তির বিকাশ পাইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ মাতৃশক্তিতে বিরাজ করিতেছেন। মাতৃশক্তিই জগতের মূলশক্তি। নারীজাতি মাতৃশক্তির প্রভাবে গর্ভধারণ করিয়া সন্তান প্রসব ও লালন পালন পূর্ব্বক সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদানে মানুষের মত মানুষ করিতেছেন। তাই জগৎকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, নারীজাতি কে? নারী গর্ভধারিণী, স্নেহময়ী, করুণাময়ী, সহিষ্ণুতাময়ী, মাতা। রমণীর মাতৃত্ব হইতে আর অধিক গৌরবের কি আছে? নারী মাতৃভক্তিতে জগতের নিকট পূজা পাইতেছেন। নারীজাতির জন্য জগতে মায়ের সিংহাসন

প্রতিষ্ঠিত। নারী মায়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করে বলিয়াই জগতে পরমারাধ্যা। মায়ের সিংহাসনের ন্যায় জগতে শ্রেষ্ঠ সিংহাসন আর কাহার আছে? যে রাজসিংহাসনের নিকট পৃথিবীর নরনারী সতত মস্তক অবনত করিতেছে, সেই রাজসিংহাসনও মাতৃ সিংহাসনের চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে। রাজসিংহাসন মাতৃসিংহাসনের কৃপাভিকারী। অধিক কি বলিব, কত সাধক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধাতাকে মাতৃভাবে আরাধনা করিতেছেন। নারীজাতি! তুমি আপনার গৌরব ও মহিমা বুঝিয়াছ কি?

কোন প্রেমিক সাধু গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী শিশু ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া স্তন্য পান করাইতেছেন, আর স্নেহভরে অনিমেষ নয়নে সন্তানের মুখপানে সৌন্দর্য্যের কোন্ মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। স্বামী গৃহে উপস্থিত, কিন্তু সেদিকে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। স্বামী এই ঘটনা দর্শন করিয়া ভগবদ্‌ভাবে পুলকিত চিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে পত্নীকে দণ্ডবৎ করিলেন। তখন পুত্রবৎসলা জননীর দৃষ্টি স্বামীর প্রতি পতিত হইল। তিনি কহিলেন, একি! কাহাকে দণ্ডবৎ করিতেছ? স্বামী কহিলেন, তোমার মাতৃশক্তিকে দণ্ডবৎ করিতেছি। আজ তোমার যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম এমন মূর্ত্তি আর কখনও দেখি নাই। দেখিলাম, জগজ্জননী যেন স্নেহকরুণায় মনোরম হইয়া তোমার ঐ মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

স্বামি-গৃহ

এখন একটু মনোযোগের সহিত চিন্তা করিলেই নারীজীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইবে। জগৎপিতা জগদীশ্বর নারী-জাতিকে ক্রীড়ার বস্তু বা ভোগবিলাসের সামগ্রী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। ভোগবিলাসে ডুবিয়া জীবনকে হীনভাবে যাপন করিবার জন্য নারীজাতির সৃষ্টি হয় নাই। জগৎ রক্ষা ও পালন করিবার জন্য নারীজাতি সৃষ্ট হইয়াছে। নারী সংসারে সুগৃহিণী, কুলের লক্ষ্মী, সন্তানের সুমাতা হইবেন। এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ জগতে নারীজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। নারি ! তুমি আপনাকে তুচ্ছ মনে করিও না। ভগবান্ তোমার প্রতি গুরুতর মাতৃভার অর্পণ করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন। তোমার ঐ চিরপবিত্র মাতৃ হৃদয়ে মাতৃভাব জাগরিত করিতে হইবে। তোমাকে সম্পূর্ণ-রূপে মায়ের মত মা হইতে হইবে। মায়ের মত মা হওয়াই নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

মায়ের মত মা হইতে নারীজাতির কি কি গুণ থাকা আবশ্যক তাহাই বিবেচনা করা যাউক।

মায়ের মত মা হইতে হইলে সতীত্ব, পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য আবশ্যক। যে রমণীর সতীত্ব, পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য নাই, তাহার জীবনে কিছুই নাই। তাহাকে কুলকলঙ্কিনী, নরপিশাচী বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না; মায়ের মত মা হওয়া তাহার পক্ষে একবারে অসম্ভব। সারল্য, সত্যবাদিতা, ক্ষমা,

সহিষ্ণুতা, স্নেহ, মমতা, করুণা, পরোপকারিতা এবং সর্ব্ববিধ শুদ্ধান্তঃচারিতা প্রভৃতিগুণে ভূষিত হওয়া স্ত্রী মাত্রেরই আবশ্যক। যে রমণী কুটিলপ্রকৃতি, মিথ্যাবাদিনী, কলহপ্রিয়া, কোপনস্বভাবা, গুরুজনে ভক্তিহীনা, ক্রূরপ্রকৃতি, অধীরচিত্তা তাহাদ্বারা মাতৃ নাম কলঙ্কিত হইয়া থাকে। তাহার সন্তান হীনচরিত্র, নীচমনা ও অমানুষ হয় এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রত্নের আকরেই রত্ন উদ্ভূত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত নারীজাতি মায়ের মত মা হইয়া সন্তানকে প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য করিতে না পারিবে, ততদিন সংসার আনন্দময় ও সুখময় স্থান হইবে না। নারী প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও করুণার প্রভাবে মায়ের মত মা হইয়া গৃহের মঙ্গল করিবেন, বংশের মঙ্গল করিবেন। দেশের ও সমাজের হিতবিধান করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিবেন। যে সকল দেবতুল্য ব্যক্তি সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবকুলের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের পবিত্র চরিত্রের মাধুর্য্যে পৃথিবীতে সুখ-শান্তি ও সৌভাগ্যের বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণের জননী দেবীতুল্য চরিত্রবতী ছিলেন। জননীর দেবীভাবেই দেবত্বলাভ করিয়া তাঁহারা দেবতার ন্যায় জগতে পূজিত হইয়াছিলেন। পুরাণ ও ইতিহাসে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। নারীজাতি! তোমাদিগকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, তোমরা মায়ের মত মা হইয়া জগতে মায়ের নাম ধন্য



কর এবং সন্তানকে স্বর্গের দেবতা করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দেও। যেন তাহাদের পুণ্যে, তাহাদের চরিত্রের মাধুর্য্যে জগৎ মধুর ও আনন্দময় হইয়া স্বর্গধামে পরিণত হয়। মা ভিন্ন মানবের গত্যন্তর নাই, মায়ের ধর্ম্মভাব ব্যতীত সন্তানের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভের আশা নাই। নারীজাতি! জগৎ সৃষ্ট হইয়াই তোমার ঐ স্নেহকরুণা-প্রেম-পবিত্রতাময়ী অভয়া মাতৃমূর্ত্তির দিকে উৎসুক নয়নে চাহিয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতেছে। তুমি স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিও না, আপন কর্ত্তব্যের কিছুমাত্র ত্রুটি করিও না।



পাতিব্রত্য

স্বামীর সহিত স্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পৃথিবীতে স্ত্রীর এমন নিকট সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত নাই। অথচ এই সম্বন্ধ এত মধুর ও পবিত্র যে তাহার তুলনা হয় না; এই সম্বন্ধ হইতে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। স্ত্রী, স্বামীর ভোগের দাসী নহেন, প্রেমের পত্নী। স্বামী, স্ত্রীর রক্ষক ও প্রতিপালক। স্ত্রী, স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী এবং জীবনপথের সঙ্গিনী। স্বামী, স্ত্রীর অন্নদাতা বলিয়া পরম গুরু, রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া পরম পূজ্য। স্বামীর সেবা ও সুখ সাধনই রমণীর পরম ধর্ম্ম। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে পতিসেবা ব্যতীত রমণীর অন্য ধর্ম্ম নাই বলিয়া কথিত আছে। আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন, স্ত্রীলোকের স্বামি-শুশ্রুষা ব্যতীত অন্য যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস নাই। স্বামি-সেবা দ্বারাই তাহারা স্বর্গলাভ করিবেন।

ধর্ম্মলাভের জন্য যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাসের প্রয়োজন? ধর্ম্মলাভের উদ্দেশ্যই জীবনকে উন্নত পবিত্র ও মধুর করা; জীবন উন্নত, পবিত্র ও মধুর হইলে চির শান্তি সুখের অধিকার জন্মে। কি স্বা



কি পুরুষ চিরশান্তি সুখের জন্যই সকলের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। গৃহ-ধর্ম্ম ঈশ্বরের কাজ; গৃহধর্ম্ম পালন দ্বারা লোকে ভগবানের সেবা করিতেছে। গৃহধর্ম্মে স্ত্রী, স্বামীর প্রধান সহায়। সন্তান পালন এবং সন্তানকে সুশিক্ষা দিয়া মানুষের মত মানুষ করা, বৃদ্ধ মাতা পিতার সেবা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা ইত্যাদি গৃহধর্ম্ম অতি পবিত্র কার্য্য। স্ত্রী এই সমুদয় পবিত্র কার্য্যে স্বামীর সাহায্য করিবেন। স্বামীর সাহায্যের জন্যই স্ত্রী স্বামীর গৃহিণী। সুতরাং স্ত্রীজাতি যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস ইত্যাদি ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার দ্বারা গৃহধর্ম্ম কিরূপে প্রতিপালিত হইবে? এই জন্যই শাস্ত্র স্বামি সেবাই একমাত্র স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং স্ত্রীজাতি স্বামি-সেবা দ্বারাই স্বর্গলাভ করিবেন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সেবা পরম ধর্ম্ম। সেবার ন্যায় পবিত্র ধর্ম্ম জগতে আর নাই। সেবার নামই প্রেম। সেবা-সুখে যাঁহারা সুখী, তাঁহারাই ধন্য। স্ত্রী জাতিকে যে আমাদের শাস্ত্রে অতি পবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, স্ত্রীকে যে গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে আমাদের শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ স্ত্রীর সেবা দ্বারা স্বামী সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে শান্তিলাভ করিয়া জীবনের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন। স্ত্রী যদি সেবা-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে

তাহার দ্বারা জগতের অমঙ্গল বই মঙ্গল হইতে পারিবে কি? জগতের মঙ্গলের জন্য, গৃহ-পরিবারের মঙ্গলের জন্য এবং স্বামীর ইহ পরকালের মঙ্গলের জন্য স্ত্রী সেবা ধর্ম্মপরায়ণা হইবেন। সেবা দাসদাসীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নহে—সেবা স্বর্গের কার্য্য, সর্ব্বথা ঈশ্বরানুমোদিত ধর্ম্ম। যে রমণী সেবা-ধর্ম্মকে দাসদাসীর কার্য্য বলিয়া মনে করেন, তিনি স্বামীর ধর্ম্মপত্নী নহেন, ভোগের দাসী মাত্র। তাহা দ্বারা গৃহের কোন ইষ্ট সাধনই হয় না; সে রমণী স্বামীর গৃহিণী, অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী নহেন, কেবল ভোগের দাসী। সে রমণী বুঝিতে পারে না যে, স্বামী তাহাকে কি নিমিত্ত পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বামীর সহিত স্ত্রীর এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ কেন?

আমরা কোনও সাধ্বীর কথা জানি, তিনি তাঁহার কোন প্রতিবাসিনীকে স্বামীর প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, দিদি, স্বামীর প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিয়া পরকাল নষ্ট করিও না। যাঁহার অন্নবস্ত্রে জীবন রক্ষা পাইতেছে, তাঁহার প্রতি ভক্তিহীন হইলে পরকালের কি গতি হইবে? জগতে স্ত্রীলোক হইয়া আসিয়াছি, স্ত্রীলোকের যাহা সাধ্য তাহাই করিয়া যাইব। পিতার কুল ছাড়িয়া পতির কুলে আসিয়াছি, পতির কুল যাহাতে উজ্জ্বল হয়, পতিকুলের গৌরব যাহাতে বাড়ে তাহাই করিব। স্বামী আছেন, তাঁহার মাতাপিতা আছেন,

তাঁহার বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করাই আমাদের কাজ; তাহাই করিব। তাহা করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হইবে। স্বামী ত আমাদিগের রূপ দেখিতে আনেন নাই।

ফলতঃ, সাধ্বীর এই কথাগুলি স্ত্রীলোক মাত্রেরই প্রতিপালন করা উচিত। পতিব্রতা সতীদিগের ইহাই ধর্ম্ম; ইহা ভিন্ন আর ধর্ম্ম কি? কর্ত্তব্য পালনের নামই ধর্ম্ম। নারীজাতির যাহা কর্ত্তব্য তাহাই তাহাদের ধর্ম্ম।

আমরা একজন মুসলমান রমণীর কথা জানি। তিনি পতি-পরায়ণা সাধ্বী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসা পাইয়াছিলেন। বিবাহের কিছু দিন পর তাঁহার স্বামীর বসন্ত রোগ হয়। বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে তাঁহার স্বামীর জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু চক্ষু দুইটী নষ্ট হইয়া গেল। স্বামী অন্ধ হইল দেখিয়া সাধ্বী কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না। কিছুকাল পর তাঁহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। কোনও প্রকারে আর অন্নের সংস্থান না হওয়াতে সাধ্বী স্বামীকে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; ভিক্ষা করিয়া আনিয়া স্বামীর জীবনরক্ষা করিতে লাগিলেন।

দারুণ বর্ষাকাল উপস্থিত। দেশ জলে জলমগ্ন। নৌকা ভিন্ন একপা ও ফেলিবার স্থান নাই। সাধ্বী নিরুপায় হইলেন। এই দুঃস-ময়ে কে জীবনরক্ষা করিবে? দুই এক দিন অনাহারেও থাকিতে হইল। সেই সময় এক ব্যক্তি সাধ্বীর স্বামীকে তাহার স্ত্রী তালাক

দিতে কহিল। তাহা হইলে যে বিবাহ করিবে সে কিছু টাকা দিবে। সেই টাকা দ্বারা তাহার অনায়াসে খাওয়া পড়া চলিবে। অন্ধ পেটের দায়ে সম্মত হইল এবং স্ত্রীর কাছে তাহা বলিল।

পত্নী, স্বামীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামীকে কহিলেন, তুমি আমার স্বামী। তুমি আমারই অদৃষ্ট দোষে অন্ধ হইয়াছ। অন্ধ হইলেই কি স্বামীর সহিত স্ত্রীর সম্বন্ধ চলিয়া যায়? স্ত্রীলোকের কি অন্ধ স্বামী থাকে না। তুমি আমাকে তালাক দিতে ইচ্ছা করিয়াছ; তুমি স্বামী যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমার জীবনের জন্য আমার চিন্তা কি! নিকটে নদী আছে, নদীর জল আছে; আমার জন্য আমি একবারও ভাবি না। কেবল কে তোমাকে যত্ন করিবে, কে তোমার দুঃখ বুঝিবে ইহাই আমার চিন্তা।

অন্ধ, সাধ্বী ভার্য্যার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, তুমিই আমার স্বামী, আমিই তোমার স্ত্রী। তোমাকে পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমরা দেখিয়াছি, সেই সাধ্বী রমণী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অন্ধ স্বামীকে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছে। কেহ তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিলে কহিত, এই আমার সুখ, খোদা যাহা করিবেন, তাহাই সুখের।

দেখ, সতীর মন কি সুন্দর! কি মধুর! সতীর প্রাণের বাসনা কি উচ্চ ও পবিত্র! সতী অন্ধ পতিকে লইয়া দ্বারে দ্বারে



ভিক্ষা করিয়া খাইবে তথাপি তাহার মনে বিরক্তির ভাব নাই; হা হুতাশ, নাই, বিধাতার কার্য্যে দোষারোপ নাই। সতীরা বলেন, পতি অন্ধ আছেন, তাহাতে কি? পতি অন্ধ হউন, কাণা হউন, নির্ধন হউন, মূর্খ হউন, ব্যাধিগ্রস্ত হউন, তিনিই পত্নীর একমাত্র পতি। একজন শিক্ষিতা মুসলমান মহিলা সতীর মহিমা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"অন্ধ, খঞ্জ কুষ্ঠরোগী তবু ঘৃণা নাই,
হেনপতি নিয়ে সতী ভিক্ষা মেগে খায়।
কোথায় এমন প্রেম তুলনায় পাই।
প্রেমিকা যোগিনী হেন কে আছে কোথায়?

"সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী কে হেন ধরায়?
কার স্নেহ-দৃষ্টি করে অমৃত বর্ষণ?
সঙ্কটে সঙ্গিনী সখী মন্ত্রী মন্ত্রণায়,
দাসীর অধিক যত্ন কে করে এমন?

আমাদের শাস্ত্র পতিব্রতা নারীর লক্ষণ বলিতেছেন, পতি সুখী হইলে সুখিনী, দুঃখিত হইলে দুঃখিতা, পতি বিদেশগামী হইলে মলিনা ও কৃশা, এবং মৃত্যু হইলে মৃতা হন, সেই নারীই পতিব্রতা সাধ্বী।



পতিপ্রেম

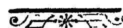
পতিপ্রেম কি? পতিপ্রেমের প্রকৃত অর্থ পতিকে আত্মদান। আপনার অস্তিত্ব পতির অস্তিত্বে ডুবাইয়া দিয়া সর্ব্বতোভাবে পতিগতপ্রাণা হওয়াই পতিপ্রেম। ইহা ভিন্ন পতিপ্রেমের অন্য অর্থ নাই।

প্রেম পবিত্র এবং অমৃতের ন্যায় মধুর। পবিত্রতা হইতেই প্রেম অঙ্কুরিত হয়। পবিত্রতার মুকুট মাথায় পরিয়া প্রেম জগৎ জয় করে। প্রেমে আত্মসুখ নাই, আত্মস্মৃতি নাই; প্রেমে আছে কেবলই আত্মবিস্মৃতি—আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া। তুমি স্বামীকে মাথার মণি করিয়াছ, ইহাই তোমার প্রেম নহে—ইহা তোমার আত্মসুখ, আত্মপ্রতিষ্ঠা। যতক্ষণ তুমি আপনাকে ভুলিতে না পারিবে, যতক্ষণ তুমি আপনার সুখ দুঃখের গণনা করিবে, ততক্ষণ তুমি আত্মসেবিকা, পতিপ্রেমিকা নও। যদি জিজ্ঞাসা কর, স্ত্রী যদি আপনাকে ভুলিয়া যান তবে তাহার কি রহিল? একথার সুন্দর উত্তর এই যে, স্ত্রী আপনাকে ভুলিলে

রহিল স্বামী। তুমি আপনাকে চাও, না স্বামীকে চাও? যদি আপনাকে চাও, তবে স্বামীকে চাহিও না। যদি স্বামীকে চাও তবে আপনাকে চাহিও না। যে রমণীর পতিপ্রেম আছে সে কদাচ আপনাকে চাহেন না। তিনি আপনাকে দিয়া পতির সুখে সুখী হন, পতিসেবা করিয়া কৃতার্থ হন। প্রকৃত পতি-প্রেমের ইহাই অবস্থা।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্র মুনিকে রাজত্ব ও রাজসিংহাসন সমুদয় দান করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে যজ্ঞের দক্ষিণা দিতে পারিলেন না। কিছু কাল পর দক্ষিণা দিবেন বলিয়া, মুনির নিকট রাজা প্রতিশ্রুত হইলেন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্র মুনিকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া রাজভবন হইতে কাঙ্গালের বেশে সাধ্বীভার্য্যা দেবী শৈব্যাকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা এখন কাঙ্গালের কাঙ্গাল। তাঁহার নাই গৃহ, নাই অন্ন, নাই বস্ত্র, অধিক কি তখন তাঁহার কিছুই নাই; কিন্তু রাজার যথাসর্ব্বস্ব গেলেও তিনি একবারে কাঙ্গাল হন নাই; তিনি সাধ্বী ভার্য্যার পতি, তাঁহার দুঃখ কি? ভার্য্যা যাঁহার সাধ্বী সতী, তাঁহার রাজত্ব, রাজসিংহাসন গেলেই কি? সতী স্বামীর সঙ্কটে সঙ্গিনী হইয়াছেন।

বিশ্বামিত্র মুনি কাশী উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট দক্ষিণা



চাহিলেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, তপোধন! আমার ত এখন কিছুই নাই; কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন; আপনাকে অবশ্যই দিব। ঋষি,হরিশ্চন্দ্র রাজাকে অভিসম্পাতের ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেলেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র ঋণ পরিশোধের কোনও উপায় করিতে না পারিয়া, অধর্ম্ম ভয়ে ভীত হইলেন, কি উপায় হইবে বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, দারুণ চিন্তায় তাঁহার চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল।

সাধ্বী শৈব্যা পতির অবস্থা দেখিয়া আকুলা হইয়া পতির দৈন্য নিবারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্বামীকে আগ্রহের সহিত কহিলেন, প্রাণেশ্বর, চিন্তা পরিত্যাগ করুন, বিপদে অধীর হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। ধর্ম্মই মানুষের একমাত্র উপাস্য; ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। সত্যপালন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করুন। মহর্ষির প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দিতেই হইবে। প্রভো! এখন ত কপর্দ্দক ও নাই, অতএব আমাকে বিক্রয় করুন। বিক্রয় করিয়া মহর্ষির প্রাপ্য দক্ষিণা প্রদান করুন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র পত্নীর ঈদৃশ প্রাণপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি স্বামী হইয়া ঋণের দায়ে কোন্ প্রাণে স্ত্রী বিক্রয় করিবেন? এমন কি কেহ পারে? রাজা হরিশ্চন্দ্র কেমন করিয়া স্ত্রী বিক্রয় করিবেন? তখন তিনি সতীর এই দারুণ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

সাধ্বী পতিব্রতা প্রেমময়ী শৈব্যা স্বামীকে বুঝাইয়া দিলেন. ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ্ ও সম্বল। ধর্ম্মপালনের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিবে। সাধু ব্যক্তি আত্মবিসর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মপালন করেন। ধর্ম্মের কাছে, স্ত্রীও কিছু নহে, পুত্রও কিছু নহে; স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিতে হইলেও ধর্ম্মপালন করিতে হইবে। অবশেষে ধর্ম্মরূপিণী শৈব্যার ধর্ম্মপালনের উপদেশে হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীবিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র, স্ত্রীবিক্রয় করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দেবী শৈব্যাকে দাসীরূপে ক্রয় করিয়া লইয়া গেলেন।

রাজার রাণী বিক্রীত হইলেন। এমন বিক্রয় জগতে আর হয় নাই। রাজার রাণী দাসীর কার্য্য করিতে চলিলেন। রাণী কখন দাসীত্ব করিতে কোথাও যান নাই। সতীর ইহাই পতিপ্রেম। সতীর ইহাই আত্মবিসর্জ্জন। সতীর ইহাই ত্রিলোক বিস্ময়কর মাহাত্ম্য। একটি কবিতায় আছে—

"পর হ'য়ে আপনার কে হয় এমন ?
কে করে পরের তরে হেন আত্মদান ?"

তাই বলিতেছিলাম, পতিপ্রেম অর্থ পতির জন্য আপনাকে দেওয়া। যে রমণী আপনাকে দিয়া পতিসেবা করিতে পারেন তিনিই পতিপ্রেমিকা।

মনের পবিত্রতা

মনের সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য নারী মাত্রেরই সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত। পবিত্রতাই নারীজীবনের বিশেষত্ব। সকল বিষয়ে পবিত্রতা না থাকিলে নারীর কিছুমাত্র মূল্য এবং গৌরব থাকে না, থাকিতে পারে না। পবিত্রতা থাকিলেই নারীর নারীত্বের মাহাত্ম্য রহিল। নচেৎ নারী বিষতুল্য ত্যজ্যা, তাহাতে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই। অপবিত্র চরিত্রা নারী সন্তানের নিকটও নিন্দনীয়া এবং সতত ঘৃণিতা। সাধুশীলা নারী সকলের পূজনীয়া। পবিত্রতা আছে বলিয়াই নারী গৃহের গৃহিণী, পতির জীবনপথে সঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী ও সন্তাপনাশিনী মাতৃস্থানীয়া। নারীর স্নেহ করুণা ভক্তি প্রেম প্রভৃতি মহৎগুণ ঐ পবিত্রতা হইতে জন্মে এবং পবিত্রতা হইতে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। নারী যে দিন পবিত্রতা হারাইবেন, সেই দিন হইতে জনসমাজের ভয় ও অবজ্ঞার পাত্রী হইবেন। নারী আমাদের গৃহস্থলীতে জীবন স্বরূপা। নারীজাতির উপর আমাদের জীবন



মরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। নারী মন্দ হইলে পুরুষ মন্দ হয়, নারী ভাল হইলে পুরুষ ভাল হয়। নারী চরিত্রেই পুরুষের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। নারীজাতির পবিত্রতাই আমাদের একমাত্র জীবনস্বরূপ; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে নারীর পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিতে হইবে। যাঁহারা একথা না বুঝিবেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিবেন।

মনের পবিত্রতাতেই মানুষ দেবতা হয়। যাহার মনের পবিত্রতা নাই, তাহার মনুষ্যত্ব নাই—সে মানুষ নহে দানব, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না। তাহার দ্বারা কি গৃহে কি বাহিরে কোথাও সুখশান্তির প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব পবিত্রতাই সকলবিশ্বাসের মূল।

স্ত্রীজাতি ঘরের বস্তু। ঘরের বস্তুতে যদি কোনও প্রকারে কোন অংশে অপবিত্রতা প্রবেশ করে তাহা হইলে সে ঘর কি আর ঘর থাকে? না সে ঘরে বাস করিয়া শান্তি সুখের আশা করা যায়? অপবিত্রা নারী সততই ভয়ের কারণ, ইহার সহবাস সর্পের সংসর্গ হইতেও অধিক ভয়ের কারণ; অতএব নারীর পবিত্রতাই সুখ দুঃখের মূল কারণ।

আমাদের শাস্ত্রে নারীর পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত নানারূপ ব্যবস্থা আছে। সেই সকল ব্যবস্থা এত সুন্দর এবং এত নির্দ্দোষ

যে তাহা লঙ্ঘন করা অসাধ্য। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ সাবিত্রীর কথাই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

দেবী সাবিত্রী সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। বিবাহের আয়োজন হইতেছে। এমন সময় নারদ মুনি আসিয়া সাবিত্রীর পিতাকে জানাইলেন যে, সত্যবানের আয়ু বড় কম। তাঁহার মৃত্যু অতি নিকট—বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে। সাবিত্রীর পিতা এই কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। সাবিত্রীও এই কথা শুনিলেন! তিনি কিন্তু ইহা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন না। সাবিত্রীর পিতা সাবিত্রীকে অন্য বরের নিকট বিবাহিতা হইতে বলিলেন। সাবিত্রী পিতার বাক্য শুনিয়া কহিলেন, যাঁহাকে একবার পতি বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছি, তাঁহাকে ভিন্ন অন্যকে পতি বলিয়া বরণ করিতে পারিব না। তিনি অল্পায়ুই হউন, আর দীর্ঘায়ুই হউন, তিনিই আমার পতি।

দেবী সাবিত্রী এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং অল্পায়ু সত্যবানের সহিতই বিবাহিতা হইলেন। তিনি আপন পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণাকেও ভয় করিলেন না।

সাবিত্রী ইচ্ছা করিলেই ত অন্য বর পাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। তাহা করিতে পাপ মনে করিলেন। মনের দ্বারা যে কার্য্য করিয়াছেন তাহার লঙ্ঘন করিতেই পারেন না।

মনেই লোকে কার্য্যের সঙ্কল্প করে। এখন মনে মনে একজনকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাহার প্রত্যাহার করিলেও পাপ হয়, মনের পবিত্রতা নষ্ট হয়। মনের পবিত্রতা নষ্ট হইলেই চরিত্র কলঙ্কিত হয়। অপবিত্র মন পাপের আগার হয়।

বিবাহের কিছু দিন পরে যথার্থই সত্যবানের মৃত্যু হইল। কিন্তু পবিত্রতারূপিণী দেবী সাবিত্রী পবিত্রতার বলে পুণ্যের প্রভাবে পতিকে বাঁচাইলেন। যদি মনের সেইরূপ উচ্চ ভাব না থাকিত,তাহা হইলে কি সাবিত্রী মৃত পতিকে বাঁচাইতে পারিতেন? কখনই না।

মনের পবিত্রতা হইতেই মানুষের অলৌকিক শক্তি জন্মে। পবিত্রতার বলেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে। দেবত্ব লাভ করিয়া নিয়তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হয়। তাই দেবী সাবিত্রী পুণ্য-পবিত্রতার বলে আপনার বৈধব্য নিয়তি খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলেন। সতী সাধ্বীরা পুণ্য পবিত্রতার বলে সকল দুঃখ দুর্গতিই দূর করিতে পারেন। ইহা খাঁটি সত্য।

ক্রোধ, হিংসা দ্বেষে নারীর মন কলুষিত হইলে সংসারে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটে, পারিবারিক সমস্ত সুখ শান্তি দূর হইয়া যায়। নারীমাত্রেই মনের মালিন্য দূর করিয়া পবিত্রা হইয়া পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিবেন। ক্রোধ হিংসা ও দ্বেষ নারী-চিত্তকে একবারে নরক তুল্য করিয়া থাকে। যে সকল নারী

ক্রোধ হিংসা দ্বেষে অপবিত্রা তাহারা গৃহলক্ষ্মী নহেন। তাহাদের দ্বারা নানারূপ অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

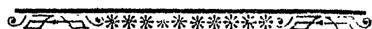
অতএব নারীমাত্রেরই মনের পবিত্রতা রক্ষা করা সঙ্গত। যাহাতে মনে কোনওরূপ মালিন্য প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য অতি সাবধান হওয়া আবশ্যক। নারীর অপবিত্রতা দ্বারা গৃহ-সুখ ও গৃহ-ধর্ম্মের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। এইজন্য নারীজাতির পবিত্রতা রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব প্রযত্নে আবশ্যক এবং উচিত।

স্বামীর সহিত সীতার বনগমন

রাম পিতার আদেশে বনে যাত্রা করিলেন। অযোধ্যায় যে আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিয়াছিল, সেই আনন্দ-সাগর শোকসাগরে পরিণত হইল। রাজা দশরথ হা রাম! হা প্রাণ কুমার! বলিয়া হাহাকার করিতেছেন,দেবী কৌশল্যা রাম শোকে জ্ঞানহারা হইয়া ভূতলে পরিয়া রহিয়াছেন। অযোধ্যা ভরিয়া শোক সন্তাপ। ঘরে ঘরে রোদন, হৃদয়ে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা, নয়নে নয়নে অশ্রু-জল, নাসিকায় নাসিকায় দীর্ঘ নিশ্বাস! অযোধ্যা আর সেই অযোধ্যা নাই—ভীষণ শ্মশান হইয়াছে!

রাম এই দুঃখের সময় সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেবী জানকীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীতা, পতির মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন ; দেখিয়া বুঝিলেন আজ অযোধ্যায় যেন কি যুগপ্রলয় ঘটিয়াছে। তাঁহার বুক কাঁপিতে লাগিল। তিনি বিপদের আশঙ্কায় আকুল হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা, করিলেন, প্রভো! প্রাণবল্লভ! .সত্বর বল, আজ অযোধ্যায় কি



দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তুমি রাজা হইবে শুনিয়া আমি দেবার্চ্চনা করিতেছিলাম। কি যেন অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে। কি হইয়াছে, শীঘ্র বল।

রামচন্দ্র, সীতাকে অভয় দিয়া প্রবোধবাক্যে কহিলেন, জানকি! আমি পিতার আদেশে অদ্য বনে যাইতেছি। চৌদ্দবৎসর আমাকে বনচারী বেশে বনে বাস করিতে হইবে। ভরত রাজা হইবেন। তুমি এখানে তাঁহার অনুগত থাকিয়া বাস কর। ভক্তির সহিত আমার মাতা পিতার সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখী কর।

সীতা কহিলেন, হে নাথ, ভার্য্যা পতির পথই অনুসরণ করিয়া থাকে; আমিও তোমার সহিত বনবাসিনী হইব। তুমি বনবাসী হইতেছ, আমি কিরূপে রাজসংসারে রাজভোগে দিনপাত করিব। নারীর স্বামী ভিন্ন আর কি আছে। নারীর স্বামীর সুখেই সুখ, স্বামীর জীবনেই জীবন। পতিব্রতা সতীরা কদাচ স্বামীহারা হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা সকলেই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ভার্য্যাই কেবল পতির ভাগ্যফলের ভাগিনী হয়। এই কারণে আমিও তোমার সহিত বনবাসিনী হইব। যেহেতু পিতা, মাতা, পুত্র কন্যা এমন কি আত্মাও স্ত্রীজাতির পরলোকের গতি বিধান করিতে

পারে না; কিন্তু কেবল স্বামীই স্ত্রীজনের সদগতি। যদি তোমাকে সত্য-সত্যই বনবাসী হইতে হয়, তাহা হইলে পথের কুশমূল দলন করিয়া তোমার অগ্রে গমন করিব। নাথ, তোমার কথা শুনিলাম না বলিয়া তুমি আমার প্রতি রাগ করিও না। পথিক যেমন পানীয় জল সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় তুমিও আমাকে তদ্রূপ নিঃশঙ্কমনে সঙ্গে লইয়া যাও। আমি তোমার নিকট এমন কোন দোষের কার্য্য করি নাই, যাহাতে তুমি আমাকে গৃহে রাখিয়া বনবাসী হইবে। আমি পিতা মাতার নিকট এমন উপদেশ পাইয়াছি যে, সম্পদে বিপদে দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীর অনুসরণ করা নারীর কর্ত্তব্য। আমি পতিব্রতাধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া পিতৃগৃহে যেরূপ মনসুখে ছিলাম, তদ্রূপ মনের আনন্দে তোমার সঙ্গে বনবাসিনী হইব। অরণ্য মধ্যে তপস্বিনীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা তোমার সেবা করিব ইহাই আমার একমাত্র বাসনা। আমি নিশ্চয়ই তোমার সহিত বন গমন করিব। তুমি আমাকে কোনওরূপে ভগ্নোদ্যম করিতে পারিবে না। যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও তবে জানিও আমি এ প্রাণ কিছুতেই রাখিব না।

রামচন্দ্র, পতিপ্রাণা সীতার পতিপরায়ণতা দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে সঙ্গে লইতে সঙ্গত বোধ করিলন না। তিনি সীতাকে আশ্বস্ত করিয়া স্নেহের

সহিত কহিলেন,—জানকি, তুমি উচ্চবংশে জন্মিয়াছ, তুমি নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা এবং পতিব্রতা ; তুমি এখানে থাকিয়া আমার প্রতীক্ষায় ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। বলিতে কি, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব। আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিতেছি তুমি তদনুসারে কার্য্য করিতে থাক, বনবাসে বিস্তর ক্লেশ। তুমি স্ত্রীলোক, তোমার পক্ষে বনবাস বাসনা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়।

শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার বনবাস ক্লেশের কথা বলিলে সীতা সজলনয়নে কহিলেন, আর্য্যপুত্র ! তুমি বনবাস সম্বন্ধে যে সকল দোষের কথা কহিলে, আমি সেই সকল দোষ, গুণ বলিয়া মনে করিতেছি। আমি গুরুজনের অনুমতি লইয়া তোমার সহিত বনগমন করিব। নতুবা তোমার বিরহে আমি প্রাণধারণ করিতে পারিব না। হে নাথ, তুমিই ত আমাকে উপদেশ দিয়াছ পতির অভাবে পতিব্রতা নারী কদাচ জীবন ধারণ করিতে পারে না। আজ তুমি তোমার সেই উপদেশ কেন ভুলিতেছ। হে স্বামিন্ ! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি, বনে তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারিলে আমার প্রীতির সীমা থাকিবে না। হে পুণ্যশীল ! ভর্ত্তাই স্ত্রীলোকের প্রধান দেবতা। যদি আমি প্রেমভাবে তোমার অনুগামিনী হইতে পারি, তাহা হইলে আমার শরীর ও মন পবিত্র হইবে। ইহলোকের কথা স্বতন্ত্র, পরলোকেও তোমার সমাগম

আমার পরম সুখের কারণ। অতএব যে নারী পতিব্রতা ও সুশীলা তুমি কি জন্য তাহাকে বনগমনে নিরস্ত করিতেছ? আমি তোমার সুখদুঃখভাগিনী, তোমার অনুরক্ত। অতএব প্রার্থনা, পতিব্রতা নারীকে সঙ্গে করিয়া লও।

সীতা বনগমনের জন্য বারংবার কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। রাম, প্রাণাধিকা ভার্য্যাকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন; কিন্তু রামের সান্ত্বনা বাক্য যেন জানকীর বক্ষঃস্থলে দগ্ধলৌহশলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল।

সীতা, পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন হে নাথ, তোমার ভয়ের কারণ কি? আমি সাথের সাথী হইলে তোমার ত কোনই ক্ষতির কারণ দেখিতে পাইনা। তবে কি জন্য তুমি বারংবার অস্বীকার করিতেছ? কি জন্যই বা পতিব্রতা ভার্য্যাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছ? দেবী সাবিত্রী যেমন সত্যবানের সহিত বনগামিনী হইয়াছিলেন আমিও তদ্রূপ তোমার সহিত বনবাসিনী হইব। তোমাভিন্ন জগতে আর কিছুই জানিনা, তবে আজ তুমি কোন্ প্রাণে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমনে উদ্যত হইয়াছ? আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুগামিনী হইব। বলিতে কি তোমার সহিত তপশ্চর্য্যা বা অরণ্য কিংবা স্বর্গ প্রাপ্তি

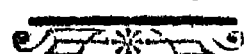
যাহা ঘটে ঘটুক, তোমার পশ্চাৎ গমন করিলে আমার কোন ক্লেশ বোধ হইবে না। বরং তোমার সহিত গমন করিলে কণ্টকময় বনপথ পুষ্পতুল্য সুকোমল ও সুখকর হইবে।

রামচন্দ্র, সীতার আগ্রহ আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বনগমনে একান্তই সীতার আগ্রহ দেখিয়া কহিলেন,—জানকি! তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলাম। তুমি গৃহের ধনরত্ন সমুদয় দরিদ্র ও অনাথাদিগকে বিতরণ করিয়া সত্বর আমার সঙ্গে বনগমনে প্রস্তুত হও।

পতিপ্রাণা সীতা পতির অনুমতি পাইয়া সমুদয় ধনরত্ন দরিদ্র দিগকে বিতরণ করিলেন। অবশেষে সন্ন্যাসিনীর বেশে ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। সাধ্বী সতী পতিপ্রাণা রমণীরা চিরদিন এইরূপভাবে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে পতির অনুগামিনী হইয়া থাকেন।

সীতা যখন তপস্বিনীর বেশে রাজগৃহ হইতে বাহির হইয়া বনযাত্রা করিলেন তখন নয়ন জলে সহস্র সহস্র নরনারীর বুক ভাসিতে লাগিল; তাহারা চক্ষের জলে ভাসিয়া দেখিতে লাগিল,—

রাজ নন্দিনী সীতা,
অযোধ্যার রাজকুলবধূ সীতা,
সতীর শিরোমণি সীতা,



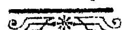
জগৎ লক্ষ্মী, পতিপরায়ণা, সাধ্বী সীতা,
রাজ ভোগ, রাজ সংসারের
সকল সুখ বিষের ন্যায়
পরিত্যাগ করিয়া,
জটা বাকল পরিয়া
স্বামী সেবার জন্য স্বামীর সঙ্গে
বনবাসিনী হইতেছেন—
এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া লক্ষ হৃদয় মুগ্ধ হইয়া রহিল।

অযোধ্যার রাজসংসার

(কৈকেয়ী ও মন্থরা।)

অযোধ্যার রাজসংসারে সুখের সীমা ছিল না। রাজা দশরথ বড় শান্তিতে বড় আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহার তিন মহিষী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। চারিপুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। চারি পুত্রবধূ। পুত্রগণ পিতার অনুগত এবং সুশীল। মহিষীগণ সহোদরা ভগিনীর ন্যায় একে অন্যকে স্নেহ করেন। কেহ কাহাকে হিংসা দ্বেষ করেন না। কেহ কাহার সুখে দুঃখিত হন না, বরং একে অন্যের সুখের জন্য আপন সুখ সুবিধা অনায়াসে ত্যাগ করিয়া থাকেন। পুত্রগণের প্রতিও বিমাতৃ-গণের কোনরূপ ভাবান্তর ছিল না। দেবী কৌশল্যা তাঁহার রামকেও যেমন স্নেহ করিতেন, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত ও সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকেও তেমনই স্নেহমমতা করিতেন। মহিষীদিগের মধ্যে কেহই সপত্নীপুত্রের প্রতি মন্দভাব পোষণ করিতেন না।

স্বামি-গৃহ



রাজা দশরথের সংসার যে এত শান্তির ও সুখের ছিল, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার মহিষীসকল দেবীচরিত্রা ছিলেন। গৃহীর সুখশান্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ গৃহিণীর চরিত্র। গৃহিণীর চরিত্র যদি সুন্দর, মধুর ও পবিত্র হইয়া দেবতার ন্যায় হয়, তাহা হইলে রাজার সংসার কেন, কাঙ্গালের সংসারেও সুখ হয়; আর যদি গৃহিণীর চরিত্র পিশাচী বা ডাকিনীর চরিত্রের ন্যায় হীন হয়, তাহা হইলে, রাজার সংসারেও সুখ ঘটে না। বরং দুঃখ দুর্গতির আগুনে সংসার দগ্ধ হইয়া যায়। সেরূপ অবস্থায় সসাগরা পৃথিবীর রাজাও সুখশান্তি ভোগ করিতে পারেন না।

রাজা দশরথ ভার্য্যাগণের মধুর চরিত্রে অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া স্বর্গের সুখভোগ করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন রাজ-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক কতই আনন্দ লাভ করিতেন তাহার তুলনা ছিল না। তিনি ও যাহার মুখপানে দৃষ্টি করিতেন, তাহাকেই আনন্দে ভরপূর দেখিতেন। তাহাকেই স্বর্গসুখে সুখী বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। রাণী হইতে দাসদাসা, রাজপুত্র হইতে দাসদাসীর পুত্র পর্য্যন্ত সকলেই যেন নির্ম্মল সুখে সুখী ছিল। কাহারও মনে যেন কোন কালিমা ছিল না। কেহই যেন কোনরূপ অশান্তি উদ্বেগে আকুল হইতনা। মহারাজ যখন যে মহিষীর গৃহে যাইতেন, তখনই তিনি সেই গৃহে স্বর্গের শোভা ও আনন্দ দেখিয়া আপনি কৃতার্থ হইতেন। তিনি

দেবী কৌশল্যার গৃহে যাইয়া দেখিয়া কৃতার্থ হইতেন যে, লক্ষ্মী যেন কৌশল্যারূপে তাঁহার রাজসংসার আলোকিত করিতেছেন। আবার কৈকেয়ী দেবীর গৃহে যাইয়া দেখিতে পাইতেন, করুণাময়ী প্রেমময়ী রূপে দেবী কৈকেয়ী অযোধ্যার সংসারে বিরাজ করিতেছেন। ফলতঃ, রাজা দশরথ ভার্য্যা দিগের মধুর ব্যবহারে, সরল সুখময় আলাপে, প্রাণপূর্ণ সেবাপ্রেমে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। রাজা দশরথ মহাভাগ্যবান্ পুণ্যশ্লোক নরপতি ছিলেন। যাঁহার এমন সরলা, সহৃদয়া প্রেমকরুণারূপিণী ভার্য্যা তাঁহার দুঃখ কি? অভাব কি? তিনি রাজা না হইয়া কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইলেও রাজার রাজা। আর যাঁহার ভার্য্যা প্রেম করুণা বিহীনা এবং সরলা, সহৃদয়া নহেন, তিনি রাজার রাজা হইলেও কাঙ্গালের কাঙ্গাল। ইহা অতি সত্য কথা। কল্যাণি! আমি তোমাকে পরে তাহা দেখাইতেছি।—রাজা দশরথের সংসার হইতেই তাহা তোমাকে দেখাইব। তুমি আমার কথা মন দিয়া শুনিয়া যাও।

দেবী কৈকেয়ী পতিপরায়ণা সুশীলা রাণী। তিনি স্বামীকে দেবতার ন্যায় সেবাশুশ্রূষা করিতেন। পতিতে অগাধ ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি পতির অত্যন্ত আদরণীয়া ছিলেন। রাজা দশরথ কৈকেয়ী দেবীর মনোহর চরিত্রে মুগ্ধ ছিলেন। জগৎই গুণের বশীভূত। গুণ না থাকিলে কেহ কাহারও রূপে বশীভূত হয় না।

স্বামি-গৃহ



রাজা দশরথ পরম সুখে রাজত্ব করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র উপযুক্ত হইলে বৃদ্ধ রাজা তাঁহাকে রাজ্যভার দিতে সঙ্কল্প করিলেন।

রাম রাজা হইবেন শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। রাজবাড়ীতে আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল। ঘরে ঘরে মঙ্গল ঘট বসিল, দ্বারে দ্বারে কদলি বৃক্ষ রোপিত হইল। সুন্দর সুন্দর ফুলের মালায় গৃহপ্রাঙ্গণ সজ্জিত হইল। শত শত নহবত বাজিয়া উঠিল। অযোধ্যার আনন্দে পৃথিবী যেন টলমল করিতে লাগিল। দেবী কৈকেয়ী রামচন্দ্রের অভিষেক বার্ত্তা শুনিয়া আপন গৃহে মঙ্গল ঘট বসাইয়া ভগবানের কাছে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে আর আনন্দ ধরে না।

দেবী কৈকেয়ীর নিকট ভরতও যেমন রামও তেমনই। ভরত রাজা হইলেও তাঁহার যেমন সুখ, রাম রাজা হইলেও তাঁহার তেমনই সুখ—কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। চিরদিনই দেব-দেবীর এইরূপ প্রকৃতি, এইরূপ ধর্ম্ম। দেবতারা চিরদিনই দেবতার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। তাই দেবী কৈকেয়ী রামের অভিষেকে আনন্দিতা। দেবত্ব হইতেই আনন্দ হয়, সুখ হয়, শান্তি হয়। দেবত্বই জগতের সার বস্তু।

এদিকে কুসুমে কীট প্রবেশ করিল। পিশাচী ডাকিনীর মায়ায়

দেবীর মন টলিল। কে জানে মন্থরা সুখের ঘরে আগুন দিবে? মন্থরা কৈকেয়ীর পিত্রালয়ের দাসী। মন্থরা কৈকেয়ীর চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কিসে কৈকেয়ীর ভাল হইবে এই তাহার মূলমন্ত্র। মন্থরা কৈকেয়ীর হিতকারিণী হইলেও হিতকারিণী নহে।

মন্থরা দেখিল, কৌশল্যার পুত্র রাম রাজা হইতেছেন। ভাবিল, কি জানি সতীনের ছেলে, পাছে আমার কৈকেয়ীর কোন অমঙ্গল ঘটায়। ভরত রাজা হইলে আমারও সুখ, কৈকেয়ীরও সুখ। তা' যেরূপেই হউক যুগপ্রলয় ঘটাইতে হইবে। আমি মন্থরা থাকিতে রাম কখনও রাজা হইতে পারিবে না। আমার ভরতকে কেহ রাজ্য ও রাজসিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেনা।

মন্থরা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কৈকেয়ী দেবীর কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইল। মন্থরার মুখে হাসি নাই, মনের ভিতর বিষম বিষের জ্বালা! মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। দুই চক্ষু হইতে আগুনের শিখা নির্গত হইতেছে।

মন্থরা কষ্টেসৃষ্টে দেবী কৈকেয়ীকে রামের অভিষেক বার্ত্তা শুনাইল। কৈকেয়ী দেবী শুনিয়া আনন্দে অধীরা হইলেন। গলার বহুমূল্যের হার খুলিয়া দাসীকে পুরস্কার দিলেন। সে পুরস্কারও তিনি অতি সামান্য মনে করিয়া আক্ষেপ করিলেন।

মন্থরা দেবীর দেবীত্ব বুঝিল না। মহাপ্রাণের মহাউচ্ছ্বাস অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। সপত্নীপুত্রের রাজ্যাভিষেক সংবাদ শুনিয়া যে প্রাণে গভীর আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে, সে প্রাণের মহাভাব ধারণাও করিতে পারিল না। কেন পারিবে? সে ত দাসী মাত্র। তাহার নীচ বুদ্ধি, নীচ মন, নীচ শিক্ষা, নীচ আকাঙ্ক্ষা। দেবত্বের আস্বাদ সে কখনও পায় নাই; তাহার কামনা ও কল্পনা কখনও উচ্চ ও পবিত্র হইতে পারে না। সে যেমন, তেমনই কামনা করিয়াছে, তেমনই কল্পনা করিয়াছে। কৈকেয়ী দেবী; দেবতার ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি ও মতিগতি। দেবতার ন্যায় তাঁহার কল্পনা ও কামনা। তিনি গলার হার দাসীকে পুরস্কার দিয়াও তৃপ্তিবোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার এতই বড় মন, এতই বড় হৃদয়। পাপিয়সী দাসী দেবতার ঘরে চুরি করিতে সিঁধ কাটিল। খলের এমনই কৌশল, দেবতার দেবত্ব খলের প্রলোভনে নষ্ট হইয়া যায়।

মন্থরা কহিল,—কৈকেয়ি! তোর যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। রাম রাজা হইলে তোর যে দুঃখের সীমা থাকিবেনা। তুই কি তা বুঝিস্?

কৈকেয়ী কহিলেন, মন্থরে, তোর কি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। আমার কাছে আমার ভরতও যেমন রামও তেমনই। রাম আমাকে বড় ভক্তি করে। তুই অমন কথা আর মুখে আনিস্ না।



মন্থরা কপাল কুঞ্চিত করিয়া নয়ন ভঙ্গীতে দেবী কৈকেয়ীর প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া কহিল, আমার পোড়া কপাল! তুই আমাকে কি তোর শত্রু মনে করিতেছিস্? আমি তোর চির প্রতিপালিতা দাসী। তোর ভালই দেখিব। তোর ভালর জন্যই আমি আসিয়াছি। তোর মত "হাবা মেয়ে" আমি আর দেখি নাই।

কৈকেয়ী কহিলেন, তুই বলিস্ কি! রাম জ্যেষ্ঠ, ভরত কনিষ্ঠ; জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে ভরত কনিষ্ঠ হইয়া কিরূপে রাজা হইবে?

মন্থরা কহিল, তোর বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই লোপ পাইয়াছে। রাজা ত তোর বাধ্য। তুই যা, ইচ্ছা তা, করিতে পারিস্।

কৈকেয়ী কহিলেন, দাসি, রাজা আমার বাধ্য বলিয়া কি অন্যায় কার্য্য করিবেন?

মন্থরা কহিল, ন্যায় আর অন্যায় কি? সতীনের ছেলে রাজা হইলে তোর ন্যায় অন্যায় কে দেখিবে? সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। এখনও তুই বুঝিলি না। ভরত শুনিয়া কি বলিবে? আপন ভাল আগে দেখ্‌তে হয়।

দেবীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভরতের হিতের জন্য কৈকেয়ী ব্যগ্র হইলেন, কহিলেন, মন্থরা, তুই আমায় চির হিতাকাঙ্ক্ষিণী; এখন কিরূপে আমার হিত হয় তাহাই কর।

স্বামি-গৃহ

মন্থরা কহিল, কৈকেয়ী, আমি যা, বলি তুই তাহা করিলে ভরতের নিশ্চয় রাজ্যলাভ হইবে। রাজা পূর্ব্বে তোকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন, সেই বর এখন চাহিয়া লও। এক বরে রামের বনবাস, আর এক বরে ভরতের রাজত্ব প্রার্থনা করিলে সত্যবাদী রাজা ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন না। ভরতের মঙ্গলের এই একমাত্র প্রশস্ত পথ।

কৈকেয়ী সম্মত হইলেন। মন্থরা বুঝিল বিষে ধরিয়াছে। এখন কার্য্য উদ্ধার হইবে। মন্থরা বুঝিয়াছিল এইরূপেই আগুন জ্বালাইয়া ঘর পোড়াইতে হয়।

অবশেষে কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে শরীরের সমুদয় অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া মলিন বেশে, মাটীতে পড়িয়া রহিলেন। বিষাদসমুদ্র উথলিয়া উঠিল!

রাজা দশরথের সুখের সংসারে আগুন লাগিল। স্ত্রীলোকের দোষে গৃহে গৃহে এইরূপেই আগুন লাগিয়া থাকে।

রাজা দশরথ বিশ্রাম সময়ে কৈকেয়ী দেবীর গৃহে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে কৈকেয়ী রাণীকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কৈকেয়ী রাণী মন্থরার প্রদত্ত বিষে স্বামীর জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি কহিলেন, মহারাজ আমাকে পূর্ব্বে দুইটী



বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এখন সেই বর দুইটী প্রার্থনা করিতেছি। ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনবাসে পাঠাইয়া সত্য রক্ষা করুন, নতুবা এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

কি ভয়ঙ্কর কথা! ভার্য্যা, স্বামীকে বধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কৈকেয়ী কাল সর্পের ন্যায় স্বামীকে দংশন করিতে ফণা বিস্তার করিয়াছেন। ইহা কি ভার্য্যার কর্ম্ম? ইহা কি ধর্ম্মপত্নীর ধর্ম্ম? ইহা কি জীবনসঙ্গিনী গৃহিণীর আচরণ? না—কখনও নহে। যিনি ভার্য্যা, যিনি ধর্ম্মপত্নী, যিনি জীবন-সঙ্গিনী, তিনি কখনও আত্মসুখের জন্য স্বামী বধের আয়োজন করিতে পারেন না। বরং তিনি স্বামীর সুখের জন্য আত্মসুখ, আত্মতৃপ্তি এমনকি জীবন পর্য্যন্ত অনায়াসে ধূলি মুষ্টির ন্যায় ত্যাগ করিতে পারেন। তাহাই পত্নীর ধর্ম্ম, তাহাই কর্ম্ম, তাহাই পত্নীর অমূল্যত্ব। এমন ভার্য্যাই অমৃত তুল্য। নতুবা কালকূট বিষে আর তাহাতে পার্থক্য কি?

রাজা দশরথ ভার্য্যার মুখে এই প্রকার কঠোর বাক্য শুনিয়া একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কৈকেয়ী রাণীর কাছে তিনি কত কাকুতিমিনতি করিলেন, কত ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, কিছুতেই কৈকেয়ীর কঠোর প্রাণে করুণার সঞ্চার হইল না।

স্বামি-গৃহ

রামচন্দ্র পিতার সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন। অযোধ্যা ভরিয়া হাহাকার ধ্বনি উঠিল। রাজা দশরথ পুত্রশোকে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। আহা! সুখের সংসার শ্মশান হইল। আনন্দবাজার ভাঙ্গিয়া অরণ্যে পরিণত হইল। যেখানে পাপ, সেখানেই তাপ। যেখানে হিংসাদ্বেষ সেখানই নরক বিশেষ।

হে কল্যাণি, তুমি অযোধ্যার এই দুর্ঘটনা একবার বুঝিয়া দেখ। রাজা দশরথের সুখের সংসার কেন শ্মশান হইল? এই মহাপাপের ভাগী কে? আমরা বলিব, রাণী কৈকেয়ীই এই মহাপাপের ভাগিনী। তিনি কুলোকের কুমন্ত্রণায় সুখের সংসারে আগুন ধরাইয়া দিলেন। সেই আগুনে স্বামীকে পুড়িয়া মারিলেন, দেশের লোককে পুড়িয়া মারিলেন, আপনিও পুড়িয়া মরিলেন। হিংসার আগুনে অযোধ্যা ছারখার হইল।

নীচাশয়া দাসী তাঁহাকে যে প্রলোভন দেখাইল, সে প্রলোভন অতি নিন্দনীয়। তেমন নিন্দিত প্রলোভনে ভুলিয়া যাওয়া দেবী কৈকেয়ীর ভালকাজ হয় নাই। সামান্য বায়ুতে পাহাড় টলিলে খড়কুটা আর পাহাড়ে পার্থক্য কি?

ভরত মাতুল গৃহে ছিলেন, বাড়ী আসিলেন, আসিয়া সকলই শুনিলেন। পিতার মৃত্যুতে, ভ্রাতার বনবাসে তাঁহার চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি জননী কৈকেয়ীকে তিরস্কার ও



মন্থরাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিলেন। অযোধ্যার রাজত্ব তৃণতুল্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিলেন। তিনি পাত্রমিত্র লইয়া রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে গৃহে আনিতে গমন করিলেন।

ভরত, মায়ের এই অকার্য্যে কত দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান কষ্ট। ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে বনে গেলেন, রামচন্দ্রের পদতলে পড়িয়া গৃহে আনিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে ভরত গৃহে ফিরিয়া আসিয়াও রামের রাজ্য রামের নামেই শাসন করিতে লাগিলেন। আসিবার সময় রামের কুশ নির্ম্মিত পাদুকা আনিয়াছিলেন। সেই পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, আপনি ভৃত্যরূপে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

এখন বুঝিয়া দেখ, রাণী কৈকেয়ী যে প্রলোভনে পড়িয়া দাসীর কুপরামর্শে অযোধ্যায় যুগপ্রলয় করিলেন, ভরত সেই রাজত্ব ও রাজ সিংহাসন ধূলিকণার স্থায় জ্ঞান করিলেন। ভরত ধন্য হইলেন।

আমাদের দেশে রামের সময় হইতেই এইরূপ দুষ্ট লোকের পরামর্শে এবং স্ত্রীজাতির মনের সঙ্কীর্ণতায় ও নীচাশয়তায় কত যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া, দেশের শান্তিসুখ নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইজন্যই আজ তোমাকে অযোধ্যার সেই দুঃখের কথাগুলি সংক্ষেপে কহিলাম।

কৈকেয়ী পুত্রের প্রবোধ বাক্যে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যারপর নাই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তখন তিনি লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। দারুণ অনুতাপে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় নষ্ট হইয়াছিল।

দুঃখের সংসারে যদি সুখী হ'তে চাও।
আপনার স্বার্থ-সুখ সব ভুলে যাও॥

দ্রৌপদী ও সত্যভামার কথোপকথন

একদা শ্রীকৃষ্ণপত্নী সত্যভামা পাতিব্রত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি দ্রৌপদি ! তুমি তোমার পতি মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক ? তাঁহারা যে তোমার প্রতি কোন সময়ই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না। তাঁহারা তোমার প্রতি এতই অনুরক্ত যে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও মনে করেন না, সখি, ইহার কারণ কি ? তুমি কোন মন্ত্রবলে বা কি কৌশলে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়াছ ? আমার জানিতে বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাকে এরূপ কোন সদুপায় বল যাহাতে আমি আমার স্বামীকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিব।

পতিপরায়ণা সতী দেবী দ্রৌপদী সখী সত্যভামার কথা শুনিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে যে মন্ত্রতন্ত্রে স্বামী বশীভূত করিবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, অশিক্ষিতা হীনচেতা রমণীরাই ঐরূপ জঘন্য আচরণ করিয়া থাকে। আমি মন্ত্রতন্ত্রের কথা কেমনে বলিব ?

তুমি বুদ্ধিমতী বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপত্নী, এরূপ কথা তোমার জিজ্ঞাসা করাই নিতান্ত অন্যায়। দেখ, স্বামী, স্ত্রীর মন্ত্রতন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিলে যারপর নাই উদ্বিগ্নচিত্ত হন, তাঁহার মনে কিছুমাত্র সুখ শান্তি থাকে না। তখন তিনি স্ত্রীকে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় মনে করিয়া শঙ্কিত থাকেন। ভদ্রে, স্বামী কখনও মন্ত্রতন্ত্রে বশীভূত হন না। অনেক দুশ্চরিত্রা স্ত্রী স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য ঔষধ করিয়া থাকে। তাহারা স্বামীর পরম শত্রু। স্বামীর অপ্রিয় আচরণ কদাচ কামিনীগণের কর্ত্তব্য নহে।

সখি, আমি পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি, শোন, আমি ক্রোধ ও অহঙ্কার না করিয়া পাণ্ডব গণের ও পরিজনবর্গের সর্ব্বদা পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান প্রণয়ের শত্রু আমি কদাচ অভিমান করিনা। সর্ব্বদা নিরভিমান হইয়া প্রীতির সহিত একমনে পতিগণের চিত্তরঞ্জন করি। কদাচ তাহাদের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা ক্রূরদৃষ্টি করিনা। কখন ও দ্রুতপদে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিত রূপে উপবেশন করি না। স্বামীদিগের ইঙ্গিতে আমি তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য সমাধা করিয়া থাকি। আমি পরপুরুষকে কখনও মনে স্থান দেই না। পর-পুরুষের সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হই না। স্বামিগণ স্নান ভোজন ও শয়ন না করিলে কদাপি আহার বা শয়ন করিনা। স্বামী



দূর স্থান হইতে ঘরে আসিলে তৎক্ষণাৎ আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রান্তিদূর করিতে যত্ন করি।

তারপর দেখ, আমি প্রত্যহ সুচারুরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহ-সামগ্রী মার্জ্জনা, পাক, যথাসময়ে আহার্য্য প্রদান ও সাবধানে ধনাদি রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্টা স্ত্রীর সহিত কখনও সহবাস বা আলাপ পরিচয় করি না। দুর্ব্বাক্য কখনও মুখে আনিনা; পরিজনের প্রতি সর্ব্বদা অনুকূল ব্যবহার করিয়া বাস করি। পরিহাস করিবার সময় ব্যতীত হাস্য করিনা এবং দ্বারদেশে কখনও দণ্ডায়মানা থাকি না। নিরন্তর অচঞ্চল চিত্তে স্বামীর সেবা করি। মুহূর্ত্ত কাল তাহাদিগকে না দেখিলে অসুখী হই। স্বামী বিদেশগামী হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে দ্রব্য পান, ভোজন বা সেবন করেন না, আমিও সেই দ্রব্য পান, ভোজন বা সেবন করি না; সর্ব্বদা যত্নবতী হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি।

হে ভদ্রে, পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতনধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি, তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করা যারপর নাই গর্হিত। আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া শয়ন আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না, প্রাণান্তেও শ্বশ্রূগণের নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। হে শুভে! আমার সাবধানতা, কার্য্যদক্ষতা ও গুরু শুশ্রূষা দেখিয়া স্বামিগণ আমার একান্ত বাধ্য ও প্রিয়কারী হইয়াছেন।

স্বামি-গৃহ

হে সত্যভামে, প্রত্যহ আমার শ্বশ্রূ আর্য্যা কুন্তিদেবীকে আমি স্বয়ং অন্ন ও আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি। কদাপি উহাঁর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসনভূষণ পরিধান করি না। আমি অন্তঃপুরস্থ দাসদাসীগণের তত্ত্বাবধান করি। রাজসংসারের সমুদয় আয় ব্যায়ের বিষয় অবগত থাকি। পাণ্ডবগণ আমার প্রতি পোষ্যবর্গের প্রতিপালন ভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। আমি দিবারাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া স্বামিগণের উপাসনা করি। হে সত্যভামে, আমি পতিকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসৎচরিত্রা কামিনীদিগের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করি না, তাহা করিতে ইচ্ছাও করি না।

স্ত্রীর পতিই পরম দেবতা, পতির ন্যায় দেবতা আর নাই। তাঁহার প্রসাদেই সমস্ত মনোরথ সফল হইয়া থাকে। পতি হইতেই ইহ-লোকে অশন, বসন ভূষণ ও সম্মান এবং পরলোকে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

তুমি স্বামীর প্রতি প্রতিদিন প্রীতির সহিত ব্যবহার করিবে। তুমি স্বামী দ্বারদেশে আসিবা মাত্র গৃহ মধ্যে দণ্ডায়মানা থাকিবে এবং তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া তাঁহার বিশ্রাম সুখের চেষ্টা করিবে। তিনি কোন কার্য্য দাসীকে করিতে বলিলে, তুমি নিজেই তাহা করিবে। তাহাহইলেই পতি তোমাকে পতিপ্রাণা বলিয়া স্নেহের



চক্ষে দেখিবেন এবং আপনার জ্ঞান করিবেন। পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না।

যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রীতির পাত্র, অনুগত এবং হিত-সাধনে রত, তাহাদিগকে স্নেহ করিবে, এবং তাহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইবে। আর সযত্নে পতিকে শত্রু, অহিতকারী এবং কুহকীদিগের সহবাস ত্যাগ করাইবে। অন্য পুরুষের কাছে মত্ততা ও অনবধানতা ছাড়িয়া নীরবে স্বীয় অভিপ্রায় সংযত রাখিবে।

সৎকুলজাত পুণ্যশীলা পতিব্রতাদিগের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিবে, মূঢ় কলহপ্রিয়া দুষ্টা ও চপল স্বভাবা রমণীদিগের সহবাস একেবারে ত্যাগ করিবে। ইহাই সতীর ধর্ম্ম। ইহাতে তোমার পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ হইবে।



গৃহধর্ম্ম

স্বর্গ স্বর্গ করে লোক স্বর্গ এইস্থানে।
উছলে সতীর প্রেম যেই গৃহ কোণে॥

এখন গৃহধর্ম্মের আলোচনা করিয়া তোমাকে তাহার মর্ম্ম বুঝাইব। গৃহ কি, গৃহ-ধর্ম্ম কি, নরনারীর প্রত্যেকের তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। গৃহধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আমরা দিন দিন গৃহকে দুঃখের আগারে পরিণত করিয়া, প্রকৃত সুখশান্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছি। আমরা গৃহী; গৃহধর্ম্মই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহধর্ম্ম পালন করিতে পারিলেই আমাদের ধর্ম্মলাভ ও সদ্‌গতি হইবে। তোমাকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, গৃহধর্ম্ম ব্যতীত মানুষ আর কিছুতেই প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না।

অনন্ত কোটী লোক সংসার পাতিয়া ঘরকন্না করিতেছে। ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু, অসাধু সকলেরই গৃহ আছে, গৃহধর্ম্ম আছে। নিতান্ত নিষ্ঠুর নরাধম দস্যুও স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘরকন্না করিতেছে। গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করা লোকের স্বভাব।

লোকে কিছুতেই গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। মানুষের প্রকৃতি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্তই জগদীশ্বর আমাদিগকে স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন দিয়াছেন। আমরা মাতাপিতা, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে কিংবা মানুষের মত মানুষ হইতে পারি না। মাতাপিতার স্নেহ ও বাৎসল্য, পুত্রকন্যার ভক্তি ও শ্রদ্ধা, এবং স্ত্রীর ভালবাসা, বন্ধুবান্ধবের প্রীতি, গৃহীর পক্ষে অমৃত স্বরূপ। অমৃত স্বরূপ বলি কেন? না, অমৃত যেরূপ মধুর ও সুখপ্রদ, ভক্তি-প্রেম হইতেও তদ্রূপ অমৃতের মধুর স্বাদ লাভ করা যায়। আমাদের জীবনের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্যই জনকজননীর নিকট স্নেহ, পত্নীর নিকট প্রেম, বন্ধুজনের কাছে প্রীতি, পুত্রের কাছে ভক্তি পাইতেছি। বিবেচনা করিয়া দেখ, মাতা যদি আতুর ঘরে শিশুকে স্নেহভরে কোলে তুলিয়া স্তনদুগ্ধ খাইতে না দিতেন, তাহা হইলে জগতের একটী মনুষ্যকেও দেখিতে পাওয়া যাইত কি? গৃহধর্ম্মের শীতল ছায়ায় জীবন ধারণ করিয়াই পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ভ্রাতা ভগিনীকে, ভগিনী ভ্রাতাকে স্নেহকরুণায় ঢাকিয়া জগতে এক সুমধুর প্রেম-সম্পত্তিসৃষ্টি করিয়া, পুণ্য হইতে পুণ্যে, পবিত্রতা হইতে পবিত্রতায়, ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মে পঁহুছিয়া দেবত্বলাভ করিতেছে। গৃহধর্ম্ম হইতে যে প্রেমসম্পত্তির সৃষ্টি হইতেছে,



তাহার কি তুলনা আছে? না, তাহার সহিত বিনিময়ের আর কোন বস্তু আছে? গৃহধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, প্রীতিকরুণার ধর্ম্ম। গৃহধর্ম্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। গৃহে শিশুর সূতিকাগার, বালকের খেলার সাথী, যুবকের সুখবিলাসের স্থান, বৃদ্ধের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বেও আরামের বস্তু আছে। গৃহে কি না আছে? এস্থানে ক্ষুধার্ত্ত অন্ন, তৃষ্ণাতুর জল ও রোগী ঔষধ পথ্য পাইতেছে। মানুষ এইস্থানে রোগে শোকে, দুঃখে, দারিদ্রে শান্তিলাভ করিয়া থাকে। এস্থানেই মানুষের উৎকৃষ্ট গুণগুলি বিকসিত হয়। মানুষ এখানে সকল শিখিতে ও বুঝিতে পারে। এজন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন, গৃহধর্ম্মের তুল্য আর ধর্ম্ম নাই। লোকে গৃহে থাকিয়াই স্বর্গসুখ ভোগ ও ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারে।

গৃহধর্ম্ম বুঝিতে হইলে প্রথমেই আপনাকে বুঝিতে হয়। আপনাকে মোটামুটি বুঝিলে গৃহধর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে। এজন্য তোমাকে বলিতেছি, তুমি আপনাকে বুঝিতে পারিয়াছ কি না? তুমি কে? তুমি নারীজাতির একজন। তুমি মাতাপিতার কন্যা, ভ্রাতার ভগিনী, স্বামীর স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ীর পুত্রবধূ, দেবরভাসুরের ভ্রাতৃবধূ, এবং কুলের লক্ষ্মী, গৃহের লক্ষ্মী, ও ভবিষ্যতে সন্তানের মা হইবে। এখন বোধ হয় বুঝিয়াছ—তুমি কে। এই গৃহে শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ভাসুর, দেবর ও ভাসুর পত্নী লইয়া ঘরকন্না করিতেছ। তোমার সহিত

তাহাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই ঘনিষ্ঠ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অতীব মধুর, ইহা ছাড়িবার আর উপায় নাই। তুমি তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছ। তাহাদেরও তুমি আপনার হইয়াছ; যেমন পরকে কিনিয়াছ, তেমন আপনাকে পরের কাছে বিকাইয়াছ। ফলকথা তুমি যেমন তাহাদিগকে ভালবাসিয়া সুখী, সেইরূপ তাহারাও তোমাকে ভালবাসিয়া সুখী হইতেছে। আবার তোমার ভালবাসা পাইয়া তাহারা সুখ বোধ করিতেছে। এইরূপে গৃহে গৃহে পরিজন বর্গের মধ্যে ভালবাসার সাধনা হইয়া থাকে। এই ভালবাসাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের প্রকৃত প্রাণ ভালবাসা। যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে ধর্ম্মের অভাব। যেখানে ভালবাসা সেখানেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজনিত সুখ আছে। আমরা পরিণামে এই ভালবাসা হইতেই কৃতার্থ হইব।

তোমার গৃহ যদি স্নেহ, করুণা, প্রেম, পুণ্য, ভক্তি ও পবিত্রতার আলয় হয়, তাহা হইলে তোমার আর অভাব কি? কোন্ তীর্থ তোমার গৃহতীর্থের তুল্য? কোন্ স্বর্গ তোমার গৃহ-স্বর্গের স্থান অধিকার করিতে পারে? তুমি শোক, দুঃখ, বিপদ্, বিড়ম্বনায়, রোগ ও অশান্তিতে আর কোথায় জুড়াইবে? গৃহের ন্যায় লোকের জুড়াইবার স্থান আর কোথায়ও নাই। আমাদের গৃহকে এরূপ তীর্থতুল্য করিতে হইবে যেন এখানে সকল

তীর্থের পুণ্য লাভ করা যায়। গৃহকে এরূপ ভাবে সুখময় করিতে হইবে যেন গৃহে থাকিয়া স্বর্গ-সুখের অধিকারী হওয়া যায়। গৃহকে কি ভাবে পবিত্র তীর্থে ও আনন্দময় স্বর্গে পরিণত করিতে পারা যায় আমরা তাহা জানি না, বুঝি না, করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের এত শোকতাপ, এত জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যদি তাহা জানিতাম, বুঝিতাম বা করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের অনেক দুঃখ দূর হইয়া শান্তি লাভ হইত।

মানুষকে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে হইলে কি করিতে হয়? না—পুণ্য উপার্জ্জন করিতে হয়। ধর্ম্মাত্মা পুণ্যবানেরাই স্বর্গে যাইয়া থাকেন, পাপীরা নরক ভোগ করে। আচ্ছা, যদি ইহাই হয়, তবে সেই পুণ্য কিসে জন্মে? সৎকাজ হইতেই পুণ্যের সঞ্চয় হয়। সৎকাজ কি? জীবসেবা, সেবা ব্যতীত কখনও পুণ্য হয় না। স্ত্রী, গৃহে স্বামীসেবা, শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা, পরিজনের সেবা করিলেই তাহার সেই পুণ্যপ্রতিষ্ঠা হইবে। হিন্দু রমণী পতিসেবা, শ্বশুর শাশুড়ী ও পরিজনগণের সেবা করিয়াই স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। ইহাই হিন্দুনারীর গৃহধর্ম্ম।

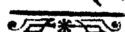
গৃহধর্ম্মে সেবাই নারীর প্রধান কর্ম্ম। এই সেবার জন্য কুলবধূ ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, অসূয়া, কপটতা ও হৃদয়ের

ক্ষুদ্রতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাচারিণী, প্রেমপুণ্যময়ী ও করুণারূপিণী হইবেন। স্ত্রীর পবিত্রাচারে প্রেমপুণ্য ও কারুণ্যে গৃহ যেন স্বর্গের শোভায় শোভিত হয়। যে গৃহে একটীমাত্র বিশুদ্ধচরিত্রা প্রেমিকা, দয়াশীলা রমণী বাস করেন তাঁহার পুণ্য ও পবিত্রতায় সে গৃহ স্বর্গ সদৃশ আনন্দময় হয়।

গৃহে স্বর্গতুল্য সুখশান্তি পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নারী জাতিকে সাবধান হইতে হইবে। নারীভিন্ন পুরুষ গৃহে স্বর্গ সুখ আনয়নে অসমর্থ। নারী যদি স্বর্গের দেবী হইতে পারেন, রাক্ষসী পিশাচীর ন্যায় স্বীয় চরিত্র দূষিত না করেন, তাহাহইলে গৃহ স্বর্গ হইতে বিভিন্ন হইবে কেন? তাঁহারা গৃহে স্বর্গের শোভা ফুটাইয়া স্বর্গীয় আনন্দধারা ছুটাইয়া পতিপুত্র ও বন্ধু-বান্ধবকে স্বর্গ সুখে রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে আমাদের গৃহ স্বর্গ সদৃশ সুখময় স্থান ছিল। কত পতি পত্নীর চরিত্রগুণে হৃদয়ের মাধুর্য্যে, কত পুত্র জননীর দেবীত্বে, কত পিতা পুত্রবধূর মহিমায় এই মরজগতেই চির সুখ শান্তি লাভে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন।

তাই তোমাকে পুনবায় বলিতেছি যে, গৃহ নারীর পক্ষে পতিপুত্রপরিজন বেষ্টিত তীর্থ স্থান। পতি পুত্র পরিজনের সেবাই গৃহতীর্থের প্রধান পুণ্য। ইহা হইতেই ভগবান্‌কে লাভ



করা যায়। যে নারী ইহা না বুঝিবেন, তিনি মনুষ্যসমাজের কিছুই নহেন। তাহাকে নারীরূপে নরকের কীট বুঝিলেও কিছুমাত্র অন্যায় হয় না।

গৃহ ও গৃহধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল কথা বলিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। তবে মোটামুটি যে দুই চারিটি কথা বলিতে পারিয়াছি, তাহাতে কিরূপে গৃহধর্ম্মপালন করিতে হয় ও গৃহধর্ম্ম-পালনে নারীজাতি জগতের কি হিত সাধন করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। উপসংহার কালে প্রত্যেক নারীকে বলিতেছি, মা, তোমরা

প্রেমময়ী, করুণাময়ী, আনন্দময়ী
রূপে
গৃহ-ধর্ম্ম পালন করিয়া
গৃহকে
স্বর্গতুল্য সুখময় কর।



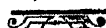
গৃহসুখ

(গৃহ-কর্ম্মে মিতব্যয়িতা, গৃহ-কর্ম্মের পরিচালন ও তত্ত্বাবধান।)

গৃহ কি, গৃহধর্ম্ম কি তাহা একরূপ বলিয়াছি। এখন গৃহ সুখ কি গৃহ-সুখের উপকরণ কি, কি উপায়ে গৃহসুখ হয় তাহা বলিব। আমরা দিন দিনই গৃহসুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছি। দুঃখ দরিদ্রতা আসিয়া আমাদিগের সকল শান্তি, সকল সুখ, সকল আরাম কাড়িয়া লইতেছে। আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যোচিত গুণগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি। ফলতঃ গৃহে যাহার সুখ নাই, জগতে তাহার মত দুঃখী আর নাই। গৃহে যাহার সুখ আছে, সর্ব্বত্রই তাহার সুখ। গৃহসুখে যে প্রকৃত সুখী, তাহার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, পুণ্য আছে, পবিত্রতা আছে, জীবন আছে, জীবনের সৌন্দর্য্য আছে, বলিতে কি তাহার সকলই আছে। কিন্তু গৃহসুখে যাহার আগুন লাগিয়াছে তাহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পুণ্যপবিত্রতা, জীবনের সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে, অধিক কি সে বাঁচিয়া থাকিয়াও বাঁচিয়া নাই। তাই

বলিতেছিলাম, গৃহ-সুখই সকল সুখের মূল। গৃহসুখই মানুষকে স্বর্গের সুখ আনিয়া দেয়। আমরা একজন গৃহ-সুখে সুখী পুণ্যাত্মাকে দেখিয়াছি, তাঁহাকে দেখিবামাত্র বোধ হয় তাঁহার হৃদয় যেন আনন্দে ভরা। নরলোকেই যেন তিনি স্বর্গসুখের আস্বাদ পাইয়া আনন্দে মাতিয়া গিয়াছেন। আবার গৃহ-সুখে বঞ্চিত অনেক স্ত্রীপুরুষকেও দেখিয়াছি, তাহারা যেন আধমরা চা বাগানের কুলি। মুখখানি যেন অমাবস্যার আঁধারে ঢাকা, মনটী যেন আষাঢ় মাসের আকাশের মত মেঘে আচ্ছন্ন। অথচ কোন অভাব নাই, ধনজনে গৃহ ভরা; যশে গৌরবে দশের মধ্যে একজন। তাহাদের অবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আসে, বুক ফাটিয়া যায়, ইচ্ছা হয় তাহাদের দুঃখরাশি দশ হাতে কাচিয়া ফেলিয়া দেই। বস্তুতঃ গৃহ-সুখ হইতে বঞ্চিত রহিলে যেরূপ কষ্ট ও অনিষ্ট হয়, যেরূপ দুরবস্থায় পড়িতে হয়, তাহা এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না।

কি কি কারণে গৃহসুখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্থায়ী ও নির্ম্মল হয়, আর, কি কি কারণেই বা গৃহ-সুখ বিনষ্ট হয়, তাহা সামান্য জ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আজ কাল অনেক স্ত্রীলোকই তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমাদের অনুপম গৃহসুখ নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন। স্বামী আছেন সত্য, কিন্তু তিনি ত নাগপাশে বদ্ধ, তাহার নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই। চাকুরীর চিন্তা,



অর্থের চিন্তা, অন্নসংস্থানের চিন্তাতেই তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে, ভার্য্যা যাহা করেন তাহাই তাহার শিরোধার্য্য ও 'কবুলমঞ্জুর।'

তাই বলিতেছি, স্ত্রীলোকই অনেক স্থলে গৃহ-সুখশান্তির বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন। একথা সকলেরেই স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের দোষেই পারিবারিক সুখ নষ্ট হইতেছে। স্ত্রীলোক যদি প্রকৃত পক্ষে গৃহ-লক্ষ্মী হইতে পারেন, তাহা হইলে সে গৃহে যেমন সুখের সীমা থাকে না, সেইরূপ যে গৃহে স্ত্রীলোক লক্ষ্মীস্বরূপা সরলা, সহৃদয়া এবং সচ্চরিত্রা নহেন সে গৃহেও দুঃখের অবধি থাকে না। সে গৃহে ধীরে ধীরে আগুন জ্বলিতে থাকে। আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাহস, বল, উৎসাহ সকলই সেই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। যায় না কেবল মনোবেদনা, আর যায় না পাপ বিদ্বেষবুদ্ধি।

গৃহসুখের প্রধান বিঘ্নই আত্মকলহ। আত্মকলহের ন্যায় গৃহসুখের শত্রু আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে এখন ঘরে ঘরে বিবাদ, ঘরে ঘরে মনোমালিন্য। হৃদয়ে হৃদয়ে কপটতা, মনে মনে বিদ্বেষ ভাব। পিতা পুত্রে তেমন মিল নাই, স্বামী স্ত্রীতে তেমন ভাব নাই, ভ্রাতায় ভ্রাতায় তেমন প্রণয় নাই। গৃহ পরিবারে কেমন যেন একটা ছাড়াছাড়ি, যা'র যা'র তা'র তা'র ভাব। মিলনে যে একটা মধুর সম্বন্ধ তাহা



যেন আমাদের দেশ হইতে জন্মের মত চলিয়া যাইতেছে। আমরা যেন প্রীতির বন্ধন, ভক্তির বন্ধন, প্রেমের বন্ধন হইতে দিন দিনই খসিয়া পড়িতেছি। এখন যেন কাহারও কাছে কেহ অনুগত থাকিতে চাহি না, আপন সুখটুকু যেন পোষাপাখীর ন্যায় হাতে করিয়া থাকিতেই ভালবাসি, তাহাই ভাল বলিয়া মনে করি। এই ত আমাদের অবস্থা! এখন এই অবস্থা ছাড়াইতে হইবে। প্রকৃত সুখলাভের জন্য গৃহে গৃহে সুখময় স্বর্গ বানাইয়া আমাদিগকে স্বর্গের দেবদেবী হইতে হইবে।

গৃহ সুখের প্রধান শত্রুকে দূর করিতে হইবে। মনে প্রাণে সকলের সহিত সকলের মিলিতে মিশিতে হইবে। সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী মিশিবেন। স্বামীর বন্ধুবান্ধব, ভ্রাতা ভগিনী মাতা পিতা সকলের সহিত স্ত্রী সরল হইয়া সৎবুদ্ধি ও সদ্ভাবে পরিচালিত হইয়া মিশিবেন। তাহাদের সকলকে আপনার নিজ জন মনে করিবেন, তাহাদের সুখ দুঃখ ও শান্তি অশান্তির প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবেন। ফল কথা আপনার জনের জন্য যাহা করিতে হয়, যাহা ত্যাগ করিতে হয় তাহা প্রাণ-পণে মনমুখে করিবেন, কেবল কথায় কাজ হইবে না। যদি পরিবার মধ্যে সকলেই সকলকে ভালবাসে, সকলের জন্যই সকলে স্নেহ দয়া, মায়া, মমতা করে, আপনার সুখ দুঃখের জন্য ব্যাকুল না হইয়া, অপরের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখে তাহা হইলে সে

পরিবারে দুঃখ কি ? সে পরিবারের মত সুখী পরিবার কোথায় আছে ?

আত্মকলহ নিবারণের প্রধান উপায় ধৈর্য্য ও ক্ষমা। যে পরিবারে ধৈর্য্য ও ক্ষমা নাই, সে পরিবার আত্মকলহে দুঃখময় অরণ্য। অরণ্যে পশুরা একে অন্যের ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইতেছে। অসহিষ্ণু ক্ষমাগুণশূন্য পরিবার মধ্যেও অরণ্যের ন্যায় রক্তারক্তি হইতেছে। এই জন্যই ধৈর্য্যহীন, ক্ষমাহীন পরিবারকে অরণ্যতুল্য বলিতেছি। কোনও সুখী পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আপনার ত তেমন ধন ও জনবল নাই, আপনি কিরূপে এত সুখী হইলেন ? তিনি উত্তরে বলিলেন, ক্ষমা ও ধৈর্য্য আমার সকল সুখের মূল। কেবল ধনজনে সুখ হয় না ; ধনজনের সঙ্গে ভাল মন থাকা চাই।

গৃহ-সুখের আর এক কারণ মিতব্যয়িতা, গৃহ কর্ম্মের পরিচালন ও তত্ত্বাবধান। মিতব্যয়িতা না থাকিলে অবিলম্বেই দরিদ্রতা উপস্থিত হয়। দরিদ্র পরিবারের পদে পদে অশান্তি ও উদ্বেগ ভোগ করিতে হয়। আর বুঝিয়া ব্যয় করিলে কাহাকেও পরিণামে বিপন্ন হইতে হয় না। অর্থের অভাবে দারুণ কষ্টভোগ করিতে হয় না। যে কার্য্য না করিলে না হয়, সেইরূপ কার্য্যেই ব্যয় করা সঙ্গত। বৃথা আমোদে, বৃথা

বিলাসে ব্যয় করা কদাচও সঙ্গত নহে। প্রত্যেক মহিলারই মিতব্যয়িতা শিক্ষা করা উচিত। যাহাতে দু'পয়সা বাঁচে সেইরূপ সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা শ্রেয়ঃ। তারপর গৃহকর্ম্মের পরিচালন ও তত্ত্বাবধান সম্বন্ধেও প্রত্যেক পুরমহিলার সাবধান ও নিপুণ হওয়া বিধেয়। যেরূপভাবে চলিলে সংসারে কোনও গোলযোগ না হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবেই সংসারে চলা উচিত। প্রতিদিন নিয়মিত কাজ বেশ দক্ষতার সহিত করিবে। কোন্ কাজ হইল, কি বাকী রহিল তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া দেখা আবশ্যক। পরিবার মধ্যে যাহার দ্বারা যে কাজ করাইলে, ভাল হয়, তাহা দ্বারাই সেই কাজ করান উচিত। দেখা যায় সময় সময় গৃহ কর্ম্ম লইয়া বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিবাদ হইতে মনোমালিন্য জন্মিয়া ঘনীভূত হইতে থাকে। গৃহকর্ম্ম লইয়া বিবাদ বিসংবাদে লিপ্ত হওয়া যারপরনাই দুঃখের বিষয়। অশিক্ষিতা ক্ষুদ্রচেতা স্ত্রীলোকেরাই তাহা করিতে লজ্জা বোধ করে না।

বাক্য সংযম না করিলেও অনেক সময় পারিবারিক সুখে বিঘ্ন ঘটে। মুখে যাহা আসে তাহাই বলিলাম, মনে যাহা লয় তাহাই করিলাম ইহা বড় দোষ। ইহা হইতে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় তাহার কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। অতি সাবধানতার সহিত বাক্য ব্যয় করিতে হইবে। একজন বিজ্ঞ

লোক বলিয়াছেন, দেখিও তোমার মুখ যেন বিষদন্তে ভরিয়া না যায়। ইহার অর্থ এই, তুমি কাহাকেও কথায় পুড়িয়া মারিওনা। কথায় যাহারা পুড়িয়া মারে তাহারাও একরূপ সাপের মত। সাপের যেমন দাঁতে বিষ আছে, তাহাদেরও তেমন মুখে বিষ আছে। সাপের বিষে মানুষ মরে, মুখের বিষে মরেনা সত্য, জ্বলিয়া পুড়িয়া আধপোড়া হয়।

সীতার পরীক্ষা

জগৎলক্ষ্মী সীতা স্বামীর সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলেন। তিনি পঞ্চবটী বনে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া পতিসেবা করিতেছিলেন। রাজকন্যা সীতা স্বামীর সহিত বনে বাস করিয়া, ভূমিশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক কাঙ্গালভোগ্য ফলমূলে জীবনধারণ করতঃ পরম সুখই পাইতেছিলেন। রাজকন্যার সুখ রাজসংসারে—রাজভোগে। সতীর সুখ—পতিসেবায়। সতী রাজকন্যা যখন পতিসেবার জন্য সুখের রাজসংসার, সুখের রাজভোগ ত্যাগ করেন, তখন কি তিনি আপনাকে দুঃখিনী মনে করিয়া ক্লান্ত হয়?—না। সতী পতিপ্রাণা রাজকন্যা পতিসেবার জন্য সকল পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সুখে সুখী হন। সতীর প্রাণচায়—পতি—পতিসেবা। যেমন অবস্থায়ই হউক, পতিসেবা করিতে পারিলেই সতী কৃতার্থ হন; আপনাকে ধন্য মনে করেন। পতিসেবা সুখ হইতে আর কিছু চাহেন না, আর কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। সতী ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য পায় ঠেলিয়া, স্বামীর

সহিত কাঙ্গালিনী সাজিয়া, স্বামিসেবা করিবার জন্য বিপদরাশি মাথায় লইয়াও সুখী হন।

পঞ্চবটী বনে সীতার সুখের সীমা ছিলনা। স্বামী করুণাময়. সীতা স্বামিসোহাগে কতই আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। সীতার সে সুখের তুলনা হয় না। বিধাতা সতীর পতিপ্রেম পরীক্ষা করিবেন। জগৎবাসী সতীর অপূর্ব্ব সতীধর্ম্ম অবলোকন করিবে, তাই সতীর ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। লঙ্কার দুরন্ত রাজা ছল করিয়া সীতাকে হরণ করিয়া নিল। তিনি রাবণের হস্তগত হইলেন। রাবণ লঙ্কার অশোক বনে সীতাকে বন্দী করিয়া রাখিল। দুরন্ত রাক্ষসীরা তাঁহার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তাহারা দিবারাত্র পাহারা দিতে লাগিল। সীতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পতিপদযুগল ধ্যান করিতে করিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

তারপর সতীর ভীষণ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। জগতে সকলেরই পরীক্ষা হয় বটে, কিন্তু সতীসাধ্বীদিগের পরীক্ষার মত অতি কঠোর পরীক্ষা অতি অল্পই হইয়া থাকে। জগৎলক্ষ্মী সীতার যে পরীক্ষা আরম্ভ হইল, এমন ভয়ঙ্কর পরীক্ষা আর কোনও সতীর হইয়াছে কিনা জানিনা। সীতার এই ভীষণ পরীক্ষার কথা মনে করিতেও অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে, হৃদয় শুকাইয়া যায়।

সীতা, সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কার অশোকবনে দুরন্ত রাক্ষসীদিগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন। সেখানে আমার বলিতে তাঁহার কেহই

নাই। তাঁহাকে দুটি কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিবে এমনও কেহ নাই। চারিদিকে শত্রু—মহাশত্রু। তাহাতে দুষ্টমতি রাবণের পাপচক্ষু তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। এমন ঘোর বিপদ্, এমন ভয়ঙ্কর দুঃসময় জগতে কাহারও কখন হয় নাই,—বোধ হয় হইবেও না। সতী, এই বিপদ্-সমুদ্রে ভাসিয়া, কেবল নারীর জীবন-সর্ব্বস্ব, ইহপরকালের একমাত্র গতি পতিপদ চিন্তা করিতেছেন।

রাবণ লঙ্কার রাজা। তাঁহার রাজত্বের ত্রিসীমায় পঁহুছিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। রাবণের ঐশ্বর্য্যেরও কি সীমা পরিসীমা আছে? রাবণের লঙ্কা, সোনার লঙ্কা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। স্বর্গের দেবতারাও তাহার অনুগত ও অনুগৃহীত। সীতা এহেন রাবণের করতলগত হইয়াছেন। বিপদ্ যেমন তেমন নহে!

সামান্যা নারী রাবণের ভয়ে ভীত হইতে পারে, রাবণের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারে, রাবণের প্রলোভনে বিচলিত হইতে পারে, কিন্তু সীতা ত আর সামান্যা রমণী ছিলেন না। তিনি সামান্যা রমণীর ন্যায় চঞ্চলহৃদয়া, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা ছিলেন না। তিনি রাবণের ভয়ে কেন ভীত হইবেন? তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কেন চঞ্চলচিত্ত হইবেন? রাবণের শক্তি সতীর কাছে কতটুকু?

রাবণ, অশোকবনে আসিয়া, সতীকে কহিলেন, তুমি লঙ্কার ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছ কি? এই ঐশ্বর্য্য তোমারই সেবা করিবে।

শত শত দাস দাসী তোমার কৃপাকটাক্ষের ভিখারী হইয়া তোমারই সেবায় নিয়োজিত রহিবে। আমিও তোমারই চির অনুগত হইয়া থাকিব।

সাধ্বী পতিপ্রাণা সীতার দুই চক্ষু উষ্ণ অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল।

রাবণের প্রলোভন যেমন তেমন প্রলোভন নহে। লঙ্কার অতুল ঐশ্বর্য্য সতীকে দেখাইয়া, রাবণ প্রলোভনপূর্ণ বাক্য কহিতেছিল। সীতা নীরব-নিস্তব্ধ-নিশ্চল। সে পাপ কথা সতী অতি ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিলেন, রাবণের ছায়া দর্শনেও শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

রাবণ, প্রলোভনে জগৎলক্ষ্মীর কিছুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইতে না পারিয়া, শেষে ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু সতীর কি প্রাণের ভয় আছে? সতীর কি মরণের ভয় আছে? সতীর কি দুঃখ-দুর্দ্দশার ভয় আছে? আছে কেবল মানের ভয়, পবিত্রতার ভয়—সতীত্ব শুদ্ধিতার ভয়। এই ভয়েই কেবল সতী সাধ্বীরা কাতরা, মানের জন্যই কেবল তাঁহারা ব্যাকুলা।

রাবণ পরাস্ত হইল। সতীর তেজে রাবণ রাজা হারি মানিল। সে দেখিল, ভয়েও সতী ভীতা নহেন, ভয়েও তাঁহার চিত্ত অটল স্থির-ধীর। তখন রাবণ মাথা নোয়াইয়া গৃহে গমন করিল। সতীর প্রথম পরীক্ষা শেষ হইল। সতী জয়লাভ করিলেন।

ইহাই সতীর মাহাত্ম্য, ইহাই সতীর সতীত্ব। সতীরা পতিভিন্ন কিছু জানেন না, পতিভিন্ন আর কিছুরই আশা আকাঙ্ক্ষা করেন না; পতি কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইলেও অন্যের ধনে মানে যশে গৌরবে একবার দৃষ্টিপাতও করেন না। কেন করিবেন? পতিব্রতা সতী সাধ্বীরা আপন দীন ভিখারী স্বামীর পদসেবা করিয়া যে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেন, সে আনন্দ ও তৃপ্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁহারা স্বর্গসুখও সে আনন্দের তুলনায় অতি হেয় মনে করেন। সতীরা সতীত্বকেই মাথার মণি মনে করিয়া ধন্য হন। সতীত্বের বলে কাঙ্গালিনীও রাজরাণী হন। নারীর সতীত্বের কি তুলনা আছে? সতীত্বের মাহাত্ম্যে নারী জননী, ভগিনী ও সহধর্ম্মিণী এবং গৃহলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী ও জগৎলক্ষ্মী।

তাই সীতা দুর্দ্দান্ত রাবণের হাতে পড়িয়া সতীত্বধন রক্ষা করিয়া জগৎলক্ষ্মী হইয়া রহিয়াছেন। জগতের লোক তাঁহার শুদ্ধ-চারিতায় তাঁহাকে জগৎলক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিতেছে এবং তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া পবিত্র ও কৃতার্থ হইতেছে। তাই সীতা সতীর শিরোমণি এবং সমগ্র নারীজাতির আরাধ্যা।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া মহা পাপে সবংশে মরিল। সতীর নিশ্বাসে সোনার লঙ্কা দগ্ধ হইল। সতীর অভিসম্পাতে

রাবণের পুরী ছারখার হইয়া গেল। সতীর এমনই প্রভাব! এমনই মহিমা! সতীর অপমান করিয়া রক্ষা পাইতে পারে জগতে এমন কেহ জন্মে নাই। অত বড় রাবণ রাজা তাহার দৃষ্টান্ত। রাবণের কত সৈন্য সামন্ত, কত অনুগত স্বর্গের দেবতা, কেহই কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। রামচন্দ্র জয়লাভ করিলেন। জগতে সতীপতির এমনই জয় হইয়া থাকে। সতীর সহায় ভগবান্। রাবণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। সীতার উদ্ধার হইল।

রামচন্দ্র সতী ভার্য্যাকে উদ্ধার করিয়া, নরলোকে সতীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহার পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। লঙ্কার উত্তর দ্বারে সতীর পরীক্ষা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সতীর এ পরীক্ষা হইবে—অগ্নিপরীক্ষা। কোন দেশে কোন কালে যে পরীক্ষা হয় নাই, এমন পরীক্ষা হইবে। সতীর কৃপায় মানব-চক্ষু এমন পরীক্ষা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে সতী ঝাঁপ দিবেন। যদি তিনি সতী হন, তাহা হইলে তাঁহার কেশাগ্রও পুড়িবে না। আর যদি তিনি অপবিত্রা হইয়া থাকেন তাহা হইলে পুড়িয়া ভস্মরাশি হইয়া যাইবেন।

প্রকাণ্ড অনলকুণ্ড তৈয়ার করা হইল। রাশি রাশি কাঠ আনিয়া সেই কুণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল। দপ্ দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আগুনের তেজে আকাশ মণ্ডল উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। লোকে লোকারণ্য।

কতলোক সতীর পরীক্ষা দেখিতে আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেই সেই ভীষণ অগ্নির দিকে চাহিয়া কাতর প্রাণে সতীর প্রতীক্ষা করিতেছে।

সতীর শিরোমণি সীতা ধীরে ধীরে অবিচলিত চিত্তে আসিয়া অনলকুণ্ডের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অবশেষে যোড়হাত করিয়া কহিলেন, হে অগ্নিদেব, যদি আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও পতিরূপে কল্পনাও করিয়া না থাকি তাহা হইলে আমার কেশাগ্রও যেন দগ্ধ না হয়।

সীতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কোটি কোটি লোক বিস্ময়ের সহিত দেখিল অগ্নিদেব সীতাকে কোলে করিয়া রহিলেন। সতীর কেশাগ্রও দগ্ধ হইল না।

লোকে সতীর এই আশ্চর্য্য পরীক্ষা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বানর বৃন্দ "জয়-সীতা মাই কি জয়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। সমুদ্রের জলরাশিতে সেই পবিত্র জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সমুদ্র গাইল, "জয়-সতী মাই কি জয়। জয় সীতা মাই কি জয়।"

রামচন্দ্র জগৎলক্ষ্মীকে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলেন।

জগতে সতীধর্ম্মের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য রহিয়া গেল।

মাতার কর্ত্তব্য

সুসন্তান লাভ করা যেমন পতি-পত্নীর মিলনের এক উদ্দেশ্য, সন্তানকে বংশ উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রস্তুত করাও দাম্পত্য জীবনের আর এক উদ্দেশ্য। পশু মাতাপিতা পশু তৈয়ার করিতেছে, পক্ষী মাতাপিতা পক্ষী তৈয়ার করিতেছে; সর্প মাতাপিতা সর্প তৈয়ার করিতেছে। চিরকালই করিবে। মানুষ তৈয়ার করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। মানুষ মাতাপিতাকে মানুষ তৈয়ার করিবার জন্য ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মানুষ মাতাপিতা যদি মানুষ তৈয়ার না করিয়া, পশুপক্ষী বা সর্প তৈয়ার করে তাহা হইতে আর দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় কি আছে? মানুষ, মানুষ তৈয়ার করিবে। ইহা মানুষের পরমধর্ম্ম।

মানুষ কিরূপে মানুষ তৈয়ার করিতে পারে, আর মানুষের সন্তান কিরূপে পশুবৎ হয় এস্থলে তাহারই আলোচনা করিব।

মনুষ্যত্ব স্বর্গীয় পদার্থ, তাহার সহিত জগতের আর কোন পদার্থের তুলনা হয় না। রাজার রাজত্ব, ধনীর ধনরাশি, কুলীনের

কুলগৌরব, রূপবানের রূপলাবণ্য মনুষ্যত্ব নহে। মনুষ্যত্ব এ সমুদয় হইতে অতি উচ্চ। ধনধান্য, রাজত্ব, কুলগৌরব, না থাকিলে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মনুষ্যত্ব না থাকিলে এই সমুদয় সাপের মাথায় মণির মত আশোভন হয়।

মনুষ্যত্ব কি? মনুষ্যত্ব মানুষের প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য। মানুষের যেমন শরীরের সৌন্দর্য্য আছে, প্রকৃতিরও সেইরূপ সৌন্দর্য্য আছে। শারীরিক সৌন্দর্য্য না থাকিলেও চলে; কিন্তু প্রকৃতি গত সৌন্দর্য্য না থাকিলে মানুষে ও পশুতে বড় পার্থক্য থাকেনা। মনুষ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই পৃথিবী সুখময়, এবং মানুষের গৃহ স্বর্গতুল্য হয়।

মানুষের সেই প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যে কি? না, স্নেহ, ভক্তি, প্রেমকরুণা ও সহৃদয়তা, শিষ্টাচার প্রভৃতি গুণ মনুষ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। মানুষের এই সমুদয় অপূর্ব্বগুণ আছে বলিয়াই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। পশুর পশুত্বে এই সমুদয় গুণের অভাব। মানুষকে এই সকল গুণে ভূষিত হইতে হইবে, এই সমুদয় গুণ শিক্ষা দিতে হইবে।

প্রত্যেক মাতাপিতার সন্তানকে এই সমুদয় গুণে অলঙ্কৃত করিলেই, সন্তান প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হয়। তাহা হইলে মাতাপিতা ধর্ম্মের কাছে, সমাজের কাছে, জগতের কাছে ধন্য হইয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। প্রকৃত গৃহধর্ম্ম পালন করিতে

পারিলেন। ইহাই গৃহধর্ম্মের মর্ম্ম। স্ত্রী যখন পুত্রকন্যার মা হইবেন, তখন পুত্রকন্যাকে ভাল কাপড, ভাল গহনা,ভাল খাদ্য দ্রব্য খাওয়াইয়া বাঁচাইতে পারিলেই মায়ের কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া যেন মনে স্থান না দেন। মা হইয়া তাহার প্রকৃত মায়ের কাজ করিতে হইবে। "কেবল প্রসব করিলে হয় না মাতা" কেবল প্রসব করিলে মা হওয়া যায় না। মায়ের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। মা সন্তানকে পশুতুল্যও করিতে পারেন, দেবতুল্যও করিতে পারেন। সন্তানকে দেবতুল্য করাই মায়ের প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনুষ্যজগতে দেবতার সৃষ্টি করিবার জন্যই নারীজাতি জগতের মাতা। নহিলে সন্তানকে রাজার পোষাক পরাইয়া ক্ষীর-ননী-দুগ্ধ-সর খাওয়াইয়া, সোনার হারবালা ও বাজুতে সুসজ্জিত করিবার জন্য নারীজাতিকে মা বলিয়া ডাকা হয় না। ডাকা হইতেছে মানুষকে মানুষের মতন মানুষ করিবার জন্য, স্নেহ ভক্তি, প্রেম করুণা, সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়া মানব সন্তানকে দেবতুল্য করিবার জন্য।

এরূপ অনেক মাতাকে দেখা যায় যে, তাঁহারা সন্তানের খাওয়া পরার সুব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত, কিন্তু চরিত্রের উন্নতির বিধান জন্য কিছু মাত্র ব্যস্ত নহেন। পাড়ার ছেলেরা ভাল কাপড় পরে, গলায় সোনার হার দোলায়, আমার বাছার জামাটীও নাই বলিয়া চক্ষের জল মুছেন। কিন্তু ছেলের সদ্গুণ জন্মিল কিনা তৎপ্রতি

একবার ও দৃষ্টি করেন না। আমাদের দেশে এইরূপ মাতার সংখ্যাই বেশী। সন্তানের চরিত্র সুন্দর হইল না বলিয়া কই, কোন মাতাকেও ত একবার চক্ষের জল ফেলিতে দেখিনা।

আবার এমনও অনেক মাতা আছেন, সন্তানের দোষ দেখিয়াও দেখেন না ; দেখিলেও পাছে প্রকাশ পায় এজন্য ঢাকিয়া রাখেন। ঢাকিয়া রাখিতে রাখিতে সন্তানের ইহকাল পরকাল নষ্ট করেন। সন্তানকে সৎকার্য্যে উৎসাহ দেওয়া এবং অসৎ কার্য্য করিলে শাসন করা প্রত্যেক মাতারই কর্ত্তব্য। না করিলে মহাপাপের কার্য্য করিবেন। শাসনে কি সন্তানের গৌরব নষ্ট হয় ? না, শাসনে স্নেহমমতা কমিয়া যায় ? যে সকল মাতাপিতা সন্তানের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা সন্তানকে সাধু সচ্চরিত্রই করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনুচিত প্রশ্রয় দিয়া সন্তানের ইহপরকাল নষ্ট করেন না !

যে মাতা সন্তানকে যত সৎকার্য্য করিতে উৎসাহ দিবেন সেই মাতা তত সন্তান হিতৈষিণী ও স্নেহময়ী জননী। সাধুশীলা সুমাতা কখনও স্নেহমমতার বশীভূতা হইয়া সন্তানকে সৎকার্য্য হইতে ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করেন না ; কিংবা অন্যায় ও অসৎকার্য্য করিতে দেখিলে নীরবে থাকেন না।

রামায়ণ হইতে স্নেহকরুণারূপিণী দেবী সুমিত্রার কথা তোমাকে বলিব। দেখিতে পাইবে, যাঁহারা প্রকৃত সুমাতা

তাঁহারা স্নেহের ধন অঞ্চলের নিধি পুত্র কন্যাকে কিরূপভাবে সৎকার্য্যে উৎসাহ দেন। তাঁহারা যেন মনে করেন, সন্তান যদি সাধু সচ্চরিত্র না হয়, সাধু কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সে সন্তানের প্রয়োজন কি? তাঁহারা যেন আরও মনে করেন যে, মানুষের সন্তান মানুষ হইবে, মানুষের মত কাজ করিবে। মানুষের সন্তান ত হাঁস কবুতরের বাচ্চা নহে যে খাচায় রাখিয়া দুই বেলা অন্নজল দিয়া পালন করিব।

এখন সুমিত্রা মাতার পুত্র স্নেহের কথা বলিতেছি শোন, রামচন্দ্র বনে চলিলেন, লক্ষ্মণ দেখিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র একাকী চলিয়াছেন! তখন তিনি জটাবাকল পরিয়া রামের সাথী হইয়া চলিলেন। দেবী সুমিত্রা লক্ষ্মণের জননী। লক্ষ্মণ রাজপুত্রের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীবেশে বনে চলিয়াছেন। দেবী সুমিত্রা নয়ন ভরিয়া ইহা দেখিলেন, প্রাণের মধ্যে তাঁহার স্নেহ রাশি উথলিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ মায়ের পদধূলি লইয়া বিদায় চাহিলেন, দেবী সুমিত্রা স্নেহভরে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর স্নেহগদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ, আজ তুমি সপত্নী পুত্রের বনবাসের সঙ্গী হইয়া আমাকে কৃতার্থ করিলে; আমি ধন্য হইলাম; রঘুকুল আজ উজ্জ্বল হইল। যাও বাছা, বনে যাইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সেবা করিও। আজ হইতে তুমি

রামকে পিতা, সীতাকে মাতা এবং বনভূমিকে অযোধ্যা মনে করিও। দেখিও লক্ষ্মণ আমার রামচন্দ্রের যেন কোন কষ্ট না হয়।"

সুমিত্রা দেবীই জননী নামের সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন। এমন করিয়া কে পুত্রধনকে সপত্নীপুত্রের বনবাসকষ্টের ভাগী করিয়া দেয়? কে এমন হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়া প্রাণপুত্তলি পুত্রকে সৎকার্য্যে নিয়োগ করে? যিনি তাহা করেন তিনি যথার্থই রমণীর শিরোমণি। সুমিত্রা দেবী সুমিত্রা দেবীর ন্যায়ই কাজ করিলেন। অন্য হইলে কি এমন উদারতা ও স্নেহমমতার পরিচয় দিতে পারিত? বোধ হয় না। অন্য হইলে হয় ত পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেন দূরে থাকুক, শতমুখে তিরস্কার করিতেন, বনবাসের ভয় কষ্ট ও দুঃখের কথা বলিয়া ফিরাইতে চেষ্টা করিতেন। আমরা এমন মাতা দেখিয়াছি, পরের জন্য তাঁহার পুত্র একরাত্রি জাগিয়াছিলেন, এজন্য মাতা পুত্রকে মন্দ কহিতে লাগিলেন। ইহাদিগকে কি মা বলিতে দুঃখ হয় না?

পূর্ব্ব কালে আমাদের দেশে দাতাকর্ণ নামে এক সাধু পুরুষ ছিলেন। এক দিবস স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদের ধার্ম্মিকতা পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণের বেশধারণ করিয়া দাতাকর্ণের গৃহে অতিথি হইলেন। দাতাকর্ণ খুব অতিথি সেবা করিতেন। অতিথি যাহা চাহিতেন তাহা দিয়াই ভোজন করাইতেন। তিনি বড় দাতা ছিলেন

বলিয়াই তাঁহার নাম দাতাকর্ণ হইয়া ছিল। তৎকালে কর্ণের ন্যায় দাতা কেহই ছিলেন না।

অতিথি ব্রাহ্মণ দাতাকর্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়া নরমাংস ভোজনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। সেই নরমাংসও কচি শিশুর মাংস। সেই কচি শিশুও অন্য নহে—দাতাকর্ণের পুত্র বৃষকেতু। বৃষকেতুর মাংস না হইলে অতিথি ব্রাহ্মণের পরিতোষ রূপে ভোজন হইবে না।

দাতাকর্ণ ব্রাহ্মণের অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা শুনিয়া নিজের মাংস কাটিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। অতিথি স্বীকার করিলেন না। বৃষকেতুর কচি মাংস ভিন্ন তাঁহার উদরের দারুণ জ্বালার নিবারণ হইবে না।

অতিথি আরও বলিলেন, বৃষকেতুকে তোমরা স্বামি-স্ত্রী করাত দিয়া কাটিবে। পদ্মাবতী স্বহস্তে মাংস পাক করিয়া দিবেন। কর্ণ কহিলেন প্রভো, পদ্মাবতী মা হইয়া পুত্রকে কাটিতে পারিবেন কেন? দশ মাস উদরে ধরিয়া কত কষ্ট পাইয়াছেন, 'বুকে পীঠে' রাখিয়া লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহাকে এমন কথা বলিলে তিনি তাহা করিতে পারিবেন কেন?

ব্রাহ্মণ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, অতিথির বাসনা পূর্ণ করিতেই হইবে।

দাতাকর্ণ অন্তঃপুরে গেলেন। যাইয়া রাণী পদ্মাবতীকে



সমুদয় বিবরণ কহিলেন। পদ্মাবতী ধার্ম্মিকা রমণী—ধর্ম্মার্থে তিনি পুত্র দিতে পারেন, জীবন দিতে পারেন, ধন দৌলত সকলই দিতে পারেন। পদ্মাবতী স্বীকৃত হইলেন, স্বামীর সঙ্গে করাত দিয়া বৃষকেতুকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। বৃষকেতুর মাংস আপন হাতে পরিপাটি করিয়া রাঁধিলেন। যত্নের সহিত ব্রাহ্মণের সম্মুখে খাইতে দিলেন।

দেখ দেখি মা কাহাকে বলে? যে মাতা ধর্ম্মার্থে পুত্রকেও কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারেন তাঁহারাই মা, না যে মাতা ধর্ম্মকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পুত্রের জীবন রক্ষা করে তাঁহারাই যথার্থ মা? যাঁহারা প্রকৃত মা, তাঁহাদের হৃদয় ও মন ক্ষুদ্র নহে, পিপড়ার মুখের চিনিটুকুর মত নহে। এখন বুঝিয়া দেখ, মাতা সন্তানকে কি জন্য লালন পালন ও গর্ভে ধারণ করিয়া থাকেন।

পুত্র-কন্যাকে সুশিক্ষা ও সদুপদেশ
দিয়া
মানুষের মত মানুষ করাই
মায়ের প্রকৃত কাজ।



সংযম ও সহিষ্ণুতা

সংযম ও সহিষ্ণুতা সকল সুখ ও শান্তির মূল। সংযম ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত লোকচরিত্র কখনও উন্নত হইতে পারে না। সংযম ও সহিষ্ণুতার অভাবে নারীজীবন দুঃখময় হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে নারীজীবন যে পরম উন্নতিলাভ করিয়াছিল, মহামহিমময়ী নারী জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের দেশ উজ্জ্বল ও স্বর্গধামে পরিণত করিয়া ছিলেন, সংযম ও সহিষ্ণুতাই তাহার মূল। ফলতঃ সংযম ও সহিষ্ণুতা হইতে যেমন সুখের উৎপত্তি হয়, দুঃখ দুর্গতি বিনাশ পায়, চিত্ত ও চরিত্র পবিত্র ও মধুর হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না।

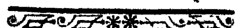
অসংযম ও অসহিষ্ণুতা হইতে যে কি অনর্থ ঘটে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। সংযমী ও সহিষ্ণু হওয়া প্রত্যেক রমণীর কর্ত্তব্য। গৃহ সংযমের প্রসাদে স্বর্গ, সহিষ্ণুতার প্রসাদে তীর্থ। মানব-গৃহ যে এত সুখের সংযম সহিষ্ণুতাই তাহার প্রধান হেতু একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অসংযম ও অসহিষ্ণুতা



দ্বারা মানব-চরিত্র কলুষিত হয়, মনুষ্যমন অনুদার ও শক্তিহীন হইয়া একেবারে নীচভাবাপন্ন হইয়া উঠে। আমাদের দেশে একটী প্রাচীন পুণ্য কথা আছে। কথাটী অতি মূল্যবান্। কথাটী এই—"সহিলেই সম্পদ্ না সহিলে বিপদ্" যে জন সহ্য করেন, তিনিই সুখ-সম্পদ্ ভোগ করিতে পারেন, আর যাহার সহ্য গুণ নাই তাহার বিপদ্ অবশ্য হইবে।

আমি এস্থলে সীতা দেবীর কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ তোমাকে বলিব। জগৎলক্ষ্মী সীতা সর্ব্বগুণশালী স্বামীর ভার্য্যা হইয়াও অধীরতা দোষে যে বিপন্ন হইয়া ছিলেন তাহাই বলিতেছি। অসহিষ্ণুতা হইতে যে কি অনর্থ ঘটে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে।

লক্ষ্মণ, পাপাশয়া শূর্পণখার দুশ্চরিত্রতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নাক কাণ কাটিয়া দিয়াছিলেন। শূর্পণখা লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী ছিল। রাবণ, ভগিনীর ঈদৃশ অপমানে ক্রোধিত হইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য মারীচ নামক এক দুষ্ট অনুচরের সঙ্গে পঞ্চবটী বনে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণের আদেশে মায়াবলে মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিল, এবং রামচন্দ্রের কুটীরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। কুটীর-প্রাঙ্গণে বসিয়া সীতা দেবী স্বামীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, একটী অপরূপ মৃগ তাঁহাদের



কুটীরের অদূরে বেড়াইতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি অধৈর্য্য হইলেন। মৃগটীকে ধরিয়া দিবার জন্য স্বামীকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ভার্য্যার অনুরোধে মৃগ ধরিবার জন্য ধনুর্ব্বাণহস্তে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন।

স্বর্ণমৃগ কখনও সম্ভবে না। ইহা যে রাক্ষসের মায়া, শ্রীরামচন্দ্র তাহা সীতাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু দেবী সীতা তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। অসহিষ্ণুতা তাঁহাকে বুঝিতে দিল না। তিনি অধীরা হইয়া স্বামীকে আগ্রহাতিশয় দেখাইতে লাগিলেন।

তাহার ফল কি হইল বলিতেছি। ফল হইল ভয়ানক বিপদ্। তিনি এমন বিপদের সূত্রপাত করিলেন যে, সেই কারণে তাঁহাকে সারাজীবন দুঃখের ভাগিনী হইয়া কাটাইতে হইল। তিনি কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা ভোগ করিলেন! এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, আর কোন সাধ্বী রমণী জীবনে ভোগ করিয়াছেন কিনা জানিনা।

রামচন্দ্র ত ধনুর্ব্বাণ লইয়া মৃগের পশ্চাৎ গমন করিলেন। মায়ামৃগও রামচন্দ্রকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসিতে দেখিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গভীর অরণ্যে যাইয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্রও মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপর তিনি বাণ নিক্ষেপ

করিলেন। মায়ামৃগ বাণবিদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীরামের স্বর অনুকরণ পূর্ব্বক "লক্ষ্মণ, মরিলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

জানকী কুটীরে থাকিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় মারীচের কপট চীৎকার তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল। তিনি মনে করিলেন, রামচন্দ্র নিশ্চয় বিপন্ন হইয়াছেন, নচেৎ লক্ষ্মণ বলিয়া চীৎকার করিবেন কেন?

দেবী জানকী স্বামীর বিপদাশঙ্কা করিয়া অস্থির হইলেন। ঠাকুর লক্ষ্মণ কুটীরের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। জানকী অধীরা হইয়া লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে এবং বিপদ্ নিবা-রণের জন্য যাইতে বলিলেন। সুধীর লক্ষ্মণ, জানকীকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। জানকী লক্ষ্মণের উপদেশবাক্যে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া কটূক্তি করিতে লাগিলেন। চিরসহিষ্ণু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃবধূর কটূক্তি শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বিনয়নম্রবচনে কহিলেন, "দেবি, আমি আপনাকে এই অরণ্যমধ্যে একাকিনী রাখিয়া যাইতে পারিব না। রামচন্দ্র বীরপুরুষ, তিনি বিপন্ন হইয়া এরূপ কাপুরুষের ন্যায় চীৎকার করিবেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। আপনি শান্ত হউন, দাদা এখনই নিরাপদে কুটীরে ফিরিয়া আসিবেন।"

লক্ষ্মণের এই যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সীতার অধীরতা বৃদ্ধি পাইল; চিরপবিত্র লক্ষ্মণচরিত্রে সতীর সন্দেহ জন্মিল। অসহিষ্ণুতার বিষময় ফল সীতা দেবীর চরিত্রে ফলিল। জানকী জানিতেন, লক্ষ্মণ ভ্রাতার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন। জানকী দেখিয়াছেন, ভ্রাতার শুভ কামনায় লক্ষ্মণ জীবন দিতেও কদাচ কাতর বা কুণ্ঠিত নহেন। জানকী বুঝিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ আত্মজয়ী মহাপুরুষ। ক্রোধ, হিংসা, লোভ, লালসা, প্রবঞ্চনা তাঁহার নাই। তিনি প্রতিদিন অনিদ্রা অনাহারে কত কষ্ট ভোগ করিয়াই ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন। নির্ম্মল মুক্ত আকাশের ন্যায় লক্ষ্মণচরিত্র উন্নত ও উদার। দেবী জানকী অসহিষ্ণুতার বশে সেই পুণ্যময় পবিত্রতাময় মহাভাগ লক্ষ্মণের চরিত্রে নানারূপ দোষারোপ করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাক্যবাণে লক্ষ্মণকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। অসহিষ্ণুতা এমনই মহাপাপ, সেই মহাপাপের এমনই বিষময় ফল যে, যে জানকী কখনও লক্ষ্মণচরিত্রে সন্দেহ করেন নাই, লক্ষ্মণের সাধুব্যবহারে তাঁহাকে জননীর ন্যায় স্নেহ করিতেন, যে লক্ষ্মণকে স্বামীর সহোদর তুল্য পরম সুহৃদ্ জ্ঞান করিতেন, তাঁহাকে ভরতের প্রেরিত মিত্রবেশধারী পরম শত্রু বলিয়া ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বারংবার তাঁহার নির্ম্মল ভ্রাতৃপ্রেমে প্রচ্ছন্ন কপটতার কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

স্বামি-গৃহ

সীতার শান্ত করুণ মধুর প্রকৃতিতে উৎকট ভাব দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রাতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। সীতা কুটীরে একাকিনী রহিলেন। স্বামীর বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া উৎকণ্ঠিত হওয়া নারীপ্রকৃতির মহান্ ভাব। সাধ্বী স্বামীর বিপদ্ জানিয়া আপনি যে বিপন্ন হইবেন তাহা ভুলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু একেবারে অধৈর্য্যা হইয়া, ভালমন্দবিবেচনাশূন্য হওয়া কদাচ সঙ্গত নহে। ধৈর্য্যের সহিত বিপদ্ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে, সহিষ্ণুতার সহিত বিপদে ভালমন্দের নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; ধীর ও স্থির বুদ্ধিতে বিপদ্ কালে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে; নতুবা এক বিপদে শত বিপদ্, এক অনিষ্টে শত অনিষ্ট, এক অশান্তিতে শত অশান্তি আসিতে পারে। সীতার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছিল। তাঁহার জীবন এ সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাবণ, সন্ন্যাসীর বেশে সীতাকে হরণ করিবার জন্য দূরে লুকাইয়া রহিয়াছিল। লক্ষ্মণ কুটীর ত্যাগ করিলে, রাবণ আসিয়া দেবী জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। সীতা তখন আপনার অসহিষ্ণুতার ফল বুঝিতে পারিয়া কতই বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অজস্র অশ্রুপাতে বন্যপথ অভিষিক্ত হইল, সমস্ত বন্যভূমি মলিন বেশ ধারণ করিল।



রাম ও লক্ষ্মণ কুটীরে আসিয়া সীতাকে না দেখিয়া কতই রোদন করিলেন, কতই বিলাপ করিলেন, তাঁহাদের রোদনে বনের পত্রপুষ্প ঝরিল, পশুপক্ষী কাঁদিল, নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইল !

দেখ, রামচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন অনুকূল স্বামী লাভ করিয়াও দেবী জানকী অসহিষ্ণুতার ফলে কিরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যদি ধৈর্য্য সহকারে বুঝিতেন, স্বর্ণমৃগ কখনও সম্ভবে না,ইহা রাক্ষসের মায়া; রামচন্দ্র যে "ভাই রে লক্ষ্মণ"বলিয়া চীৎকার করিলেন ইহাও রাক্ষসের ছলনা। তারপর লক্ষ্মণ সুবিবেচনার সহিত তাঁহাকে শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যদি তিনি উপেক্ষা না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে কখন তাঁহার এই বিপদ্ ঘটিত না। তাহা হইলে কখনও তিনি দুষ্টমতি রাবণের হস্তে নিগৃহীত হইতেন না।

কিন্তু দেবী জানকী এই দুর্ঘটনার পর জীবনে অপরিসীম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি রাবণগৃহে অতি অপূর্ব্ব সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিয়া ধর্ম্ম ও জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যে অবস্থায় যেরূপ ভাবে লঙ্কার অশোক বনে রাক্ষসীদিগের করতলগত ছিলেন, সেইরূপ দারুণ অবস্থায় পড়িয়া সীতার ন্যায় মহীয়সী সহিষ্ণুতাময়ী দেবী ভিন্ন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে আর কেহই সমর্থ হয় না।

তিনি ধৈর্য্য সহকারে অগ্নিপরীক্ষা দিয়া স্বীয় শুদ্ধিতার প্রমাণিত করিয়াছিলেন। পতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হইয়া ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে যেরূপ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, এরূপ দুঃখ একজন সামান্য নারীর ভাগ্যেও ঘটেনা। যদি তিনি সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা, সকল বিপদ্ বিড়ম্বনা অকাতরে সহ্য করিতে অভ্যস্ত না হইতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে কে জগৎলক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিত? তিনি আজ সমগ্র পৃথিবীতে রমণীর শিরোমণি বলিয়া পূজিতা হইতেছেন। তাঁহার আদর্শ-চরিত্র লোকশিক্ষার সহায় হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবী যেমন সুখের স্থান, তেমন দুঃখেরও স্থান। পৃথিবীতে যেমন স্বর্গের দেবতা আছে, তেমন নরকের কীটও আছে। ভাল মন্দে জগৎ সৃষ্ট। এইজন্য ভগবান্ সুখলাভের উপায় ও দুঃখ-বিপদ্ নিবারণের পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা যদি সুখ লাভের পথ ভুলিয়া যাই এবং দুঃখনিবারণের পথে অগ্রসর না হই, তাহা হইলে আমরা বিপন্ন না হইব কেন? দুঃখ দুর্গতি ভোগ না করিব কেন? আমাদের কর্ম্মদোষে আমরা দুঃখ পাইয়া থাকি।

ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ও লোভ প্রভৃতি রিপুগণ বিপন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা আমাদিগকে কুপথে আকর্ষণ করিতেছে, আমরা যদি সংযমের পথে, সহিষ্ণুতার পথে, চলিতে পারি, তাহা হইলে আমরা



কদাচ ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ও লোভ প্রভৃতি রিপুদ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইব না।

আমাদের প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন, "সয় জন বড় না, কয় জন বড় ?" যিনি সহ্য করেন তিনিই বড়।

সকল বিষয়েই ধৈর্য্যশীলা হওয়া রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য। ধৈর্য্য ব্যতীত নারীর কোন মহিমাই প্রকাশ পায় না। ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই নারীর নারীত্ব এবং নারীর এত গৌরব ও মহিমা। যে মাতৃত্ব নারীর অশেষ গৌরবের বিষয়, সেই মাতৃত্বও ধৈর্য্য গুণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে।

বাক্যসংযম না করিয়া সীতা দেবী লক্ষ্মণের প্রতি অকারণে নানারূপ দোষারোপ করিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার বিপদের আর একটী কারণ হইয়াছিল। বাক্যসংযম করা নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। বাক্যসংযম গুণ না থাকিলে গৃহীর গৃহ শ্মশান তুল্য হইয়া উঠে। যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিলাম, ইহা কদাচ সাধু সঙ্গত নহে। বাক্যসংযমের অভাবে অনেক ধনসম্পদ্‌শালী গৃহীর গৃহও বিপদ্‌ময় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, যদি সুখলাভ ও দুঃখনিবারণের উপায় জগতে কিছু থাকে তবে তাহা সংযম ও সহিষ্ণুতা।

ব্রত ও উপবাস

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে হিন্দুরমণীর জন্য বহু ব্রত ও উপবাসের ব্যবস্থা আছে। এই ব্রত ও উপবাসের দ্বারা কি উপকার হয় তাহা তোমাকে বলিব।

অনেক কারণে আমরা দিন দিন দীন ও হীন হইয়া পড়িতেছি। আমাদের হৃদয়ের বল, শারীরিক বল এখন আর তেমন নাই। ঘরে ঘরে দারুণ অভাব; প্রাণে প্রাণে মহাশূন্য। আমরা এখন—বলিতে লজ্জা হয়, একরূপ অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছি। যে নারী আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তাহাদিগকে একরূপ লক্ষ্মীছাড়া করিয়া তুলিতেছি। কিসে কি হইতেছে, সেইদিকে একবারেই আমাদের লক্ষ্য নাই। কোন্ দেশে সীতা-সাবিত্রী জন্মিয়াছে? কোন্ দেশে সহস্র সহস্র নারী পতির জ্বলন্ত চিতায় আপনাকে আহুতি দিয়াছে? কোন্ দেশে পতি-পুত্রের কল্যাণের জন্য রমণী আপনার সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছে? কোন্ দেশে ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্মসাধনের জন্য—অতিথি

অভ্যাগতের সেবার জন্য প্রাণাধিক পুত্রকে কাটিয়া দিয়াছে? এমন নারীমহিমা আর কোন দেশে নাই! এমন নারীর স্বর্গীয় চিত্র আর কোন দেশ দেখাইতে পারে নাই! পৃথিবীর আর কোন্ দেশ এমন ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী মহামহিমান্বিতা প্রেমময়ী করুণাময়ী নারী বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিয়াছে? এই গৌরবে আমাদের দেশ গৌরবান্বিত, এই মহিমায় আমাদের দেশ মহিমান্বিত। কিন্তু হায়! আমাদের কর্ম্মবিপাকে আমাদের সেই গৌরব হইতে বঞ্চিত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

কেন আমাদের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা একবার সকলেরই বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভোগবিলাস এই গৌরব নষ্ট করিবার মুখ্য কারণ। আমাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ভোগবিলাস প্রবেশ করিয়াছে। ভোগবিলাস প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই আমাদের ঘরে ঘরে নানা অসুখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

ভোগবিলাস দ্বারা মনুষ্যের যেরূপ সর্ব্বনাশ হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না, হইতে পারে না। ভোগবিলাস প্রকৃত পক্ষেই মানুষকে অমানুষ করিয়া ফেলে। ভোগবিলাসী চিরদিনই মানব-নামের কলঙ্কস্বরূপ। বিলাসপ্রিয়তা কখনও মানুষকে গৌরব দান করে নাই, বরং গৌরব হরণই করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মানবমানবী ভোগবিলাসের স্রোতে ভাসিয়া একেবারে

জন্মের মত মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে। ভোগবিলাসী কখনও কোন মহৎকার্য্য করিতে পারে না।

পুরুষ অপেক্ষা রমণীর ভোগবিলাস আরও সর্ব্বনাশের কারণ। পুরুষ বিলাসী হইলে সমাজের যত অনিষ্ট না হয়, নারীর বিলাসিতায় তাহার শতগুণ অপকার হইয়া থাকে।

একথায় কেহ হয় ত মনে করিতে পারে, ইহা আমার মনগড়া কথা। বাস্তবিক চিন্তা করিয়া দেখ, পুরুষ সমাজের কায়া মাত্র, রমণী প্রাণ। পুরুষ গৃহের কর্ত্তা বটে, কিন্তু লক্ষ্মী নহেন। পুরুষ গৃহের প্রহরী, নারী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নারীকে লইয়া গৃহের সুখ, শান্তি ও সান্ত্বনা। এখন বুঝিয়া দেখ, নারীর কত যোগ, কত সাধনা। রমণী বিলাসিনী হইলে তাহাতে তাহার সকল কর্ত্তব্যপথে ঘোরতর বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। বিলাসিতা যাহাদের প্রিয়, তাহাদের জগতে আর কিছুই তেমন প্রিয় হয় না। বিলাসী বসিলে উঠিতে চায় না, উঠিলে হাটিতে ইচ্ছা করে না; সে চায় সুন্দর বস্ত্র, সুন্দর অলঙ্কার; সে চায় দিব্য আসন, দিব্য অশন। শরীরের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতেই তাহার দিন কাটিয়া যায়। তাই তোমাকে বলিতেছিলাম, বিলাসীর জন্য জগতে কোন সাধনাই নাই। রমণী যে যোগতপস্যার জন্য জগতে আসিয়াছে, সেই যোগতপস্যার জন্য তাহার সকল সুখ, সকল ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে। পরে তোমাকে তাহা ভালরূপ

বলিব। রমণীকে বিলাসিতা হইতে দূরে রাখিয়া স্বর্গের দেবী করিবার জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে ব্রত নিয়ম ও উপবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলাসিতার দ্বারা যে ঘোর অনিষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ; ফলতঃ হিন্দুরমণীর পক্ষে বিলাসিতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। ব্রতনিয়ম ও উপবাস দ্বারা যে উপকার হয়, এখন সংক্ষেপে তোমাকে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।

ব্রত নিয়ম পালন করিতে হইলে উপবাস করিতে হয়। উপবাস দ্বারা দেহ সংযত হয়, চিত্ত সংযত হয়। চিত্তের পবিত্রতা বর্দ্ধিত হয় ও চিত্তের গতি ঈশ্বরমুখী হয়। ইন্দ্রিয়গণ মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণের চঞ্চলতা দূর হয়। উপবাসের আরও বহু ফলের কথা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এই কয়টী ফলই প্রধান।

ব্রত নিয়ম দ্বারা কি হয়? ব্রত নিয়ম দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিষ্ঠা জন্মে। মনুষ্য-জীবনটাই ব্রতময়। ব্রতহীন জীবন জীবনই নহে। যে জীবনে ব্রত নাই, ব্রতনিয়মের আকাঙ্ক্ষা নাই, সে জীবন বাস্তবিকই দুঃখময়, শোকময় এবং দ্বেষ ও অশান্তিময়। সে জীবনকে মনুষ্যজীবন বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও পাপ হয়।

ব্রতনিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য পতি-পুত্রের মঙ্গল। হিন্দুনারী পতি-পুত্রের মঙ্গলের জন্যই ব্রতনিয়ম করিয়া থাকেন। পতি-পুত্রের মঙ্গল হইতে সমাজের মঙ্গল হয়, সমাজের মঙ্গল হইতে



দেশের মঙ্গল হয়, দেশের মঙ্গল হইতে জগতের মঙ্গল হয়। সুতরাং হিন্দুরমণীর ব্রতনিয়ম জগতের মঙ্গলের জন্য। হিন্দুনারী ব্রত করিয়া দেবতার কাছে, পতিপুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। তাঁহার সেই প্রার্থনার বলে সত্য সত্যই পতিপুত্রের মঙ্গল হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্র হিন্দুনারীর ব্রত ও উপবাস প্রভৃতি সৎকার্য্যকে পতিসেবার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমি হিন্দুরমণীমাত্রকেই ব্রতনিয়ম পালন করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতেছি। ব্রতনিয়ম পালন দ্বারা তাঁহারা বিলাসিতা হইতে রক্ষা পাইবেন, পতিপুত্রের মঙ্গল করিবেন, আপনার মঙ্গল করিবেন।

ব্রত নিয়ম ও উপবাস দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যসাধন হইয়া থাকে। শরীরকে সুস্থ রাখাও ধর্ম্ম কার্য্য; শরীর সুস্থ না রাখিতে পারিলে, মহাপাপের ভাগী হইতে হয়। গৃহ যেমন তোমার বাসস্থান মনে করিয়া তাহাকে রক্ষার নিমিত্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্ন করিয়া থাক, সেইরূপ দেহটাকেও নীরোগ রাখিতে চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। দেহ সুস্থ না থাকিলে কোনই সাধন হয় না। গুরু কর্ত্তব্যের ভার মাথায় লইয়া পতিগৃহে চলিয়াছ, যদি তোমার শরীর সুস্থ না থাকে, তাহা হইলে তোমার সকল আশাই বিফল হইবে, সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা এক মহাধর্ম্ম সাধন। সেই শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও ব্রত উপবাস ও সংযম অতি আবশ্যক।

ব্রত ও উপবাস

আমাদের দেশে মেয়েরা অনেক ব্রত উপবাস করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি অতি হিতকর। তাহাতে শারীরিক ও মানসিক অনেক উপকার হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে অনেকেই পুত্রকামনায় যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম করিতেন। রাজা দশরথ পুত্র কামনায় এক বিরাট যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই যজ্ঞের ফলে নিয়ম নিষ্ঠা ও ব্রত উপবাসের মাহাত্ম্যে রাম লক্ষ্মণ ও ভরতের ন্যায় গুণধর পুত্র লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সাবিত্রী দেবীর পিতা অশ্বপতি সন্তানার্থী হইয়া বহুদিন যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাস করিয়াছিলেন। তাই তিনি সাবিত্রী দেবীর ন্যায় কন্যারত্ন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমাদেরও সুসন্তানের জন্য ব্রতপরায়ণ হইতে হইবে। ঈশ্বরে নিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি, সুহৃদ্‌জনে প্রীতি, সর্ব্বভূতে দয়া ব্রতউপবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য তোমার যত সফল হইবে, তুমি ততই ভাগ্যবতী হইতে পারিবে।

কর্ত্তব্য জ্ঞান

জীবন মহৎ ও সুখময় করিতে হইলে নারীমাত্রেরই কর্ত্তব্যকার্য্যে একান্ত নিষ্ঠা থাকা অতি আবশ্যক। জীবন কর্ত্তব্যতাময়। মানুষ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যিনি যতদূর কর্ত্তব্যপালন করিতে পারেন, তিনি ততদূর সুখী ও মহৎ। যাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, কর্ত্তব্য কার্য্যে নিষ্ঠা নাই, কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা নাই, সে জীবনে কদাচ সুখী ও কৃতার্থ হইতে পারে না।

অনেক রমণী মনে করেন, তাঁহারা নারী, নারীজাতির আবার কর্ত্তব্য কি? পতি-পুত্র অশন ও বসন যোগাইতেছেন, বিপদে ও সম্পদে রক্ষা করিতেছেন, আর কি চাই? ফলতঃ বঙ্গ-মহিলাগণের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারা পৃথিবীতে শয়ন ভোজনের জন্যই আসিয়াছেন। এই নিন্দিত বিশ্বাসে বঙ্গ-দেশে নারীমহিমার বড়ই অভাব ঘটিতেছে। নারীর কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ করিলে তাঁহাদের অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত

করেন। নারীর যে বহু কর্ত্তব্য আছে, নারীর মহিমা ব্যতীত যে ঘরগৃহস্থালীর কিছুমাত্র উন্নতি হয় না, পতিপুত্র ও বন্ধুবান্ধবের জীবন যে সুখসম্পদ্‌পূর্ণ হয় না, দেশ ও সমাজ যে পুণ্য ও পবিত্রতায় উজ্জ্বল হয় না, গৃহের সুখশান্তি সম্পূর্ণরূপে জন্মে না, জন্মিয়াও বর্দ্ধিত হয় না, এই কথা তাঁহারা কোনক্রমেই বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে চাহেন না।

দেখ, জগতে কীট পতঙ্গের পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যপালন করিতে হয়। তাহাদেরও কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, কর্ত্তব্য কার্য্যে নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতা আছে; কর্ত্তব্য কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহারা অতি যত্নের সহিত, অতি মনোযোগের সহিত তাহার পালন করিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহারা কদাচ অবহেলা বা আলস্য করে না। আর জগতে শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য, মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠা নারী; সেই নারীর কি কর্ত্তব্যপালনে যত্নবতী হওয়া উচিত নহে?

গৃহ মানবমানবীর পরম পবিত্রতীর্থ। গৃহতীর্থ আছে বলিয়া মানবমানবী পশু হইতে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বাড়াইতেছে, জীবনকে সবল, সুন্দর ও সুখময় করিতেছে। নারী সেই গৃহতীর্থের পুরুষের প্রধান সহায় ও সুহৃদ্‌। জননী আছেন বলিয়া শিশু বাঁচিতেছে, ভার্য্যা আছে বলিয়া ভর্ত্তা জীবনধারণ করিতেছে। শিশু বড় হইতেছে; শিশু কেন বড় হইতেছে, জান? পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বাড়াইবার

জন্য—পৃথিবীকে সুখময় ও আনন্দময় করিবার জন্য। জননী, শিশুর শিক্ষয়িত্রী। শিশু যে ভবিষ্য জীবনে জগতের মঙ্গল সাধন করিবে জননী তাঁহার প্রধান সাহায্যকারিণী।

এখন ভাবিয়া দেখ নারীজীবনের কত কর্ত্তব্যতা রহিয়াছে। নারীজীবনের কর্ত্তব্যতা উপেক্ষণীয় নহে। পতির সেবা ও সুখ সাধন নারীর প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা পতির জীবনের মাধুর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছে; পতি, হৃদয়ে শক্তি, দেহে সামর্থ্য পাইতেছেন। জীবনের পিচ্ছিল পথে পদে পদে স্খলিতপদ হইয়াও আশা ও ভরসা পাইতেছেন। যদি ভার্য্যা আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া পতির সেবা ও সুখসাধনে ক্ষান্ত রহেন, তাহা হইলে সংসার দুঃখময় অশান্তিময় এবং উদ্বেগ ও অভাবময় হইয়া উঠে। তখন ঘর-গৃহস্থালী অরণ্যের অশান্তিতে পূর্ণ হয়। এইরূপ নারীর কর্ত্তব্য যদি নারী পালন না করেন, তাহা হইলে আর দুঃখের অবধি থাকে না।

গৃহে যে সুখ আছে, যে আনন্দ আছে, সেই সুখ ও আনন্দ সম্পূর্ণরূপে রমণীর উপর নির্ভর করে। রমণীকে ছাড়িয়া গৃহ হয় না, রমণীর স্নেহকরুণা, প্রেমপ্রীতি ব্যতীত মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। সেই নারীজাতি কর্ত্তব্যপরায়ণা এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিশালিনী না হইলে পুরুষ কদাচ মনুষ্যজীবনের গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারে না।

তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি নারীজীবনের কর্ত্তব্যপালনের জন্য যত্নবতী হইও। কর্ত্তব্য কার্য্যে আলস্য বা অবহেলা প্রদর্শন করিয়া কখনও জীবনের গৌরব ও সুখসম্পাদ্ নষ্ট করিও না।

সুচারুরূপে গৃহকার্য্য সম্পাদন রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য; ঝগড়া কলহ উপস্থিত হইয়া শান্তি নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য; পরিবারস্থ সকলের প্রতি স্নেহদয়া করা রমণীর কর্ত্তব্য, গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া বাস করা রমণীর কর্ত্তব্য; এই সমুদয় কর্ত্তব্য কার্য্য অবহেলা করিলে জীবনের সকল সুখশান্তি দূর হইয়া যাইবে।

কর্ত্তব্য কার্য্যে যত্ন ও নিষ্ঠা থাকা যেমন মঙ্গলজনক, সেইরূপ অকর্ত্তব্য কার্য্যে ঘৃণা থাকাও অত্যন্ত হিতকর। পৃথিবীতে অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কেহই সুখী হইতে পারে না। যে সকল সাধ্বী রমণী পাতিব্রত্য ও পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পৃথিবীতে বরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কর্ত্তব্যপরায়ণা পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তাঁহারা কোন সময়েই কোনও কারণে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। যখন যে কর্ত্তব্য কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা তখনই তাহা প্রাণপণ করিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। যদি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সকল সুখ, সকল সম্পদ্ও ত্যাগ করিতে হইত, তাঁহারা তাহা করিতে কদাচ ভীতা বা কুণ্ঠিতা হইতেন না।

স্বামি-গৃহ

আমরা একজন গৃহিণীর কথা জানি, তিনি কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে কদাচ বিমুখ হইতেন না। তাঁহার জীবনের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের দৃষ্টান্ত তোমাকে দিতেছি, তুমি শুনিয়া অবাক্ হইবে। এক সময় তাঁহাদের পালিত একটী গোবৎসকে বাঘে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন রাত্রি কাল। বাড়ীতে পুরুষ কেহই ছিল না। তিনি বাছুরটীর বিপদ্ জানিতে পারিয়া লাঠি ও আলো লইয়া বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া বাঘ তাড়াইবার জন্য বারংবার "দূর হ, দূর হ" বলিতে লাগিলেন। বাঘ বাছুরটী লইয়া যেমন ঘরের বাহির হইল, অমনি তিনি লাঠি ও আলো লইয়া বাঘের সম্মুখে গেলেন। বাঘ আগুন দেখিয়া ভয় পাইল, ভীষণ চীৎকার করিয়া বাছুরটীকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কর্ত্তব্যপরায়ণা গৃহিণী বাঘের মুখ হইতে গোবৎসের জীবন রক্ষা করিলেন। দেখ, এইরূপেই কর্ত্তব্যপালন করিতে হয়। এইরূপেই কর্ত্তব্যপালন করিতে অভ্যস্ত না হইলে সংসারে বাস করা সুকঠিন।

অতএব তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণা হইও। আপন কর্ত্তব্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিও। যদি কর্ত্তব্যসম্পাদনে দুঃখ হয়, তাহা দুঃখ বলিয়া মনে করিও না। কারণ কর্ত্তব্যসম্পাদনে যে দুঃখ ঘটে, তাহা দুঃখ নহে, তাহা সুখকর। কর্ত্তব্যজ্ঞান না থাকিলে মন সঙ্কুচিত হয়, প্রাণ নিস্তেজ হয়, শরীর অসার ও অবসন্ন হয়।

কর্ত্তব্য জ্ঞান

সংসারে যদি কোন কারণে মানুষ অসুখী হয়, মনের ক্ষুদ্রতাই সেই কারণ। কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকিলে মন ছোট হয় না, প্রাণ নিস্তেজ হয় না, শরীর অবসন্ন হয় না; তাই তোমাকে বলিতেছি কর্ত্তব্য-জ্ঞান সকল সুখের মূল।

আত্মরক্ষা

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে একটী বড় সুন্দর উপদেশ আছে। উপদেশটী স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পালন করা উচিত। উপদেশটী এই—যিনি আপনি আপনাকে রক্ষা করেন, তিনিই সুরক্ষিত; আর যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা না করেন, কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তিনি সুরক্ষিত নহেন। তাঁহার সর্ব্বনাশ নিকটবর্ত্তী। নারীদিগের পক্ষে এইটী অমূল্য উপদেশ। নারীদিগের আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে হইবে। যে রমণী আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে না পারিবেন, আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে অভ্যস্ত না হইবেন, আপনার কুলশীল মানমর্য্যাদাকে রক্ষা করিতে একান্ত যত্নবতী না হইবেন, তিনি আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিবেন। তাঁহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

আত্মহত্যা যেমন মহাপাপ, আত্মরক্ষা তেমনি মহাপুণ্য। আত্মরক্ষা না করাই আত্মহত্যা। আত্মরক্ষার জন্য নারী

মাত্রেরই কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, এবং কতকগুলি দোষ ত্যাগ করা উচিত।

প্রথমতঃ লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা একটা প্রধান গুণ। আত্মরক্ষা করিতে হইলে নারী মাত্রেরই লজ্জাশীলা হওয়া উচিত। লজ্জাশীলতা না থাকিলে যেরূপ অনর্থ ঘটে, – নির্লজ্জ রমণীর যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। ঋষিগণ বলিয়াছেন,—লজ্জা রমণীর ভূষণ; লজ্জা রমণীর সম্বল, লজ্জা রমণীর সৌন্দর্য্য; লজ্জা রমণীর এক প্রধান সম্পদ্। যে রমণী লজ্জাকে ত্যাগ করিয়াছেন, লজ্জার মাথায় পদাঘাত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনি নারীর অতুল গৌরব হারাইয়াছেন, নারীর অতুল সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি আত্মরক্ষা করিতে বাস্তবিকই অশক্ত। নির্লজ্জা রমণীর বিপৎপাতের সমধিক সম্ভাবনা।

নারী কি বস্তু অনেকই তাহা বুঝিতে পারে না। নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেম যে বিশ্ববিধাতার করুণা স্মরণ করাইয়া দিতেছে এ জ্ঞান বহু তপস্যায় হয়। নারীজাতিকে যে কিরূপ ভাবে সম্মান করিতে হয়, নারী যে জননীজাতি, নারী যে পূজাস্পদা এ বিশ্বাস ও বিবেচনা বহু লোকেরই নাই। বলিতে কি, অনেকই নারীর সৌন্দর্য্যে বিশ্বেশ্বরের মহিমা না দেখিয়া আত্মসুখের উপকরণ খুঁজিয়া থাকে; এবং নারীকে ভোগের

দাসী মনে করিতেও লজ্জা বোধ করে না, ভীত বা চমকিত হয় না। যে নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, যে নারীর স্তন্য পান করিয়া, যে নারীর স্নেহের কোলে উঠিয়া বসিয়া পুরুষের পুরুষত্ব, সেই নারীকে পবিত্র চক্ষে দেখিতে, ভক্তির চক্ষে দেখিতে, সেই নারীর প্রতি উচ্চভাব পোষণ করিতে কয়টী পুরুষ শিখিয়াছে? অনুসন্ধান করিয়া দেখ কোটির মধ্যে দুই একটী থাকিলে থাকিতে পারে। তুমি নারী, লজ্জা তোমার ধর্ম্ম, লজ্জা তোমার হৃদয়ের ভূষণ; যদি তুমি লজ্জাকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে তুমি পুরুষের চক্ষে হেয় হইবে, পুরুষ তোমাকে পদদলিত করিবে, তোমার সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবার জন্য হয় ত চেষ্টা করিবে। তুমি যে মাতৃজাতীয়া তোমার লজ্জাশীলতার অভাবে পুরুষ তাহা ভুলিয়া যাইবে। এজন্য প্রত্যেক নারীর লজ্জাশীলা হওয়া আবশ্যক। পতি-পুত্র, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয় স্বজন কাহারও কাছে নির্লজ্জতার পরিচয় দেওয়া উচিত নহে। নারীর তাহা পরম অধর্ম্ম।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে, অনেক রমণী লজ্জাসরম ত্যাগ করিয়া বিবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত হয়; অশ্লীল কথা মুখে আনিতেও লজ্জা বোধ করে না। এরূপ করা কাহারও উচিত নহে। নারীকে সম্পূর্ণরূপে নারীর মত হইয়া সংসারে থাকিতে হইবে। নারীর সমস্ত গুণ শিক্ষা করিয়া নারীর মত নারী হইতে হইবে।

নচেৎ নারীর মাহাত্ম্য রহিল কি ? লজ্জা নারীর ধর্ম্ম ; যদি সেই লজ্জা না থাকে তবে তাহা নারীর নারীত্ব রহিল কি ?

আমাদের দেশে অবগুণ্ঠন প্রথা অতি সুন্দর। অবগুণ্ঠন প্রথা দ্বারা আমাদের দেশের নারীজাতির গৌরব সত্য সত্যই রক্ষা পাইতেছে। কিন্তু অবগুণ্ঠন দিলেই যে লজ্জাশীলতার পরিচয় দেওয়া হয় এমন নহে। সকল বিষয়ে পবিত্রভাবে নম্রভাবে সদয়ভাবে আচরণ করিবার নামই লজ্জাশীলতা। তুমি অবগুণ্ঠন দিয়া মন্দ কথা মুখে আনিলে, অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া নির্লজ্জার ন্যায় কাজ করিলে তোমার অবগুণ্ঠনের কোনই ফল হইল না।

দ্বিতীয়তঃ গাম্ভীর্য্য। নারীমাত্রেরই চঞ্চলতা ত্যাগ করা উচিত। চঞ্চলতা বড় দোষ। হস্তের চাঞ্চল্য, পদের চাঞ্চল্য সকল চাঞ্চল্যই ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিবে। চঞ্চল্য নারীদিগকে কেহই ভালবাসে না, কেহই বিশ্বাস করে না। চঞ্চলারা আত্মসংরক্ষণে অক্ষম। তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আত্মসম্মান-বোধ একেবারেই থাকে না। আত্মরক্ষার জন্য নারীদিগের গম্ভীর প্রকৃতি হওয়া আবশ্যক। গাম্ভীর্য্য অবলা নারীর বল ; আত্মরক্ষার এক মহা অস্ত্র।

আত্মরক্ষা কাহাকে বলে এবং কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয় বোধ হয় তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। আত্মরক্ষা যে পরম ধর্ম্ম

বোধ হয় তাহাও বুঝিতে পারিয়াছ। যদি তাহা বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সাবধান হইও। মনের পবিত্রতা রক্ষা করিও। ছলনা চাতুরী নারীর পক্ষে বিষতুল্য। কখনও কোন বিষয়ে ছলনা চাতুরী করিতে প্রবৃত্ত হইও না। পতিকে কপটতার ভাব দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করিও না। তাঁহার নিকট সকল বিষয়ে সরলতা দেখাইও।

নারীজাতির অনেক শত্রু। দুষ্টপ্রকৃতি লোকেরা নারীর সর্ব্বপ্রধান শত্রু। তাঁহাদের দ্বারা নারীর যে সর্ব্বনাশ হয়, তদ্রূপ আর কাহারও দ্বারা হয় না। দুরাত্মাদিগের ছলের অভাব নাই। অনেক সময় দুরাত্মারা নানা ছলে আসিয়া রমণীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য জাল বিস্তার করে, সরলা রমণীরা তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। সহজে বুঝিতে পারে না বলিয়াই অনেক সময়ই তাহাদের দ্বারা, একবারে সর্ব্বনাশ হয়।

সরলতা রমণীর হৃদয়ের ধর্ম্ম। কিন্তু অনেক সময় রমণীর সরলতা নির্ব্বুদ্ধিতার স্থান অধিকার করে। সরলতা দেখাইও ; কিন্তু আপনাকে হারাইও না। আপনাকে রক্ষা করিতে ভুলিও না। আপনার গৌরবকে আপনার উচ্চ সম্মানকে কখনও নষ্ট করিয়া সরলতার পরিচয় দিও না। অনেক সময় দুষ্টপ্রকৃতির লোক নারীর সরলতাকে পাপ সঙ্কল্প সাধনের সোজা পথ মনে করে।

নারীর কোমলতা অপূর্ব্ব, সরলতা অপূর্ব্ব, এবং সহৃদয়তা অপূর্ব্ব। পুরুষের বাহুবল আছে, নারীর বাহুবল সেইরূপ নাই। নারীকে আমরা অবলাজাতি বলি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নারী শক্তিহীনা নহেন। নারী শক্তির আধার। মহাশক্তি ভগবতীর অংশ। ভগবতী অসুর ধ্বংস করিয়াছিলেন। তুমি আপনাকে শক্তিহীনা মনে করিও না। নারীতে যে শক্তি আছে, সেই শক্তি পুরুষে নাই। নারী নিজশক্তিতে মৃত পতিকে জীবন দান করিতে পারেন। ভারতে সেই শক্তির পরিচয় হইয়া গিয়াছে। তোমার চিত্ত যত পবিত্র ও বড় হইবে তোমার শক্তি তত বৃদ্ধি পাইবে। এই বিষয়টী তোমাকে আমি সহজে বুঝাইতে পারিব না। তুমি ধর্ম্মে কর্ম্মে আপনাকে উন্নত কর, আমার এই কথার পরীক্ষা দেখিতে পাইবে।

নারীর চক্ষুতে অমৃত আছে, আবার অগ্নিও আছে। অমৃত দেবতার জন্য, অগ্নি অসুরের জন্য। সেই অগ্নিতে অসুর-প্রকৃতি লোকেরা বিনষ্ট হইবে। পতিপ্রাণা সতীসাধ্বীর সেই অগ্নি আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে। তুমি পতিপ্রাণা সাধ্বীসতী হও, তোমারও সেই অগ্নি জ্বালিবার শক্তি জন্মিবে। তোমারও অসুর বিনাশের ক্ষমতা হইবে। এস্থলে তোমাকে দময়ন্তী দেবীর একটা অলৌকিক ঘটনার কথা বলিব, তাহা হইলে আমার কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

স্বামি-গৃহ

দেবী দময়ন্তী দুরদৃষ্টবশতঃ পতির সহিত বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন। একদা তাঁহার পতি মহাত্মা নল তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় ফেলিয়া প্রস্থান করেন। তিনি ঘোর অরণ্যে একাকিনী পতির অন্বেষণ করিতে থাকেন। কিন্তু কোথাও পতির সাক্ষাৎ পাইলেন না, ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অদৃষ্টকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এমন সময় এক ব্যাধ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। তিনি ব্যাধকে দেখিয়া ভীত হইলেন না। তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। পাষণ্ড ব্যাধ দেবীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তাহার পাপবুদ্ধি তাহাকে অসৎ পথে পরিচালিত করিল। নরাধম নিষাদ দেবীকে স্পর্শ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু সতীর সেই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। পাপাত্মা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। মহাভারতে লিখিত আছে, নরাধম ব্যাধ সতীর তেজে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে ; সকল বলিবার প্রয়োজন নাই, সময়ও নাই। তুমি আপনাকে আদ্যাশক্তি ভগবতীর অংশ জ্ঞানে আপনার সম্মান আপনি রক্ষা করিও, আপনার ধর্ম্ম আপনি রক্ষা করিও, আপনার কর্ম্মকে আপনি রক্ষা করিও। তাহা হইলেই তোমার নারীজন্ম ও জীবন সার্থক হইবে।

আর একটী কথা

তোমাকে নারী-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, বোধ হয় তাহা তোমার স্মরণ আছে। কিন্তু সেই বিষয়ে সকল কথা বলিতে পারিয়াছি, এমন মনে করিও না। তবে মোটামোটী দুই চারি কথা মাত্র বলিয়াছি। এখন তোমাকে সেই সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বলিব। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমার বক্তব্য তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। তুমি মন দিয়া আমার কথা-গুলি শোন।

পুত্রের উপযুক্ত বয়স হইলে পিতা পুত্রকে বিবাহ করাইয়া একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পাত্রী আনাইয়া পুত্রের বিবাহ দেন, দিয়া পুত্রকে সংসার করিতে দেন। পুত্রকে প্রকৃত সংসারসুখে সুখী হইতে দেখিলে পিতার আর আনন্দের সীমা থাকে না। পিতা যদি দেখিতে পান, পুত্র পুত্রবধূর সহিত মিলিত হইয়া, পরম সুখে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন, বৃদ্ধ মাতাপিতার সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, সচ্চরিত্রতা বা সাধুতার সহিত সংসারের

সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহা হইলে পিতা আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। পুত্রের প্রতি পিতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়। সেইরূপ পরম পিতা পরমেশ্বর পবিত্রভাবে পতিপত্নীকে প্রীতিবদ্ধ হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে দেখিলেই তিনি প্রসন্ন হন।

সংসার এক মহাযজ্ঞ। এই মহাযজ্ঞে পত্নী পতির প্রধান সহায়। পত্নীর সহায়তা ব্যতীত পতি কদাচ এই মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারে না। পত্নী যদি সহৃদয়া সদাশয়া হন, গুণে জ্ঞানে আদর্শ রমণী হইতে পারেন, তাহা হইলে পতির সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হইতে পারে। আর পত্নী যদি প্রকৃত পক্ষে তাহা না হন, তাহা হইলে কখনও মহোচ্চ জীবন লাভ করিতে কি সকল অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন না।

মানুষ কি জন্য সংসার করিতেছে, পবিত্রভাবে পতিপত্নী মিলিত হইতেছে, কি জন্য পুত্রকন্যার কামনা করিতেছে, তাহা তোমাকে একরূপ বলিয়াছি। তুমিও বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। কিন্তু এস্থলে তোমাকে আবার বলিতেছি, আমরা ভোগসুখে রত থাকিয়া পশুপক্ষীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে আসি নাই। জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ আমাদের জীবনের লক্ষ্য নহে। আমাদের জীবনের লক্ষ্য চির আনন্দ লাভ করা। আমরা—তুমি আমি সকলেই আনন্দের বস্তু ; আনন্দেই আমাদের

জন্ম, আনন্দেই আমরা জীবিত রহিয়াছি, আবার আনন্দময় জীবন লাভ করিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইব।

কথাগুলি তোমার পক্ষে একটু কঠিন। তুমি হয়ত বুঝিবে সংসারের মানুষ এই হাসে, এই কাঁদে, এই রাজা হয়, এই ফকির হয়, এই সুখী, এই আবার দুঃখী হয়; এই ধনের গর্ব্ব, জনের গর্ব্ব করে, পৃথিবীকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করে, কিন্তু কিছুকাল পরে তাহার কিছুই থাকে না। যেখানে সূতিকা ঘর, সেইখানেই আবার শ্মশান; যেখানে আরাম সেইখানেই ব্যারাম। যেখানে আশা, সেইখানেই নৈরাশ্য। ইহা বুঝিয়া তুমি নিশ্চয় মনে করিয়া বসিবে, আনন্দ আবার কি মানুষের ভোগ্য। আনন্দ দেবতার ভোগ্য। বিধাতা মানুষের ভাগ্যে আনন্দ লিখেন নাই। মানুষ দুঃখে কষ্টে নিরানন্দে সংসারে আসে আবার চলিয়া যায়।

দেখ, আনন্দ যে দেবতার ভোগ্য তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। যে দিন মানুষ দেবত্ব লাভ করিবে, সেদিন পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হইবে। তুমি আমি সকলেই আনন্দকে চাই; আনন্দ আমাদের সকলের প্রিয় ও উপাস্য। তোমাকে দুঃখ দেই তুমি নিশ্চয় গ্রহণ করিবে না, শোক তাপ দেই নিশ্চয়ই ভয়ে আকুল হইয়া দূরে যাইবে, কিন্তু একবিন্দু আনন্দ দিলে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে। বলিবে আরও দেও আরও দেও।

সংসারে ক্ষুদ্র আনন্দ, ক্ষণিক আনন্দ। ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক

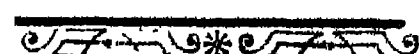


আনন্দ ভোগ করিতে করিতেই পূর্ণ আনন্দ লাভের অধিকারী হইব। পূর্ণানন্দ লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা হইবে, যত্ন চেষ্টা হইবে।

শ্রীভগবান্ আনন্দময় বস্তু। আমরা তাঁহারই সন্তান। সুতরাং আমরাও আনন্দময় বস্তু। দুঃখ ও নিরানন্দ আমাদের নিজস্ব নহে, নিজস্ব আনন্দ। সুতরাং আমাদিগকে সংসার সাধনা করিয়া সেই আনন্দকে লাভ করিতে হইবে। আনন্দকে লাভ করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। এখন দেখা যাউক কিরূপে সেই আনন্দ লাভ হইতে পারে। কোন্ তপস্যায় কি যোগসাধনায় আমরা আনন্দের অধিকারী হইতে পারিব ?

এ সংসারে আনন্দ লাভের উপায় বহু আছে—সাধনা করিলেই আনন্দ হয়। তুমি এই যে দুগ্ধ দেখিতেছ, দুগ্ধে যে মাখম, ঘৃত ও ছানা আছে, তাহা দেখিতেছ না, কিন্তু একটু সাধনা কর, দেখিবে এই দুগ্ধ হইতে মাখম, ঘৃত, ছানা প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে।

সেইরূপ এই সংসারকে তুমি দুঃখের স্থান, শোকের স্থান, আধিব্যাধির স্থান, বিপদ্ বিড়ম্বনার স্থান মনে করিও না। আর মনে করিও না আমরা দুঃখদুর্গতি, রোগশোক ভোগ করিবার জন্য সংসারে আসিয়াছি। সংসারে আসিয়াছি জীবনকে উন্নত করিতে, হৃদয়কে উচ্চ ও মহৎ করিতে, করিয়া দেবত্ব লাভ



করিতে ; দেবত্ব লাভ করিয়া পূর্ণ আনন্দের অধিকারী ও অধিকারিণী হইতে। ইহাই তোমার আমার—স্ত্রী-পুরুষের সকলের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যিনি ইহা না বুঝিবেন, তিনি হয় নির্ব্বোধ, না হয় উন্মাদ। এখন আনন্দ লাভের উপায় বলিতেছি মন দিয়া শোন।

এই সংসারের কোন্ কার্য্যে না আনন্দ আছে ? তুমি ভার্য্যা, তুমি কি পতির সেবা করিয়া আনন্দ পাও না ? তুমি গৃহিণী, তুমি কি গৃহকার্য্য করিয়া কৃতার্থ হও না ? তুমি ভগিনী, তুমি ভ্রাতার সেবায় নিযুক্ত হইয়া সুখিনী হও না ? তাই বলিতেছি, এ সংসারের কোন্ কার্য্যে সুখ না আছে, আনন্দ না আছে ? দেখ, যাহার দয়া আছে, সে পরের দুঃখ দূর করিয়া কত সুখ পায়, কত আনন্দ লাভ করেন ; যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি ভক্তি করিয়া কত সুখী হন, যাঁহার প্রেম আছে, তিনি অন্যকে প্রেম করিয়া কত আনন্দ লাভ করেন। তবে এসংসারে অসুখী কে ? নিরানন্দ কে ? চিরদুর্ভাগা কে ?

একটু চিন্তা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, মানুষের যত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয়ই আনন্দজনক। আনন্দবিহীন কোন কর্ম্ম মানব মানবীর করণীয় আছে তাহা জানি না। আমরা দেখিয়াছি, একজন গৃহিণী সারাদিন গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকেন, আলস্য নাই, বিশ্রাম বিরাম নাই, বৃথা গল্প করিয়া সময় নষ্ট করা নাই, নিবিষ্টচিত্তে কর্ম্ম করিতেছেন, আবশ্যক মত সকলের সঙ্গেই

কথাবার্ত্তা করিতেছেন। তাঁহাকে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হইতে কেহ কখন দেখে নাই; কেহ কখন তাঁহার মুখ মলিন দেখে নাই। তিনি যেন আনন্দময়ী; তাঁহার প্রাণ যেন আনন্দে ভরা।

ফল কথা, স্নেহপ্রীতিভক্তি হইতে আনন্দ উপস্থিত হয়। যে নারী স্নেহময়ী, প্রীতিময়ী, ভক্তিমতী আনন্দ তাহার করতলগত। দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, বিপদ্ তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না, আমরা যতই স্নেহপ্রীতিভক্তি লাভ করিতে পারিব, ততই আনন্দ লাভে সমর্থ হইব। তাই তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি স্নেহময়ী, প্রীতিময়ী ও ভক্তিমতী হও। তুমি স্নেহের পাত্রকে যথার্থ স্নেহ কর, প্রীতিপাত্রকে যথার্থ প্রীতি করিতে শিখ, ভক্তিপাত্রকে যথার্থ ভক্তি কর, দেখিবে তোমার প্রাণে স্বর্গের আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। তোমার জীবন সুখময় শান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের গৃহ আনন্দের ভবন। এখানে যত আনন্দ লাভ হয়, আর কোথাও সেইরূপ হয় না। কারণ এখানে আনন্দ বস্তুরই খেলা। স্নেহপ্রীতিভক্তি গৃহীকে স্বর্গের আনন্দ আনিয়া আনন্দিত করিতেছে। পতি যদি পত্নীকে প্রাণের অকপট প্রীতি দিয়া, পত্নী যদি পতিকে হৃদয়ের ভক্তিপ্রেম দিয়া সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে যে কি আনন্দের উৎপত্তি হয়, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় কি?

আর একটী কথা

আমাদের দেশে একদিন বহু সুখী পরিবার ছিল ; বহু লোক গৃহ-তপোবনে প্রেমের আরাধনা, ভক্তির আরাধনা, স্নেহশ্রদ্ধার আরাধনা করিয়া জীবনে সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু হায় ! সেই দিন এখন আর নাই। এখন আর সেই ভক্তিরসের পবিত্র গঙ্গা কুলু কুলু নাদে গৃহতপোবনের প্রান্তসীমা ধৌত করিয়া প্রবাহিত হয় না। এখন আর প্রীতির মলয় মারুতে গৃহে গৃহে চন্দন রসের সৃষ্টি হয় না। যে গৃহ শান্তরসের আধার ছিল, সে গৃহ এখন অরণ্যের কার্য্য করিতেছে। তাই আমরা দিন দিন দীনক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িতেছি। সে প্রাণ নাই, সে প্রাণের উচ্ছ্বাস নাই ; সে হৃদয় নাই, সে হৃদয়ের মধু নাই। এখন যাহাকে দেখি, যাহার মুখপানে তাকাই তাহাকে যেন দুঃখের আগুনে নিরানন্দের তুষানলে অর্দ্ধদগ্ধ জীব বলিয়া বোধ হয়।

আমাদিগকে এখন ফিরিতে হইবে। উৎসন্নের পথে চলিয়াছি, এখন ফিরিতে হইবে। এখন গৃহে গৃহে আবার আনন্দের সাধনা করিতে হইবে। আনন্দলাভের জন্য জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা শিক্ষা করিতে হইবে।

গৃহকে আনন্দের ভবন করিবার জন্য নারীজাতিকে অগ্রে আহ্বান করিতেছি। গৃহে যাহারা জননী, গৃহে যাহারা ভগিনী, গৃহে যাহারা সহধর্ম্মিণী, গৃহে যাহারা আনন্দময়ী মূর্ত্তি তাহাদিগের

ছাড়া গৃহের উন্নতি হইবে না, গৃহে আনন্দের উৎস ছুটিবে না, সকল দুঃখের সকল আধিব্যাধির নিরসন হইবে না।

স্নেহপ্রীতির কথা যে বলিলাম, এই স্নেহপ্রীতি ত্যাগবৈরাগ্যের দ্বারা অলঙ্কৃত না হইলে, স্নেহ স্নেহেরবিকৃতি মাত্র হয়, প্রীতি প্রীতির বিকৃতি মাত্র হয়। গৃহে গৃহধর্ম্মে ত্যাগবৈরাগ্যের ভজনা করিতে হইবে। ত্যাগবৈরাগ্য ব্যতীত নির্ম্মল আনন্দলাভে চিরদিন বঞ্চিত থাকিতে হইবে। এ কথা ভারতরমণীর আত্মত্যাগ প্রস্তাবে তোমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

এখন তোমাকে সংক্ষেপে আমার সকল কথা পুনরায় বলিতেছি, শোন। জীবন দুঃখের নহে—সুখের ; গৃহধর্ম্ম ভোগ-বিলাসের জন্য নহে—জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার জন্য ; পতি, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজন, ধূলাখেলার সাথী নহে—তাহাদের সঙ্গ আনন্দের সাধনা করিবার জন্য। তাহাদের সেবা ও সুখসাধন করা শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইবার নিমিত্ত।

আমাদের গৃহে শ্রীভগবানের পূর্ণ অধিষ্ঠান। তিনি আমাদের গৃহে আমাদের নিজজনরূপে বিরাজ করিতেছেন। পিতা যেমন পুত্রের সুখের সংসার দেখিয়া আনন্দিত হন, শ্রীভগবান্‌ও তেমনই আমাদের সংসারের স্নেহপ্রীতিভক্তির কার্য্য দেখিয়া প্রসন্ন হন। আমরা শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিতে পৃথিবীতে আসিয়াছি। পতিকে ভাল বাসিলে, পুত্র-কন্যা, শ্বশুর-শাশুরী,

এমন কি দাসদাসী, দীনদুঃখী, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতিকে স্নেহশ্রদ্ধা ভক্তিপ্রীতি করিলে সেই সর্ব্বজীববৎসল শ্রীভগবান্‌কেই ভালবাসা হয়। তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র ভরসাস্থল, একমাত্র নিজজন, একমাত্র অতি অন্তরঙ্গ। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্যই গৃহ ও গৃহধর্ম্ম। তাঁহাকে লইয়া যাহা করিব তাহাই আমাদের পুণ্য কর্ম্ম, তাঁহাকে ভুলিয়া যাহা করিব তাহাই আমাদের নরকের কারণ। তাই তোমাকে সেই সর্ব্বশুভদাতা, সর্ব্বসুখদাতা আনন্দময়কে লক্ষ্য রাখিয়া, এ সংসার তাঁহার, এই গৃহ কর্ম্ম তাঁহার, এ পতিপুত্রের সেবা তাঁহারই সেবা, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই কর্ম্মজ্ঞানে সংসার কর, কোথায় থাকিবে তোমার দুঃখ আর কোথায় থাকিবে তোমার নিরানন্দ ; সকল ক্লান্তি দূর হইবে, সকল ভয়ভাবনা চলিয়া যাইবে, সকল অবসাদ তিরোহিত হইবে, সকল তাপ জুড়াইবে ; দেখিতে পাইবে জীবন আনন্দময়, গৃহ ও গৃহধর্ম্ম আনন্দময়, পতিসেবা আনন্দময়, পুত্র-পরিজনের সুখসাধন আনন্দময় ; অধিক কি জীবনের ন্যায় মৃত্যুও আনন্দময়।

হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগ

হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগের পুণ্যকথা এখন বলিব। এপর্য্যন্ত যত কথা বলা হইয়াছে, যত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহার পুনরায় আলোচনা করিব। তাহা হইলেই তুমি আমার উপদেশগুলি ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগের কথা বলিতেছিলাম। দেখ, ত্যাগই ধর্ম্ম, ত্যাগই সুখ, ত্যাগই আনন্দ। ত্যাগ ভিন্ন মানবমানবী কদাচ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। গৃহে গৃহধর্ম্মে ত্যাগই একমাত্র উপাস্য। ত্যাগের দ্বারাই গৃহ সুখময় আনন্দময় হইয়া থাকে, ত্যাগের দ্বারাই গৃহধর্ম্ম পরিপূর্ণ হয়। যে গৃহে ত্যাগ স্বীকার নাই, ত্যাগের উপাসনা নাই, ত্যাগ ধর্ম্মে দীক্ষা নাই সেই গৃহ গৃহই নহে, সেই গৃহের গৃহী গৃহিণীও মানবমানবী নামের যোগ্য নহে। কেন নহে তাহাও তোমাকে বলিতেছি।

ত্যাগধর্ম্মের মহিমার কথা তোমাকে একমুখে কত বলিব, শত মুখ হইলেও বলিয়া শেষ করা যায় না। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি

হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগ

ত্যাগই ধর্ম্ম, ত্যাগই সুখ, ত্যাগই আনন্দ, ত্যাগের দ্বারাই মনুষ্যের মনুষত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ধ্রুব সত্য। তুমি প্রকৃত ভার্য্যা হইলে, তোমাকে ত্যাগধর্ম্মের আন্তরিক তপস্যা করিতে হইবে ; নতুবা তুমি কদাচ যথার্থ ভার্য্যা নামের অধিকারিণী হইতে পারিবে না ; এবং যথার্থ ভার্য্যা নামের অধিকারিণী হইতে না পারিলে তোমার পূর্ণ সুখ ও পূর্ণ আনন্দও লাভ হইবে না। স্ত্রী স্বামীর কাছে কি কামনা করে ? স্ত্রীর প্রধান কামনা, যে, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য করিতে পারিতেছে কি না। কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া তাহার 'সেবা ও সুখ সাধন' করিতে পারিতেছে কি না। এই কামনার আহ্বানে স্বামীর কাছে সকলই ত্যাগ করিতেছে। স্ত্রার নিজের প্রতিষ্ঠা হউক আর না হউক, স্বামীর প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে, নিজের আহার নিদ্রা ঘটুক আর না ঘটুক, স্বামীর আহারনিদ্রার জন্য স্ত্রী ব্যস্ত। এইরূপে স্ত্রী স্বামীর কাছে সকলই বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। আত্মসুখ নাই ; স্বামীর সুখেই সুখ, স্বামীর গৌরবেই তাহার প্রীতি। স্বামীর মঙ্গলেই তাহার আনন্দ। এখন দেখ, যে যথার্থ ভার্য্যা সে যথার্থ ত্যাগী ; ত্যাগধর্ম্মই তাহার একমাত্র সারধর্ম্ম। সে কেবল ত্যাগই করিতে ভালবাসে, ভোগ চাহে না, ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে না, ভোগের জন্য লালায়িত হয় না। এমন কি ভোগের নাম শুনিতেও ম্রিয়মাণ হয়। যথার্থ ভার্য্যার ত্যাগই পরম তপস্যা।



যথার্থ ভার্য্যা ত্যাগ করিয়াই সুখ পান, আনন্দ ভোগ করেন। এজন্য ভারতে হিন্দুনারী স্বামীর জন্য, স্বামী সেবার জন্য, স্বামীর মঙ্গলের জন্য, স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষার জন্য, স্বামীর গৌরব বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য, স্বামীর সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য অবলীলায় সকল ত্যাগ করিয়াছেন। সর্ব্বতোভাবে পতির হিত-কারিণী হইয়া ত্যাগধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীতে নারী নামের মহিমা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা জীবনকেও ত্যাগ করিয়া নারীধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগেও এমন অনেক হিন্দুরমণী আছেন, যাঁহারা ত্যাগকেই জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া পতির জীবনসঙ্গিনী হইয়াছেন। এখন ভাবিয়া দেখ ত্যাগ ভিন্ন যথার্থ ভার্য্যা হইতে পারে কি ?

এইরূপ ত্যাগ ভিন্ন যথার্থ জননী, ত্যাগ ভিন্ন যথার্থ গৃহিণী, ত্যাগ ভিন্ন যথার্থ কুলকামিনী হইতে পারে না। কখন হয়ও নাই। হিন্দুর শাস্ত্রে, হিন্দুর সমাজে, হিন্দুর গৃহে ও অরণ্যে ত্যাগই একমাত্র ধর্ম্ম।

ত্যাগ হিন্দু রমণীর আদর্শ; ত্যাগ হিন্দু রমণীর মহৎ গুণ, ত্যাগ হিন্দু রমণীর জীবনের সৌন্দর্য্য, ত্যাগ হিন্দু রমণীর হৃদয়ের মাধুর্য্য। ত্যাগধর্ম্মের বলে, হিন্দুপত্নী স্বামীর ভোগের দাসী নহে—প্রেমময়ী করুণাময়ী সহধর্ম্মিণী। ত্যাগধর্ম্মের বলে হিন্দু রমণী হিন্দু শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের চক্ষে কুললক্ষ্মী,

গৃহলক্ষ্মী, জগৎলক্ষ্মী। ত্যাগধর্ম্মের বলে হিন্দুনারী পতির ধর্ম্মের সহায়, কর্ম্মের সহায়, জীবনের সহায়, মরণের সহায়। ত্যাগধর্ম্মের বলে হিন্দু গৃহিণীর অভাবে গৃহে ও শ্মশানে কোন পার্থক্য থাকে না। হিন্দু জানেন ত্যাগধর্ম্মের মহিমায় যেখানে রমণীর পূজা সেইখানে দেবতার পূজা হয়। যেখানে নারী পূজিত না হন, সেইখানে দেবতারা অভিশাপ প্রদান করিয়া থাকেন। ত্যাগধর্ম্মের গুণে হিন্দুর কাছে নারীমাত্রেই মাতৃনামে অভিহিত হইয়া থাকেন; হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র আদেশে মহারাজও দাসীকে "ভদ্রে" বলিয়া সম্বোধন করিয়া রমণী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন না।

তাই তোমাকে আবারও বলিতেছি, ত্যাগই হিন্দুনারীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সুখশান্তি। তুমি স্বামিগৃহে যাইতেছ, তোমার ত্যাগধর্ম্মে তোমার স্বামিগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময় হইবে। ত্যাগধর্ম্মের গুণে তোমার মহিমা বৃদ্ধি পাইবে, তোমার মহিমায় গৃহ উজ্জ্বল হইবে। তুমি অলঙ্কার পরিবার জন্য ব্যস্ত হইও না, বিচিত্র বসনে অঙ্গের শোভা বৃদ্ধির জন্য আকুল হইও না; তাহাতে তোমার যশঃ ও গৌরবের কিছুই নাই। তুমি কেবল দেখিবে স্বামীর জন্য সকল ত্যাগ করিতে পারিয়াছ কি না, স্বামীর মাতাপিতা ভাই বন্ধুর জন্য নিজের সুখসুবিধা সঙ্কুচিত করিতে পারিয়াছ কি না, নিজে না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইতে পারিয়াছ



কি না, নিজে দুঃখের ভাগ লইয়া অন্যকে সুখী করিতে পারিয়াছ কি না। তুমি যতই তাহা করিতে পারিবে ততই তোমার গৌরব বাড়িবে, সম্মান বাড়িবে, পতি ও তাঁহার পরিজনের কাছে স্নেহের পাত্রী ও শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে পারিবে।

আর দেখিবে, তুমি যথার্থ কুললক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী হইতে পারিয়াছ কি না? আর দেখিবে তুমি যথার্থ স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়াছ কি না। তুমি যদি যথার্থ স্বামীর জীবনপথে সহায় ও সঙ্গিনী এবং সহধর্ম্মিণী হইতে না পার, তাহা হইলে কি তোমার কোন মূল্য রহিবে? না, কোন গৌরব গরিমা রহিবে? তবে তুমিও যাহা বনের বিষবল্লীও তাহা। বিষবল্লী যখন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া লয়, তখন বৃক্ষের পত্রপুষ্প ঝড়িয়া পড়ে, জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়; তোমার প্রকৃত পত্নীত্ব না থাকিলে তোমার সংসর্গেও পতির ধর্ম্মকর্ম্ম সুখসৌভাগ্য সকলই নষ্ট হইবে, অধিক কি জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে।

যে গৃহে নারী আত্মসুখপরায়ণা, যে গৃহে নারী মুখরা, কলহপ্রিয়া, কটুভাষিণী সে গৃহে কিছুই থাকে না। সে গৃহে না থাকে শান্তি, না থাকে সুখ, না থাকে ছায়া, না থাকে শীতল বাতাস। সেখানে কেহই জুড়াইতে পারে না; কেহই আশা ও আনন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে না। এই কথাটী তুমি অতি সত্য বলিয়া সর্ব্বদা মনে রাখিও। এজন্য তোমার কেন,

প্রত্যেক রমণীর আত্মসুখের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য; মিষ্টভাষিণী সহৃদয়া সরলা এবং আনন্দরূপিণী হওয়া অতি আবশ্যক।

ত্যাগ করিয়া কি সুখ হয়, কি শান্তি পাওয়া যায়, চিত্তের কি উন্নতি হয়, তাহা যে নারী ত্যাগ করিতে শিখিয়াছেন তিনিই তাহা অবগত আছেন। গৃহের কেহ তোমাকে কটু বলিলে, তুমি যদি তাহাকে কটু না বলিয়া মিষ্ট বাক্য বল. আপনার স্বার্থটুকু ত্যাগ করিয়া তাহার স্বার্থ রক্ষা কর, তাহা হইলে কি অশান্তি, উদ্বেগের পরিবর্ত্তে শান্তি সুখ হয় না?

হিংসার প্রতিশোধের জন্য হিংসা, দ্বেষের প্রতিশোধের জন্য দ্বেষ, ক্রোধের প্রতিশোধের জন্য ক্রোধ করিলে, হিংসা দ্বেষ ও ক্রোধের কখনও শান্তি হইতে পারে না। কখনও সুখ হইতে পারে না। তবে হিংসার পরিবর্ত্তে প্রীতি করিলে, দ্বেষের পরিবর্ত্তে দ্বেষহীনতা দেখাইলে, ক্রোধের পরিবর্ত্তে অক্রোধের ভাব দেখাইলে শান্তি আপনা হইতে আসে। সুখ আপনা হইতেই উদয় হয়।

কুলমহিলাদিগের মধ্যে এমন অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যে, ত্যাগ যে কি মহান্ ধর্ম্ম তাঁহারা তাহার কিছুই জানেন না। কিরূপে বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হইবেন, তজ্জন্য কতই চেষ্টাচরিত্র করিতেছেন। তিনি যে গৃহীর গৃহে পত্নীরূপে পুত্রবধূরূপে আসিয়া কি গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার মাথায় লইয়াছেন, তৎপ্রতি

কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। কিরূপে নারী জীবন ধন্য করিবেন, কিরূপে পতি ও পরিজনের স্নেহশ্রদ্ধার পাত্রী হইবেন তৎপ্রতি একেবারেই লক্ষ্য নাই।

বিচিত্র বস্ত্র ও অলঙ্কারে নারীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না—নারীর একমাত্র ভূষণ স্বামী। দেবী সাবিত্রী রাজার মেয়ে, সাবিত্রীর কত মণিমুক্তাশোভিত বসনভূষণ ছিল। তিনি পতিগৃহে আসিয়া গাছের বাকল পড়িলেন, সমস্ত অলঙ্কারপত্র খুলিয়া রাখিলেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বেশে মুনির তপোবন ধন্য হইল। আর তিনিও ধন্যা হইলেন। সেই গাছের বাকলের যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছিল, দুর্ল্লভ মণিমুক্তার হারে সে সৌন্দর্য্য নাই—থাকিতে পারে না। তিনি তপস্বিনী সাজিয়াছিলেন, তপস্বিনীর ভুবনমোহিনীর বেশে ভুবনকে মোহিত করিয়াছিলেন। মণিমুক্তার অলঙ্কার ফেলিয়া গাছের বাকল পড়িয়া তপস্বিনী সাজিয়া পতির সেবায় নিযুক্ত হওয়া যেমন তেমন রমণীর কর্ম্ম নয়। মহাযোগিনী মহাতপস্বিনী প্রেমপুণ্যে স্নেহভক্তিতে মহীয়সী রমণী ভিন্ন এমন ভাবে আপনাকে পতির অনুগত করিয়া, বাপের বাড়ীর খাট পালঙ্ক ছাড়িয়া, পতিগৃহে তৃণশয্যায় শুইয়া, বাপের বাড়ীর রাজভোগ্য অন্ন জল ত্যাগ করিয়া, পতি-গৃহের ফল মূলে পরিতৃপ্ত রহিয়া স্বামীর সেবায় নিয়োজিত করিতে পারে না। দেবী সাবিত্রী সেই তপস্যার ফলে মৃতপতিকে যমের

কাছ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-কথায়, প্রীতি-ভক্তির কথায়, হৃদয়ের কথায় যমকেও বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন। যমরাজা সতীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সতীর অলোকসামান্য পাতিব্রত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বর দিতে চাহিয়াছিলেন। যমরাজার এমন বর, এমন আশীর্ব্বাদ, এমন কৃপা ও অনুগ্রহ মহাতপস্যা ভিন্ন কেহ কখন পাইতে পারে না। সাবিত্রীর সেই মহা তপস্যা কি? না—আত্মত্যাগ।

দেবীর সেই আত্মত্যাগের প্রথম দৃশ্য দেখ। বিবাহের বর ধার্য্য হইল। দেবী সাবিত্রী সত্যবান্‌কেই পতিত্বে বরণ করিবেন বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিলেন। শীঘ্রই বিবাহ হইবে। বিবাহের দিনও একরূপ ধার্য্য হইল। এমন সময় নারদ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, এই বিবাহ হইলে সাবিত্রী এক বৎসরের মধ্যেই বৈধব্যভাগিনী হইবেন। বিবাহের এক বৎসরের ভিতরেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে।

দেবী সাবিত্রী এই দারুণ সংবাদ শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া কিছুমাত্র চিন্তিত বা বিচলিত হইলেন না। সাবিত্রী দেবীর পিতা কন্যাকে কহিলেন, মা, মহর্ষি নারদের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার এ বিবাহ করা সঙ্গত নহে। তুমি অন্য বরের নিকট বিবাহিতা হও।

সাবিত্রী ধীর, স্থির ও গম্ভীর। পিতাকে কহিলেন, তা'হইতে পারেনা। যাঁহাকে এক বার পতি বলিয়া মনে করিয়াছি, মনে মনে যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি তিনি ভিন্ন আর কেহ পতি হইতে পারে না। মনই আমার সাক্ষী। বৎসরান্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলেও আমি আর অন্যকে পতি বলিয়া বরণ করিতে পারিব না।

দেখ কি অদ্ভুত আত্মনিষ্ঠা! কি অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জন! কি অলোকসামান্য হৃদয়ের বল! ইহার নাম তপস্যা। ইহারই নাম যোগসাধনা। এইরূপ যাঁহার শুভবুদ্ধি, শুভচিত্ত, শুভসঙ্কল্প, শুভকামনা তাঁহার কি কখনও অশুভ হইতে পারে? দেবী বরের আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না! শীঘ্র বিধবা হইবেন বলিয়া ভয় পাইলেন না। বিধবা হইতে হয়, হইব, মরিতে হয় মরিব, সকল সুখ, সকল ভোগ নষ্ট হয় হইবে, তথাপি এক বার যাঁহাকে মনে মনে স্বামী বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে পারিব না। দেবীর এই যে আত্মত্যাগ—ইহাই ত পরম ধর্ম্ম, পরম কর্ম্ম, পরম তপস্যা। ইহা হইতে আর ধর্ম্ম কর্ম্ম ও তপস্যা কি আছে? এই ত্যাগ-ধর্ম্মের গুণেই দেবীর দেবীত্ব বিকাশ পাইয়াছিল। যমরাজ তাহা অবগত ছিলেন। তাই তিনি মৃতপতিকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের কাছে, পুণ্য পবিত্রতার কাছে, তপস্যার কাছে সকলই বশীভূত।



তাই তোমাকে বলিতেছি তুমি সকল ত্যাগ করিতে শিখিও, সকল ত্যাগ করিয়া আপনাকে উন্নত করিও। হিন্দু রমণীর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই ত্যাগ ধর্ম্ম দ্বারা গৃহ আনন্দময় করা। ত্যাগ দ্বারা তুমি সকল পাইবে—পতিপুত্রসুখসৌভাগ্য সকল পাইবে। শ্রীভগবান্ তোমার গৃহে নিত্য বিরাজ করিবেন। তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, ত্যাগের ন্যায় ধর্ম্ম নাই। যে রমণী যথার্থ ত্যাগশীলা তিনি দেবী।

নারীজাতির তপস্যা

হিন্দু নারীর আত্মত্যাগ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, বোধ হয় তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। এখন নারীর তপস্যা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেছি শোন।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে পতির শুশ্রূষাকেই নারীর একমাত্র তপস্যা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তদ্দ্বারাই হিন্দুনারী স্বর্গসুখের অধিকারিণী হইবেন। অনন্তকাল পতিসহ স্বর্গসুখ ভোগ করিবেন। হিন্দুনারীর পতি ঈশ্বর তুল্য। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন হিন্দু রমণী পতিকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবেন। যে হিন্দু রমণীর পতিভক্তি নাই, পতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি নাই, পতিপ্রেম পাতিব্রত্য নাই, যে রমণীর ইহপরকাল কিছুই নাই, সে ইহকালে নিন্দিতা, পরকালে নরকগামিনী হইবে।

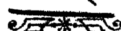
ধর্ম্মশাস্ত্রের এই মধুর উপদেশ আলোচনা করিলে ইহার মধ্যে যে গভীর সত্য আছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

হিন্দু ঋষিগণ যোগবলে ধর্ম্ম ও জ্ঞান বলে দিব্যচক্ষে দেখিয়া

এই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। পতির সহিত যে ভার্য্যার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া এই সনাতন পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

পতির সহিত স্ত্রীর যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেইরূপ সম্বন্ধ জগতে আর কাহার সহিত নাই। স্বামীর সহিত স্ত্রীর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ সম্বন্ধ। এই সব সম্বন্ধে স্ত্রী,স্বামীর দাসী, সখী, পত্নী। সর্ব্বদা মনে রাখিও সতীসাধ্বী নারীরা পতির সর্ব্ব রোগের মহৌষধ, সর্ব্ব দুঃখের শান্তিদায়িনী, সর্ব্ব-সুখপ্রদায়িনী। স্ত্রী যেমন স্বামীর কল্যাণ দান করিতে পারেন এমন আর কেহই নাই। এইজন্য আমাদের আর্য্য ঋষিগণ স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। স্বামী, স্ত্রীকে ফেলিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারেন না। ধর্ম্মাচরণ করিতে হইলে স্ত্রীর সহিত করিতে হইবে। রাজাধিরাজ পুণ্য-চরিত্র রামচন্দ্রকেও স্ত্রীর অভাবে সোণারসীতা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। আর্য্য ঋষিগণ আরও উপদেশ দিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়াছেন "যত্র নারী তত্র গৌরী।" নারী মাত্রেই ভগবতী—জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী ত্রৈলোক্যতারিণী। এখন বুঝিতে পারিলে নারীকে পুরুষ কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিবে, কিরূপ জ্ঞানে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি করিবে।

স্ত্রী, স্বামীর এইরূপই গৌরবের বস্তু—এইরূপই শ্রদ্ধার



সামগ্রী। স্ত্রী ভিন্ন পুরুষ লক্ষ্মীছাড়া হয়,স্ত্রীর মৃত্যু হইলে লোকে বলে,ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন—"গৃহশূন্য" হইয়াছে। কেন একথা বলা হয় তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কি ? স্বামী, স্ত্রীর ধর্ম্মে কর্ম্মে, জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল; আবার স্ত্রী ও স্বামীর ধর্ম্মসাধন স্বর্গসাধন করিবার স্থল। স্ত্রী ভিন্ন স্বামীর গত্যন্তর নাই, স্বামী ভিন্ন ও স্ত্রীর গত্যন্তর নাই। স্বামী ও স্ত্রী মিলিত হইয়া জীবন উন্নত ও পবিত্র করিবেন। স্বামীতে স্ত্রী, স্ত্রীতে স্বামী আত্মসমর্পণ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবেন। ইহাই স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধসম্পর্কের প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রী যদি স্বামীতে শ্রীভগবানের প্রতিরূপ দেখিয়া তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ দিয়া,অন্তরের অন্তর দিয়া,দেহধর্ম্ম দিয়া, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম দিয়া, সেবা শুশ্রূষা, পূজা অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে স্ত্রীর পতিসেবাই ঈশ্বর সেবা, পতিভক্তিই ঈশ্বরে ভক্তি। পতিপরিচর্য্যাই ঈশ্বর পরিচর্য্যা; পতিপ্রেমই ঈশ্বরে প্রেম। পতির কথা তোমাকে এখন না বলিলেও ক্ষতি নাই, তোমাদের কথাই এখন বলিব।

দেখ, বিবাহের যেদিন লগ্নপত্র হইয়াছে, সেই দিনই তোমার মনে এক নূতন আনন্দ আসিয়াছে, এই আনন্দ তুমি তোমার জীবনে কখনও অনুভব কর নাই। আজ তোমার বিবাহের দিন আজ তোমার কত আনন্দ, আজ তোমার প্রাণে কত আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে। কেন জাগিতেছে তাহা ত তোমাকে

প্রথমেই কিছু কিছু বলিয়াছি। এখন আবার বলিতেছি যে, তুমি প্রেমের পথে চলিয়াছ—আনন্দের পথে পদার্পণ করিয়াছ। স্বামীর সহিত পরিণীতা হইয়া, পতিকে প্রেম করিয়া সর্ব্বজীবের সুহৃদ্‌, সর্ব্বজীবের প্রাণ, সর্ব্বজীবের গতি, প্রেমময় স্নেহময় করুণাময় পরম স্বামীর সহিত সংমিলিত হইবার জন্য যাইতেছ—তাই বিবাহ আনন্দময় উৎসবময়। তাই বিবাহে নূতন জীবন, নূতন প্রাণ,নূতন হৃদয়, নূতন মন সংগঠিত হয়। তাই কন্যাদান কন্যার পিতার মহাযজ্ঞ—তাই বিবাহ উৎসবে নিরানন্দ নাই; বন্ধু-বান্ধব সকলেরই আনন্দ।

তুমি স্বামীকে মনুষ্য বুদ্ধিতে চিন্তা করিও না, মনুষ্যচক্ষে দেখিও না, দেখিও পরম স্বামীর প্রতিরূপরূপে। তাহা হইলেই তোমার জন্মজীবন সার্থক হইবে, জীবনের যাহা সার, চরমের যাহা গতি তাহা লাভ করিতে পারিবে। এইরূপ বুদ্ধি ও চক্ষু, মনও ধ্যান যখন তোমার হইবে, তখন দেখিবে তোমার জীবন কত আনন্দময়, তোমার গৃহ কত সুখশান্তিময়, পৃথিবী কিরূপ স্বর্গতুল্য। আর বুঝিতে পারিবে, পরিবার পরিজন তোমার কিরূপ অন্তরঙ্গও আনন্দদায়ক। তখন পতিপ্রীতিতে তোমার সকল প্রীতিময় হইয়া যাইবে। যাহা এখন দুঃখের বলিয়া মনে করিতেছ, এখন যাহা অসার বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতেছ, তাহা হইতেও তোমার পরমানন্দ জন্মিবে।

স্বামি-গৃহ

আর একটী অতি গুহ্য কথা বলিতেছি, শোন। তুমি তোমার গৃহকে একটা খেলার স্থান মনে করিও না। গৃহ কিন্তু খেলার স্থান নহে। গৃহ প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের স্থান। গৃহ ভিন্ন আর কোথাও প্রকৃত ধর্ম্মসাধন সুলভ ও সুন্দর নহে। তুমি তোমার স্বামীকে যেমন পরম স্বামী ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান করিবে, সেইরূপ স্বামীর সকলকেই তাঁহার অনুরূপ জ্ঞান করিবে। স্বামীর ভ্রাতা ভগিনী, মাতা পিতা, বন্ধু বান্ধব, দাসদাসী সকলেই তোমার যেন প্রীতির অন্তর্গত হয়। তাহা হইলেই তোমার স্বামী-ভক্তির প্রকৃত সাধন হইবে। গৃহে স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা। গৃহ সেই দেবতার মন্দির। তুমি যাহা কিছু করিবে.যাহা কিছু ভাবিবে, সকলই যেন স্বামীভক্তি দ্বারা পবিত্র ও মধুর হয়। তোমার দৃষ্টি যেন স্বামীর পদপ্রান্ত ছাড়িয়া আর কোথাও না যায়, তোমার চিন্তা যেন স্বামীর মঙ্গলকামনা ত্যাগ করিয়া মলিন না হয়, তোমার কর্ম্ম যেন স্বামীর হিতার্থে নিয়োজিত রহে, তোমার বুদ্ধি যেন সর্ব্বত্র শুভ থাকে। এই তোমার একমাত্র তপস্যা। এই তপস্যা করিতে পারিলেই তোমার নারী জন্ম সার্থক হইবে, ভার্য্যা নাম সার্থক হইবে।

এই যে তোমাকে বলিলাম গৃহ প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের স্থান বোধ হয় তুমি তাহা ভালরূপ ধারণা করিতে পারিয়াছ। তুমি যদি দেবী হইতে পার, তবে তোমার স্বামি-গৃহ নিশ্চয়ই দেবতার মন্দির হইবে।

নারীজাতির তপস্যা

ধর্ম্ম কি ? যে সাধুকার্য্যে চিত্তের আনন্দ বৃদ্ধি পায় তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই সাধনীয়। পতিসেবায় কি নারীর আনন্দ বাড়ে না ? যতই পতিকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, প্রেমপ্রীতি করিবে, ততই তোমার আনন্দ বাড়িবে—ততই তোমার হৃদয় বড় হইতে থাকিবে। ততই তোমার মনের ক্ষুদ্রতা, মলিনতা ও অস্বচ্ছন্দতা দূর হইয়া যাইবে। তোমার চক্ষু হইতে পবিত্র দৃষ্টি বাহির হইবে, তোমার সংসর্গ স্বামীর পরম হিতকর হইয়া উঠিবে। পতিসেবাতে যে সুখ, যে আনন্দ হয় আর কিছুতেই তেমন হয় না। কারণ পতিসেবা, পতির পরিজনের সেবা, ঈশ্বরসেবার অন্তর্গত। জগৎস্বামী পতিরূপে তোমার প্রেমভক্তি গ্রহণ করিয়া তোমাকে পরমানন্দ দান করিবেন। তুমিও মহানন্দে পতি ও পরিজনকে লইয়া সংসার করিবে।

তাই তোমাকে বলিতেছি, নারীর যাগযজ্ঞ, ব্রতউপবাস কিছুই নাই। স্বামিসেবাই তাঁহার একমাত্র তপস্যা, একমাত্র সাধনা। অন্য তপস্যা হিন্দুনারীর পরিত্যাজ্য।

তুমি তোমার পতিকে যেমন শ্রীভগবানের স্বরূপ মনে করিবে তেমন তোমার সংসারকেও শ্রীভগবানের সংসার মনে করিবে। শ্রীভগবানের সংসারেই তুমি পত্নীরূপে জননীরূপে পুত্রবধূরূপে গৃহলক্ষ্মীরূপে থাকিয়া শ্রীভগবানের কাজ করিতেছ, ইহা যেন তোমার প্রধান ধ্যানজ্ঞান হয়। তোমার নিজস্ব কিছুই

নাই, সকলই সেই পরম দেবতার। তুমি যেমন সেই পরম স্বামীর, তোমার সকলই সেইরূপ পরম স্বামীর। পরম স্বামী শ্রীভগবান্ তোমার একমাত্র নিজধন, নিজজন। তাঁহার প্রতিরূপ বলিয়া তোমার পতিপরিজন তোমার নিজজন। তুমি পতির পথেই জগৎপতিকে পাইবে।

নারীর তপস্যা সম্বন্ধে মোটামুটী তোমাকে বলিলাম। এই ভাব তোমার হৃদয় বদ্ধমূল হইলে সকল বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, জীবন কি, কিরূপে জীবনের উন্নতি হয়, কিরূপে জীবনকে সুখময় করিতে এবং কিরূপে মৃত্যুর রাজ্যে অমৃত লাভ করিতে পারা যাইবে।

আমরা জীবন বুঝি না, জীবনের মূল্যও বুঝি না, তাই আমাদের এত দুঃখ। তাই আমাদের গৃহে স্বর্গ নাই, তাই আমাদের সুখের পার্শ্বেই দুঃখ, সম্পদের পশ্চাতেই বিপদ্। আমরা যদি বুঝিতে পারি, জীবন দুঃখের নহে সুখের, মরণের নহে অমৃতের, তাহা হইলে কি আমরা দীনহীন হইয়া এত কষ্ট পাইতাম? কদাচ নহে।

শ্রীভগবান্ হইতে আমরা জগতে আসিয়াছি। শ্রীভগবান আমাদের প্রাণ। শ্রীভগবান্ আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রেমময় ও আনন্দময়। তিনি নিত্য সত্য ও সুন্দর। তিনি দোষহীন ও গুণময়; তুমি আমি সকলেই আনন্দময়।

আনন্দে জন্মিয়াছি, আনন্দে বাঁচিয়া রহিয়াছি, আনন্দের সাধনা করিতে পারিলে আনন্দময় দেশে চলিয়া যাইব। আনন্দই জীবের চরম লক্ষ্য। তুমি আমি সকলেই আনন্দের জন্য লালায়িত। আনন্দ ভিন্ন আমরা দুঃখকে চাই না; দুঃখের উপাসনা করি না, দুঃখকে ভালবাসি না; দুঃখ আমাদের নয়, আমাদের মাত্র আনন্দ। কিসে আনন্দ হয়, কিসে দুঃখ ঘটে তাহা বুঝি না, ভাবিয়া দেখি না, তাই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হই। দুঃখকে লইয়া অস্থির হইয়া পড়ি, বিপদ্ বিড়ম্বনার কশাঘাতে প্রাণ হারাই; পৃথিবীকে গৃহকে দুঃখের স্থান বলিয়া বুঝি; সময় সময় সুহৃদ্ স্বজনকেও বিষবৎ জ্ঞান করিয়া নিরাশ হইয়া যাই। দেখ, আমাদের কি দুর্ভাগ্য!

তুমি বালিকা সকল কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে নাও পার। কিন্তু এই কথাটা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পার যে, ক্ষুধার সময় না খাইলে, প্রাণ কেমন করে, মনের অবস্থা কিরূপ হয়। সেইরূপ প্রকৃত আনন্দের কাজ না করিলেও দুঃখ আসিয়া আক্রমণ করে। নৈরাশ্য আসিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়, দুশ্চিন্তা দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া দেহকে অলস, অকর্ম্মণ্য ও অসার করিয়া ফেলে। মানুষের জীবনীশক্তিকে নষ্ট ও নিকৃষ্ট করিয়া ফেলে।

এখন দেখ, নারীর আনন্দসাধনা কিসে হয়? আর্য্যঋষির উপদেশ স্মরণ কর। পতিসেবা, গৃহসেবা, পুত্রপরিজনের সেবা,

বন্ধুবান্ধব ও অতিথিঅভ্যাগতের সেবা নারীর আনন্দসাধনার এক মাত্র পথ। ইহা ভিন্ন নারীজাতির আনন্দসাধনার আর দ্বিতীয় পথ নাই। এই আনন্দসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই আনন্দময় শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পঁহুছিয়া জীবন ও জন্ম ধন্য ও সার্থক করিতে পারিবে।

তুমি সাধন কর, এই উপদেশবাক্যের ফল প্রত্যক্ষ লাভ করিতে পারিবে।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও তপস্যা নারীর শিক্ষণীয়। কর্ম্ম কি তাহা গৃহধর্ম্ম প্রস্তাবে বলিয়াছি। পতিতে ঈশ্বরবুদ্ধিই প্রকৃত জ্ঞান। যখন তোমার পতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি হইবে, তখন প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ পাইবে। তখন তুমি জ্ঞানবতী বলিয়া কথিত হইবে। পতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি দৃঢ় হইলেই তোমার প্রকৃত জ্ঞানের কর্ম্ম সমাধা হইবে। যতদিন তোমার এই জ্ঞান না জন্মিবে ততদিন তুমি পতিব্রতা সতী হইতে পারিবে না। পতিপরায়ণতায় সতীর যে সুখ ও সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহার অধিকারিণী হইতে পারিবে না।

তারপর তোমার গৃহকে যে শ্রীভগবানের মন্দির বলিতেছি কেন, তাহা বুঝিয়াছ কি? শ্রীভগবান্ তোমার গৃহে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। দেবমন্দিরে যেমন ধর্ম্মের সেবা হয়, দেবতার পূজা হয়, তোমার গৃহেও সেইরূপ ধর্ম্মের সেবা, দেবতার পূজা হইতেছে। তুমি যদি আপনাকে দেবী বুঝিতে না পার,

আপনার চরিত্র দেবতার ন্যায় করিতে না পার, আপনার কামনা ও কল্পনা দেবভাবে উচ্চ ও মধুর করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে তোমার গৃহ দেবতার মন্দির না হইয়া নরকের দ্বার হইবে, দুঃখের স্থান হইয়া উঠিবে। তখন তুমি দেখিবে, অনুভব করিবে, হা হুতাশ করিবে এবং বলিবে যে, "হায় হায়! এই সংসার কি দুঃখের স্থান!" কিন্তু এ সংসার কাহারও পক্ষে দুঃখের স্থান নহে।

এ সংসার কাহাকেও দুঃখ দেয় না ; প্রকৃতপক্ষে এ সংসার সুখানুভূতির স্থান, প্রেমপ্রীতিভক্তি শিক্ষার স্থান। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি তপস্বিনী হও, প্রাণ দিয়া মন দিয়া দেহ দিয়া বুদ্ধি দিয়া তপস্যা কর। এসংসারে যেরূপ তপস্যা করিবে, সেইরূপ তোমার গতি হইবে। তোমার তপস্যাগুণে গৃহে আনন্দধারা ছুটিবে। তোমার পুণ্যময়ী তপস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার পতিপুত্রপরিজন স্বর্গের সংগীত শুনিতে পাইবে, স্বর্গের আনন্দ ভোগ করিতে পারিবে।

কল্যাণি,আমি তোমার আনন্দময়ী পবিত্রতাময়ী তপস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া নয়নমন চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি গৃহে পরম তপস্যার আয়োজন কর।

সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য

ভার্য্যার আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি বটে; কিন্তু সকল কথা বলিতে পারি নাই, বলিবার সুযোগও পাই নাই, এখন তাহা বিশদ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। স্ত্রীকে পত্নী, জায়া, কান্তা, দয়িতা বলা যায়, সে সমুদয়ের কোন বিশেষ অর্থ নাই; কিন্তু সহধর্ম্মিণী নামের অর্থ অতি সুন্দর ও মধুর। ভার্য্যাকে সহধর্ম্মিণী বলিলে হৃদয়ে সত্য সত্যই এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় চিত্ত আনন্দরসে ভাসিতে থাকে।

কেন ভার্য্যাকে সহধর্ম্মিণী বলে এখন তোমাকে সেই কথাই আগে বলিব। সংসার কি জন্য, গৃহপরিবার কি নিমিত্ত তোমাকে তাহা একরূপ বলিয়াছি। যদি সংসারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া থাক, গৃহ পরিবারের মর্ম্ম অবধারণ করিয়া থাক, তাহা হইলে সহধর্ম্মিণীর অর্থ বুঝিতে তোমার পক্ষে বড় শক্ত হইবে না।

বোধ হয় বুঝিয়াছ, মানবজীবনটা ভোগবিলাসের জন্য নহে।



জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা লাভ করিয়া পূর্ণ আনন্দ লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার একমাত্র স্থান গৃহ। গৃহী গৃহে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবেন। ভার্য্যা স্বামীর সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে কায়-মনোবাক্যে সহায়তা করিবেন। এইজন্য স্ত্রীকে স্বামীর সহধর্ম্মিণী বলা হয়।

স্বামীর সেবা ও সুখসাধন স্ত্রীর পরমধর্ম্ম বটে। কিন্তু সেবা ও সুখসাধন হইতে স্বামীর ধর্ম্মজীবনের সহায়তা করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কায়মনোবাক্যেই স্বামীর সেবা করিতে হয়। শারীরিক শ্রম দ্বারা তাহার পরিচর্য্যা, মন দ্বারা তাহার মঙ্গল কামনা করা, বাক্য দ্বারা তাহাকে সদুপদেশ এবং সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার সেবা করিবে।

ধর্ম্মজীবন গঠন করিবার জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন। আমাদের আর্য্যঋষিগণ স্ত্রার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্যই উপদেশ দিয়াছেন। স্ত্রী ভিন্ন কখনও পতির ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় না। ঈশ্বরে ভক্তিনিষ্ঠা হইবার জন্য গৃহ; গৃহে ভার্য্যা পতিকে প্রীতিদান করিয়া পবিত্রতার সিংহাসনে স্থাপন করিতেছেন। ভার্য্যা পতিকে প্রীতি দ্বারা বাঁধিয়া পবিত্র করিবেন, ধর্ম্মের পথে কর্ম্মের পথে, জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতার পথে লইয়া যাইবেন। তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, তোমার ভক্তি পতির শ্রীভগবানে



ভক্তি হইবার জন্য, তোমার প্রীতি শ্রীভগবানে প্রীতি জন্মিবার জন্য, তোমার সৌন্দর্য্য শ্রীভগবানের দিকে পতির হৃদয় আকৃষ্ট হইবার জন্য। তোমার যাহা কিছু ভাল তাহা পতির মঙ্গলের জন্য, যাহা কিছু মন্দ তাহা পতির অমঙ্গলের জন্য। তুমি যদি সাধ্বী হও, তাহা হইলে তোমার মধুর সংসর্গে পতির জীবনে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইবে, তুমি যদি স্নেহময়ী করুণাময়ী হও তাহা হইলে তোমার স্নেহ ও করুণার মাধুরীতে পতির মন উন্নত হইবে; তাঁহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন গ্লানি দূর হইয়া যাইবে। তুমি তাঁহার অন্ধের যষ্টির ন্যায় হইবে। তোমাকে ছাড়িয়া, তোমাকে ভুলিয়া সত্য সত্যই তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিবেন না।

ধর্ম্মজীবনই মনুষ্যের প্রকৃত জীবন। যে জীবনে ধর্ম্মজীবন গঠিত না হয়, কিংবা ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তাহাকে মনুষ্যজীবন বলিয়া কেহই শ্রদ্ধা করে না। তোমার স্বামীর ধনদৌলত প্রচুর থাকিলেও তাহা প্রকৃত গৌরবজনক নহে, কিন্তু ধর্ম্মজীবন অর্থহীন, সহায়সম্পদ্‌হীন হইলেও তাহার গৌরব আছে, মাহাত্ম্য আছে; ইহপরকালের শান্তি আছে। ধর্ম্মে যেমন মানুষ উচ্চপদ লাভ করে, ধনে তাহা হয় কি? এজন্য ধর্ম্মজীবনই আমাদের একমাত্র শ্রেয়ঃ। ভার্য্যা যত্নবতী হইয়া পতির ধর্ম্মজীবন গঠন করিবেন।

তুমি মনে করিতে পার, পতির ধর্ম্মজীবন গঠন করিবার



শক্তি সামর্থ্য পত্নীর কি আছে ? এরূপ মনে করিলে তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইতে হইবে। কারণ পতির ধর্ম্মজীবন গঠন করিবার ভার বিধাতা নারীকে দিয়াছেন।

পত্নী যেমন, পতির শিক্ষা দিতে পারেন, এমন আর কেহ নহে। পত্নী যেমন পতিকে রক্ষা করিতে পারেন, তেমন রক্ষা আর কেহই করিতে পারে না। এজন্যই আমাদের শাস্ত্রে আছে, ভার্য্যা, ভর্ত্তার মহৌষধি স্বরূপ। তোমাকে একটী সত্য ঘটনা বলিতেছি, শোন। একদা কোন এক যুবক স্বামী, কুসংসর্গে পড়িয়া চরিত্রহীন হয় ; তাহার মাতা পিতা তাহাকে শত সদুপদেশ দিয়াও সৎপথে আনিতে পারিলেন না। ভার্য্যাও চেষ্টাচরিত্র করিলেন, কিন্তু বিপথগামী পতির কোনই প্রতিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি পতির মঙ্গল জন্য প্রতিদিন অনাহারে অনিদ্রায় রহিয়া শ্রীভগবানের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সতীর প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলেন।

একদিন সেই সাধ্বী ভার্য্যাটী ঘরের এককোণে বসিয়া পতির মতিগতি ভাল হইবার জন্য শ্রীভগবানের করুণা প্রার্থিনী হইয়া কাঁদিতেছেন। দুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতেছে, মস্তকের কেশগুলি আলুলায়িত ; ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছে, এমন সময় যুবক গৃহে আসিল ; গৃহে আসিয়া ভার্য্যার কাছে ধীরে ধীরে লজ্জাবনতমুখে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া সতীর কাতর

মূর্ত্তিতে কি এক অলৌকিক জ্যোতিঃ দেখিতে পাইল, দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার চক্ষু দিয়া জল ধারা পড়িতে লাগিল, সে ভার্য্যার নিকট পুনঃপুনঃ ক্ষমাভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

সাধ্বী ভার্য্যা পতিকে অনুতপ্ত দেখিয়া বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল; তখন পতিপত্নী গলাগলি ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। যুবকের মাতা অন্য গৃহে ছিলেন, তিনি সকলই বুঝিলেন, তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।

পতিপত্নীর এই অশ্রুজলে যেন শ্রীভগবানের চরণযুগল ভিজিয়া গেল। তিনি যেন এই অশ্রুপীড়িত বেদনাবিবশ দম্পতির হৃদয়ে আসিয়া উদয় হইলেন। তারপর স্বামী স্ত্রীতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহা বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু সেই দিন হইতে যুবক ভাল হইয়া গেল। তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরিত হইল।

এইরূপভাবে স্ত্রী বিপথগামী পতিকেও সৎপথে আনিতে পারেন।

অনেক ভার্য্যা আছেন, পতির দোষ দেখিতে ইচ্ছা করেন না। পতিকে অন্যায় ও অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিলেও নীরবে সহ্য করেন। ইহা সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম নহে। যে ভার্য্যা স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, স্বামীর মঙ্গলকারিণী, এবং পতিকে যথার্থ ভালবাসেন তিনি কখনও পতির দোষ দেখিয়া উপেক্ষা



করিতে পারেন না। যদি করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি পতির হিতকারিণী নহেন ; ভোগসুখের দাসী মাত্র।

তুমি পতির ধর্ম্মসাধনে অদ্বিতীয় সহায় হইবে। পতির যাহাতে ধর্ম্মোন্নতি হয়, পতির হৃদয়ে যাহাতে সদ্ভাব সৎবৃত্তি গুলি জাগরিত হয় তজ্জন্য তোমার সবিশেষ সাবধানতা ও যত্ন লইতে হইবে। তুমি পতির মঙ্গলকারিণী দেবী, এইভাব কখনও বিস্মৃত হইও না। যদি আপনাদের মঙ্গল চাও তাহা হইলে পতিকে লইয়া পুণ্যময় পথে অগ্রসর হও।

প্রাচীনকালে, সাধ্বীরা জীবন দিয়া পতির ধর্ম্ম সাধনের সহায়তা করিয়াছেন। যদি তাহাতে তাঁহাদের মৃত্যুও ঘটিত তাহাতেও তাঁহারা কর্ত্তব্যবিমুখ হইতেন না। ইহাই ভার্য্যার বিশেষত্ব। নতুবা ভার্য্যার বিশেষত্ব কি ?

অতএব তুমি স্বামীর ধর্ম্মের সহায় হইয়া জীবন ধন্য করিও। পতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে, সেইরূপ স্বামীর ধর্ম্মোন্নতি বিষয়েও সেইরূপ দৃষ্টি রাখিবে। বিপদে সম্পদে সদুপদেশ দিবে। সদুপদেশ দিয়া ধর্ম্মপথে পতিকে লইয়া যাইবে।

মহাভারতে আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির ঋণশোধ করিতে না পারিয়া নিতান্তই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিরূপে ঋষির ঋণ শোধ করিবেন ভাবিতে



ভাবিতে অচৈতন্য হইয়া ধূলায় পড়িয়া রহিলেন। দেবী শৈব্যা স্বামীর সেই অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। কিরূপে স্বামীকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবেন, স্বামীর ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, লোক-নিন্দা হইতে তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবেন, আকুলচিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন যে, নিজকে দাসীরূপে বিক্রয় করিয়া পতির ঋণপাপ দূর করিবেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র চৈতন্যলাভ করিলে সাধ্বী পতিহিতৈষিণী শৈব্যা বিনয়বাক্যে কহিলেন, প্রভো, স্বামিন, আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। সামান্য লোকের ন্যায় বিপদে অধীর হওয়া আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ নহে, আপনি ধর্ম্মপালন করুন ; ধর্ম্মপালনে বিমুখ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব আপনি আমাকে বিক্রয় করুন। আমাকে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করুন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র পত্নী বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু সাধ্বী পতিপ্রাণা দেবী শৈব্যা পতিকে বাধ্য করিলেন। বাধ্য করিয়া একজন ব্রাহ্মণের কাছে আপনাকে বিক্রয় করিলেন। ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে দাসীরূপে ক্রয় করিয়া লইয়া গেলেন।

রাজরাণী দাসী রূপে বিক্রীত হইলেন। যে রাণী শত দাসীর সেবাসুখে সুখী হইতেন, তিনি আজ পতির ধর্ম্মার্থে দাসী



হইয়া চলিলেন। কি মহান্ ভাব, সতীর কি অপূর্ব্ব পতি-হিতৈষণা। আর কোন দেশে কোন ললনা এমন পাতিব্রত্য, এমন পতিপ্রেম, এমন পতির ধর্ম্মের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

এখন ভাবিয়া দেখ, সহধর্ম্মিণী কাহাকে বলে। স্বামীর ধর্ম্মার্থে পত্নী যদি এইরূপ মহনীয় আত্মদান করিতে পারেন, তাহা হইলেই যথার্থ সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা করিতে পারেন। নতুবা পত্নীর রূপলাবণ্যে, পত্নীর সংসর্গে, পত্নীর দুই একটি মধুর সম্বোধনে পতির কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে বল।

তাই তোমাকে পুনরায় বলিতেছি, তুমি স্বামীর জন্য সকল উৎসর্গ করিও। তোমার জীবন উৎসর্গে যেন তাঁহার ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়। তাহা হইলেই তুমি সহধর্ম্মিণী বলিয়া লোক-হৃদয়ের ভক্তি লাভ করিতে পারিবে।



স্ত্রীলোকের দোষ

আমি কতকগুলি স্ত্রীলোকের দোষের কথা উল্লেখ করিতেছি। তুমি মন দিয়া এই কথাগুলি শুনিতে থাক।

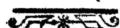
সরলতা স্ত্রীলোকের মহৎ গুণ বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের সরলতা অনেক সময় "বোকামিতে" পরিণত হয় এবং তাহাতে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু স্বামী, শ্বশুরশাশুড়ী প্রভৃতি বন্ধু-বান্ধবের কাছে স্ত্রীলোকের সর্ব্বক্ষণই সরলতা প্রকাশ করা উচিত। স্বামীর কাছে, সর্ব্বান্তঃকরণে সরল হইবে, তাহার কাছে কোনরূপ কুটীলতা প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। শ্বশুরশাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের কাছেও সরল থাকা উচিত। নচেৎ গৃহে অশান্তি জন্মিতে পারে। অন্যায় করিলে সরলভাবে তাহা স্বীকার, এবং দোষ সংশোধনের জন্য যত্ন করিয়া নির্দ্দোষ হওয়া প্রকৃত সরলতার কার্য্য। সরলতা গুণেই নারীচরিত্র দেবতার চরিত্রতুল্য হইয়া থাকে। গৃহে শান্তিসুখের জন্য স্ত্রীলোকের সরলতা অতি আবশ্যক। স্ত্রীলোকের সারল্যপূর্ণ হৃদয়ের মধুর ভাব মরজগতে



সত্য সত্যই পরম আনন্দ আনিয়া দেয়। ঈশ্বরের পরম প্রীতি অন্তরে স্মরণ করাইয়া দেয়। বাস্তবিক সরলতা ধর্ম্মের অঙ্গ, কর্ম্মের শক্তি, হৃদয়ের অমূল্যভূষণ। যে সরলতার এত গুণ, সেই সরলতা যদি নির্ব্বুদ্ধিতায় পরিণত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।

সরলতা কিরূপে নির্ব্বুদ্ধিতায় পরিণত হয়, এখন তাহার আলোচনা করিব। কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, এই জ্ঞান যাহার নাই তাহাকেই লোকে নির্ব্বোধ বলিয়া থাকে। তুমি অত্যন্ত সরলপ্রকৃতির মেয়ে, তোমার অন্তরে কোনরূপ ছলনা চাতুরী নাই, ইহা খুব প্রশংসার বিষয়। কিন্তু যদি কেহ তোমাকে দুইটী প্রশংসা করিল, কি একটু খোসামোদ করিল, কি একটু প্রলোভন দেখাইল, কি তোমার কাছে আত্মীয়তার ভাণ করিল আর অমনি তাহার কাছে সরল ভাবে মনের কথা বলিয়া ফেলিলে ঘরের গুপ্ত বিষয় জানাইলে তাহা হইলে তোমার সেই সরলতা, বোকামিতে পরিণত হইল। তখন তুমি সরল হইয়া যাহা বলিয়াছ কি যাহা করিয়াছ তাহাতে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইল। অনেক রমণী সরলতা বশতঃ এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া থাকে, এবং তাহাতে বিপন্ন হয়। অনেক দুরাত্মা রমণীর সরলতায় আপনার পাপাভিলাষ সিদ্ধ করিবার সরল ও সুন্দর পথ মনে করিয়া থাকে।

স্বামি-গৃহ



জগতে এমন জঘন্য প্রলোভন আছে, যাহা সর্ব্বনাশ হইবার প্রধান কারণ, কিন্তু সরলতায় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যে সরলতায় বিপদ্‌ ডাকিয়া আনে, দুঃখের পথ সুগম করিয়া দেয় সেই সরলতাকে কেহ সরলতা বলে না, তাহা নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র।

রাম রাবণে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল। রাবণ কিছুতেই পরাস্ত হয় না। শ্রীরামের সৈন্যগণ দলে দলে রাবণের হাতে মরিতে লাগিল। বিভীষণ প্রমুখ রামচন্দ্রের মিত্রগণ চিন্তাকুল হইলেন।

এদিকে রাবণ একরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী ছিল। দেবতার বরে রাবণ মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছিল। রাবণের গৃহে অতি গোপনে তাহার মৃত্যুবাণ লুক্কায়িত ছিল। সেই মৃত্যুবাণ না হইলে কেহই রাবণকে বধ করিতে পারিবে না—এই তাহার বর। বিভীষণ প্রভৃতি রামচন্দ্রের অনুচরগণ পরামর্শ করিয়া রাবণের মৃত্যুবাণ আনিবার জন্য হনুমানকে পাঠাইলেন।

হনুমান ছদ্মবেশে রাবণের অন্তঃপুরে যাইয়া উপস্থিত হইল। নানা কৌশলে মন্দোদরী প্রভৃতি রাণীর নিকট রাবণের শুভাশুভের কথা বলিয়া তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিল। মন্দোদরী অত্যন্ত সরলা রমণী ছিলেন। হনুমানের ছলনাপূর্ণ কথায় তাহার চিত্ত দ্রব হইল। তিনি অতি সহজেই ছদ্মবেশী শত্রুকে বিশ্বাস করিয়া বসিলেন।

তার পর মন্দোদরী যাহা করিলেন কুলকামিনীর পক্ষে তাহা অতি গর্হিত কর্ম্ম। তিনি পতির মৃত্যুবাণটী বাহির করিয়া ছদ্মবেশী শত্রুর হাতে দিলেন। হনুমান মৃত্যুবাণ লইয়া এক লম্ফে রামের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মৃত্যুবাণেই রাবণ নিহত হইল।

এখন দেখ, স্ত্রীর কাছে, গৃহের কোন বিষয়ই গোপন থাকে না। পতির মৃত্যুকথাও স্ত্রীর কাছে থাকে। এমন অবস্থায় স্ত্রী যদি সরলতার বশীভূত হইয়া এইরূপ ভাবে অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে যে সরলতা রমণীর মহৎগুণ, সেই সরলতাই মহৎ দোষের হয়। অতএব তুমি সরলা ও সহৃদয়া হও, সরল ভাবে সরল অন্তরে গৃহসেবা কর কিন্তু কোন সময়েই সরলতার বশীভূত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিও না।

তোমার কার্য্য ক্ষেত্র গৃহ। গৃহে তুমি সকল বিষয়েই সরলতা অবলম্বন করিবে। কিন্তু অন্যের কাছে সরলতা দেখাইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিও না।

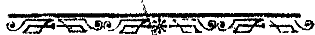
প্রোষিতভর্ত্তিকার কর্ত্তব্য

প্রোষিতভর্ত্তিকা কাহাকে বলে তুমি বোধ হয় তাহা জান না। যাহার স্বামী বিদেশগামী হইয়াছেন তাহাকে প্রোষিতভর্ত্তিকা বলে। প্রোষিতভর্ত্তিকার কি কর্ত্তব্য, কিরূপে সে নিয়মাদি পালন করিবে তদ্‌সম্বন্ধে প্রত্যেক মহিলারই জানা এবং সেইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করা উচিত।

প্রোষিতভর্ত্তিকার কর্ত্তব্যও স্বামীসেবার অন্তর্গত, এবং নারীর পবিত্রতা রক্ষার উপায়। হইলে পতিবিদেশগামী হইলে ভার্য্যা কিরূপ ভাবে জীবনযাপন করিবেন অনেকেই তাহা জ্ঞাত নহেন। আমাদের ঋষিগণ সেই সম্বন্ধে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর।

বিষ্ণু বলিয়াছেন,—"পতি প্রবাসে গেলে বেশভূষা পরিত্যাগ করিবে, কদাচ পরগৃহে গমন করিবে না। শুচিসংযতচিত্ত হইয়া পতিপদধ্যান এবং তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া দিন যাপন করিবে।"

প্রোষিতভর্ত্তিকার কর্ত্তব্য



আমরা একটী পতিব্রতা মহিলার কথা জানি, তাহার পতি বিদেশগামী হইলে তিনি সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনে দিনযাপন করিতেন। কখনও কোনরূপ বেশভূষা করিতেন না, অতি সামান্য বসন পরিধান করিতেন; আহারাদি সম্বন্ধেও অতি কষ্টস্বীকার করিতেন। অন্যের সহিত কদাচ হাস্যকৌতুক করিতেন না, বৃথা কথা, বৃথা আলাপ করিয়া সময় নষ্ট করিতেন না। গৃহকার্য্য ভালরূপে শেষ করিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন। তিনি রামায়ণ পড়িতেই অধিক ভালবাসিতেন। রামায়ণের মধুর কথা পড়িয়া তিনি প্রাণে বড় শান্তি পাইতেন। একবার তিনি তাঁহার কোন আত্মীয়ের বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পতি বিদেশে আছেন, তিনি অনুমতি না দিলে কোথাও যান না, এই কারণে তিনি বিবাহে উপস্থিত হইলেন না। তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে অনেক সাধ্যসাধনা করিল কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিল না। আমরা বিশিষ্টরূপ অবগত আছি তিনি পতিবিরহের সময় অতি মলিন ভাবে দিন কর্ত্তন করিতেন।

আমরা সকলকেই এই পতিব্রতা কর্ত্তব্যপরায়ণা, মহিলার অনুকরণ করিতে অনুরোধ করি। প্রত্যেক মহিলার এইরূপ ব্রতপালন করা উচিত। এই ব্রতপালনে অনেক ফল আছে।

পতিসহবাস স্বর্গসুখের তুল্য। পতিসঙ্গে যথা ইচ্ছা তথায়

যাওয়া যায় ; পতি পরম আশ্রয় ও পরম রক্ষক। পতিপরম গুরু এইজন্য পতি যেমন স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারে, তেমন আর কেহই পারে না। পতি যেমন স্ত্রীচরিত্রের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তুলিতে পারে এমন আর কেহই নহে। পতিসহবাস এইজন্য স্বর্গতুল্য সুখময়। প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রীর নানা বিঘ্ন ও নানা বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। কারণ তাহার সর্ব্ববিষয়ের রক্ষক স্বামী। স্বামীর অনুপস্থিতে রাবণ দেবী জানকীকে হরণ করিতে পারিয়াছিল, নচেৎ সীতাদেবীকে হরণ করিতে পারে রাবণের ন্যায় রাক্ষসের সাধ্য কি? দময়ন্তী পতিহারা হইয়াছিলেন, তাই নির্জ্জন প্রান্তরে ব্যাধ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাই তোমাকে বলিতেছি, তোমার পতি যখন বিদেশগামী হইবেন, তখন তুমি অতি পবিত্র ভাবে, সংযত চিত্তে কাল যাপন করিবে। কোনরূপ আনন্দে উৎসবে যোগদান করিবে না। কোনরূপ ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হইবে না। মনে রাখিও তোমার যে রক্ষক, তোমার যে পালক, তোমার যে গতি, যে তোমাকে সকল প্রকার পতন হইতে নিরাপদ করিবেন, তিনি অনুপস্থিত ; তাহাকে ছাড়িয়া ভোগসুখে আনন্দআহ্লাদে প্রবৃত্ত হইলে তোমার ধর্ম্মের হানি হইতে পারে। তোমার চিত্তে ও চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট হইতে পারে। তুমি অবলা সরলা, তুমি শত্রুকেও হয়তঃ মিত্র জ্ঞান করিতে পার, মৃত্যুকেও হয়তঃ অমরত্ব বলিয়া



বুঝিতে পার ; তোমাদের হৃদয় স্নেহপ্রবণ ও কৃপাকরুণাপূর্ণ ; তাহাতে তোমাদের স্নেহ বা করুণা কোন পাপাশয়ও লাভ করিয়া তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। এজন্য বলি, স্বামী উপস্থিত না থাকিলে কি স্বামীকে ছাড়িয়া তুমি কোন ভোগসুখে কি কোন আহ্লাদআমোদে কি কোন আনন্দ উৎসবে যোগদান করিতে পার না। করিলে তোমার স্বামীকে বঞ্চনা করিতে হয়, নারীধর্ম্মকে নষ্ট করিতে হয়। যাহা কিছু সুখ, যাহা কিছু আনন্দ, যাহা কিছু ভোগবিলাস সকলই তোমার স্বামীর সহিত করিতে হইবে। স্বামীকে ছাড়িয়া কোন কর্ম্মই তোমার করিবার অধিকার নাই। তুমি স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিণী, তুমি স্বামীর জীবন সঙ্গিনী তুমি স্বামীর সহধর্ম্মচারিণী। কাজেই তোমার একাকিণী করিবার কিছুই নাই। অধিক কি ধর্ম্মকার্য্যও তোমার স্বামীর সহিত করিতে হইবে অথবা স্বামীর অনুমতি লইয়া করিতে হইবে।

আর্য্যঋষিগণ লোকচরিত্র দেখিয়া শুনিয়া নারীর পবিত্র রক্ষার জন্য এইরূপ আদেশ ও উপদেশ করিয়াছেন।

সমাপ্ত।